ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.

আকিদাতুত ত্বহাবি

উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান

ভাষান্তর
আব্দুল্লাহ তালহা

সম্পাদনা
নুরুযযামান নাহিদ

আকিদাতুত ত্বহাবি

ইমাম আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ
আত্-তহাবি রহিমাহুল্লাহ রচিত

আকিদাতুত ত্বহাবি

উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মুতাকাল্লিমে ইসলাম

মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিজাহুল্লাহ

ভাষান্তর

মাওলানা আবদুল্লাহ তালহা

পরিচালক : জামিআ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাজশাহী।

সম্পাদনা

মাওলানা নুরুযযামান নাহিদ

উস্তায : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

দারুল আরকাম
DARUL ARKAM

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর-২০২৩
© প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
দারুল আরকাম এর পক্ষে প্রকাশক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ কর্তৃক
ইসলামি টাওয়ার (দোকান নং-১০) গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাংলাবাজার
ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও পরিবেশিত।
ফোন : ০১৯৭৭ ৬৪ ৮১ ৮৫
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বানান সংশোধন : মুশতাক আহমদ

মূল্য : ৩০০.০০

Aqidatut Tahawiy
By Maolana Iliyas Gumman Hafijahullah
Translated by Abullh Talha
Published **DARUL ARQAM**
Islami Tower, Banglabazar, Dhaka.

Price : BDT 300.00

ভারতে আমাদের একমাত্র পরিবেশক :
নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩
মোবাইল : ৮০০১৬১৭০৪৬

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফিলাইফ, রকমারি, রাইয়্যান শপ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সূচিপত্র

অনুবাদকের আরজ ---------- ১৪
প্রারম্ভিকা ---------- ১৬
ইমাম তহাবি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ---------- ১৮
গ্রন্থের প্রারম্ভিকা ---------- ২৫
আল্লাহ্ তাআলার তাওহিদ ও সিফাতবিষয়ক আকিদা ---------- ২৫
আকিদা-১ : ---------- ২৫
তাওহিদের প্রকারভেদ ---------- ২৫
তাওহিদ ফিররুবুবিয়্যাহর পরিচয় ---------- ২৫
তাওহিদ ফিল উলুহিয়্যাহর পরিচয় ---------- ২৬
তাওহিদ ফিস সিফাতের পরিচয় ---------- ২৬
আকিদা-২ : ---------- ২৭
প্রথম আপত্তি ---------- ২৭
দ্বিতীয় আপত্তি ---------- ২৮
আপত্তিদ্বয়ের উত্তর ---------- ২৮
ফায়দা ---------- ২৯
আকিদা-৩ : ---------- ৩০
আকিদা-৪ : ---------- ৩০
আকিদা-৫ : ---------- ৩১
আওয়াল এবং আখেরের দুই প্রকার ---------- ৩১
আকিদা-৬ : ---------- ৩২
একটি আপত্তি ও উত্তর ---------- ৩৩
আকিদা-৭ : ---------- ৩৩
আকিদা-৮ : ---------- ৩৪
আকিদা-৯ : ---------- ৩৪
আকিদা-১০ : ---------- ৩৫
আকিদা-১১ : ---------- ৩৫
আকিদা-১২ : ---------- ৩৬
আকিদা-১৩ : ---------- ৩৭
আকিদা-১৪ : ---------- ৩৮
আকিদা-১৫ : ---------- ৩৮

আকিদা-১৬ : ---৩৯
আকিদা-১৭ : ---৩৯
আকিদা-১৮ : ---৪০
আকিদা-১৯ : ---৪০
আকিদা-২০ : ---৪১
আকিদা-২১ : ---৪১
আকিদা-২২ : ---৪১
দ্বীন ইসলামের মূল বিষয় দুটি ---৪২
আকিদা-২৩ : ---৪২
একটি আপত্তি-- ৪৩
উত্তর--- ৪৩
ফায়দা --৪৪
আকিদা-২৪ : ---৪৪
আকিদা-২৫ : ---৪৪
আকিদা-২৬ : ---৪৫
আকিদা-২৭ : ---৪৫
আকিদা-২৮ : ---৪৬
রিসালত-বিষয়ক আকিদা --৪৬
আকিদা-২৯ : ---৪৬
এ বিষয়ে কিছু ফায়দা উল্লেখ করা হচ্ছে ---------------------------------৪৬
ফায়দা-১ : নবীর পরিচয় --৪৭
১. ইনসান তথা মানুষ--৪৭
২. মাবউস মিনাল্লাহ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত -------------- ৪৮
৩. মাসুম আনিল খাতা তথা ভুল থেকে নিষ্পাপ -------------------- ৪৮
৪. মাফরুদুল ইত্তেবা তথা যার আনুগত্য করা আবশ্যক---------------৪৯
ফায়দা-২ : নবী সত্তাগতভাবে মানুষ না নুর? ----------------------------৪৯
ফায়দা-৩ : নবীর জন্য ঐশী ক্ষমতা ও গুণাবলি প্রমাণিত নয় -----------৫১
ফায়দা : আবদুল্‌হুল মুসতফা (عبدالمصطفى) ---------------------------৫১
আকিদা-৩০ : ---৫২
খতমে নবুয়তের প্রমাণ ---৫২
ফায়দা -- ৫৩
আকিদা-৩১ : --- ৫৫

আকিদা-৩২ : ---------- ৫৫
কুরআনুল কারিম-বিষয়ক আকিদা ---------- ৫৬
আকিদা-৩৩ : ---------- ৫৬
একটি আপত্তি ---------- ৫৭
উত্তর ---------- ৫৭
ফায়দা : কুরআন কারিমের হকসমূহ ---------- ৫৮
প্রথম হক : কুরআন কারিম তেলাওয়াত করা ---------- ৫৮
দ্বিতীয় হক : কুরআন কারিম বোঝা ---------- ৬০
তৃতীয় হক : কুরআন কারিমের ওপর আমল করা ---------- ৬২
আকিদা-৩৪ : ---------- ৬৩
আল্লাহ তাআলাকে দর্শন-বিষয়ক আকিদা ---------- ৬৪
আকিদা-৩৫ : ---------- ৬৪
আল্লাহকে দর্শনের দলিল-প্রমাণ ---------- ৬৫
আপত্তি ---------- ৬৭
উত্তর ---------- ৬৭
ফায়দা ---------- ৬৮
আকিদা-৩৬ : ---------- ৭০
আকিদা-৩৭ : ---------- ৭১
আল্লাহর তানযিহ ---------- ৭২
মেরাজ সম্পৃক্ত আকিদা ---------- ৭২
আকিদা-৩৯ : ---------- ৭৩
মেরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ---------- ৭৪
হাওজ ও কাউসার-বিষয়ক আকিদা ---------- ৭৭
আকিদা-৪০ : ---------- ৭৭
শাফাআত-বিষয়ক আকিদা ---------- ৭৮
আকিদা-৪১ : ---------- ৭৮
'আলাসতু'-এর অঙ্গীকার-বিষয়ক আকিদা ---------- ৮১
আকিদা-৪২ : ---------- ৮১
ইলমে ইলাহি-বিষয়ক আকিদা ---------- ৮২
আকিদা-৪৩ : ---------- ৮২
আকিদা-৪৪ : ---------- ৮২
তাকদির সম্পৃক্ত আকিদা ---------- ৮৪

আকিদা-৪৫ : -- ৮৪
আকিদা-৪৬ : -- ৮৫
লওহে কলম সম্পৃক্ত আকিদা -- ৮৬
আকিদা-৪৭ : -- ৮৬
আকিদা-৪৮ : -- ৮৭
আরশ এবং কুরসি -- ৮৮
আকিদা-৪৯ : -- ৮৮
আকিদা-৫০ : -- ৮৯
আকিদা-৫১ : -- ৮৯
নবী, ফেরেশতা ও আসমানি গ্রন্থ-বিষয়ক আকিদা -- ৯৪
আকিদা-৫২ : -- ৯৪
ফায়েদা-১ : -- ৯৫
ফায়দা-২ : -- ৯৬
আকিদা-৫৩ : -- ৯৬
আহলে কিবলা-বিষয়ক আকিদা -- ৯৭
আকিদা-৫৪ : -- ৯৭
আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নিষেধ -- ৯৭
আকিদা-৫৫ : -- ৯৭
আকিদা-৫৬ : -- ৯৮
গুনাহ ও ঈমান-বিষয়ক আকিদা -- ৯৯
আকিদা-৫৭ : -- ৯৯
আকিদা-৫৮ : -- ৯৯
ক্ষমার আশা ও শাস্তির শঙ্কা-বিষয়ক আকিদা -- ১০০
আকিদা-৫৯ : -- ১০০
আকিদা-৬০ : -- ১০০
ঈমান ভঙ্গের কারণ -- ১০১
আকিদা-৬১ : -- ১০১
ঈমানের হাকিকত ও স্তর-বিষয়ক আকিদা -- ১০১
আকিদা-৬২ : -- ১০১
আকিদা-৬৩ : -- ১০২
আকিদা-৬৪ : -- ১০৩
আকিদা-৬৫ : -- ১০৩

বেলায়েত বা বন্ধুত্ব দুই প্রকার -- ১০৩
আকিদা-৬৬ : -- ১০৪
ফায়েদা : -- ১০৪
আকিদা-৬৭ : -- ১০৫
কবিরা গুনাহগার সম্পৃক্ত আকিদা-- ১০৫
আকিদা-৬৮ : -- ১০৫
ফায়েদা : -- ১০৬
আকিদা-৬৯ : -- ১০৭
আকিদা-৭০ : -- ১০৭
ফায়দা : -- ১০৭
আকিদা-৭১ : -- ১০৮
উলুল আমরের (মুসলিম শাসকের) আনুগত্য সম্পৃক্ত আকিদা -------- ১০৯
আকিদা-৭২ : -- ১০৯
দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে-- ১০৯
'ভারসাম্যপূর্ণ পথ' সম্পৃক্ত আকিদা-- ১১০
আকিদা-৭৩ : -- ১১০
আকিদা-৭৪ : -- ১১১
আকিদা-৭৫ : -- ১১১
কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলো দুই প্রকার-- ১১১
আপত্তি :-- ১১২
উত্তর : -- ১১২
মোজার ওপর মাসেহ সম্পৃক্ত আকিদা-- ১১৩
আকিদা-৭৬ : -- ১১৩
জিহাদ ও হজ সম্পৃক্ত আকিদা -- ১১৪
আকিদা-৭৭ : -- ১১৪
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ---------- ১১৪
ফায়দা : -- ১১৫
আমল সংরক্ষণকারী সম্মানিত ফেরেশতাগণ সম্পৃক্ত আকিদা--------- ১১৫
আকিদা-৭৮ : -- ১১৫
মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সম্পৃক্ত আকিদা --------------- ১১৬
আকিদা-৭৯ : -- ১১৬
কবরে প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার-শাস্তি সম্পৃক্ত আকিদা--------------- ১১৬

আকিদা-৮০ : ---------- ১১৬
আকিদা-৮১ : ---------- ১২১
হায়াতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্বন্ধে আকিদা ---------- ১২১
কুরআন থেকে দলিল ---------- ১২২
হাদিস থেকে দলিল ---------- ১২৪
ইজমায়ে উম্মত ---------- ১২৬
কেয়ামতের দিন কবর থেকে পুনরুত্থান-বিষয়ক আকিদা ---------- ১২৮
আকিদা-৮২ : ---------- ১২৮
১. পুনরুত্থান ---------- ১২৮
২. কৃতকর্মের প্রতিফল ---------- ১২৯
৩. আমলনামা উপস্থাপন ---------- ১২৯
৪. আমলনামার হিসাব ---------- ১২৯
৫. আমলনামা পাঠ ---------- ১৩০
৬. পুরস্কার ও শাস্তি ---------- ১৩০
৭. পুলসিরাত ---------- ১৩০
৮. মিজান, ভালো-মন্দ আমলের পরিমাপক ---------- ১৩১
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পৃক্ত আকিদা ---------- ১৩২
আকিদা-৮৩ : ---------- ১৩২
আপত্তি : ---------- ১৩২
উত্তর : ---------- ১৩২
ফায়েদা : ---------- ১৩৩
ভালো-মন্দ তাকদির সম্পর্কিত আকিদা ---------- ১৩৩
আকিদা-৮৪ : ---------- ১৩৩
ফায়েদা : ---------- ১৩৩
আকিদা-৮৫ : ---------- ১৩৪
ইসতিতাআত তথা শক্তি-সামর্থ্য দুই প্রকার : ---------- ১৩৪
ফায়েদা : ---------- ১৩৫
বান্দার কর্ম সম্পৃক্ত আকিদা ---------- ১৩৬
আকিদা-৮৬ : ---------- ১৩৬
আকিদা-৮৭ : ---------- ১৩৬
আপত্তি : ---------- ১৩৭
উত্তর : ---------- ১৩৭

আকিদা-৮৮ : -- ১৩৭
আকিদা-৮৯ : -- ১৩৮
আকিদা-৯০ : -- ১৩৯
আকিদা-৯১ : -- ১৪০
আকিদা-৯২ : -- ১৪১
সাহাবাগণের প্রতি ঈমান সম্পৃক্ত আকিদা---------------------- ১৪২
আকিদা-৯৩ : -- ১৪২
সাহাবাগণের পরিচয়---------------------------------- ১৪২
খেলাফতে রাশেদা সম্পৃক্ত আকিদা ---------------------------- ১৪৪
আকিদা-৯৪ : -- ১৪৪
খোলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয় ------------------------------ ১৪৪
ফায়েদা : -- ১৪৬
আশারায়ে মুবাশশারা সম্পৃক্ত আকিদা------------------------- ১৪৭
আকিদা-৯৫ : -- ১৪৭
সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সম্পৃক্ত আকিদা------------------------ ১৪৮
আকিদা-৯৬ : -- ১৪৮
সালাফে সালেহিন সম্পৃক্ত আকিদা--------------------------- ১৪৮
আকিদা-৯৭ : -- ১৪৮
আকিদা-৯৮ : -- ১৪৯
কারামতে আউলিয়া সম্পৃক্ত আকিদা -------------------------- ১৪৯
আকিদা-৯৯ : -- ১৪৯
কেয়ামতের আলামত সম্পৃক্ত আকিদা------------------------- ১৫০
আকিদা-১০০ : -- ১৫০
কেয়ামতের আলামত : ---------------------------------- ১৫০
আলামতে সুগরার কিছু নমুনা ------------------------------ ১৫০
আলামতে কুবরার কিছু নমুনা ------------------------------ ১৫২
এক. হযরত ইমাম মাহদি রাযি.-এর আগমন -------------------- ১৫২
দুই. দাজ্জালের আবির্ভাব---------------------------------- ১৫২
তিন. আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ------------- ১৫৩
চার. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ---------------------------- ১৫৪
পাঁচ. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়---------------------------- ১৫৫
ছয়. 'দাব্বাতুল আরদ' নামক অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাব ---------------- ১৫৫

সাত. মৃদু বায়ু : -- ১৫৫
আট. কাফেরদের বিজয় ও কাবাঘর ধ্বংস---------------------- ১৫৬
নয়. আগুন-- ১৫৬
দশ. সিঙ্গায় ফুৎকার---------------------------------- ১৫৭
গণক ও জ্যোতিষী সম্পৃক্ত আকিদা---------------------- ১৫৭
আকিদা-১০১ :-- ১৫৭
গণকের পরিচয়-- ১৫৭
জ্যোতিষীর পরিচয়------------------------------------ ১৫৭
ফায়েদা : -- ১৫৮
ইজমা বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সমর্থন সম্পৃক্ত আকিদা---------------- ১৫৮
আকিদা-১০২ :-- ১৫৮
আকিদা-১০৩ : -- ১৫৯
এক. সকলের জন্য নবুয়তের ঘোষণা---------------------------- ১৫৯
দুই. সেই নবীর ঘোষণা হবে যে, আমি শেষ নবী ------------------ ১৬০
তিন. তার নবুয়তের দলিল আজ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে হবে-------- ১৬১
চার. সেই নবীর শিক্ষা আজও অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকা --------- ১৬১
'রাহে ইতিদাল' বা 'মধ্যপন্থা' সম্পৃক্ত আকিদা-------------------- ১৬২
আকিদা-১০৪ :-- ১৬২
আকিদা-১০৫ :-- ১৬৩
বাতিল ফিরকাগুলো হতে দায়মুক্তি সম্পৃক্ত আকিদা---------------- ১৬৪
মুশাব্বিহা-- ১৬৪
মুতাযিলা -- ১৬৪
জাহমিয়্যা-- ১৬৬
জাবরিয়্যা-- ১৬৬
কাদরিয়্যা-- ১৬৬
উপসংহার -- ১৬৬
ব্যাখ্যাকার পরিচিতি------------------------------------ ১৬৮

অনুবাদকের আরজ

ইসলামি শরিয়তে ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি ও মৌলিক বিষয়। ঈমান-আকিদা সহিহ্-শুদ্ধ না হলে আমল বরবাদ। আমল তখনই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে, যখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোক্ত হবে এবং আকিদা বিশুদ্ধ হবে। ঈমান সবার আগে। এ জন্য আমাদের সেরতাজ আলেম মুফতি আবদুল মালেক সাহেব দা. বা. 'ঈমান সবার আগে' শিরোনামেই একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহয় ঈমানকে মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয় বলা হয়েছে। কুরআন বলছে, যার ঈমান নেই সে কখনোই মুক্তি পাবে না। চিরকাল সে জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়টাও অনুরূপ। বিশুদ্ধ না হলে নাজাতের আশা করা যায় না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ. রচিত, যুগযুগ ধরে সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ *আল-আকিদা আত তহাবিয়ার* অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা লিখেছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মুনাজিরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিযাহুল্লাহ।

আকিদা আত-তহাবিয়্যার ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। একেকটা একেক আঙ্গিকে রচিত। তবে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো, এটা ব্যাখ্যা করেছেন এমন একজন আলেম যিনি আশআরি আকিদার একজন সর্বজনমান্য আলেম, সহিহ আকিদা বিষয়ে যার জানাশোনা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ জন্য আশআরি আকিদার অনুসারীদের জন্য এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের চেয়ে অগ্রগণ্য ও উপযোগী। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেকটি আকিদার শিরোনামে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। সম্মানিত ব্যাখ্যাতা আলোচনাকে অযথা দীর্ঘ করেননি বা জটিলতার আবর্তে জড়িয়ে ফেলেননি। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কিতাবের এত বেশি ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে মূল আলোচনাই চাপা পড়ে যায়। এতে পাঠক মূলগ্রন্থ থেকে ততটা উপকৃত হতে পারে না, যতটা হওয়া দরকার। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত সহজ ও জরুরি ব্যাখ্যাটুকু লেখার কারণে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া ততধিক সহজ এবং মূল গ্রন্থের আবেদন স্মরণে রাখা অনায়াসসাধ্য। এ ছাড়াও এ কিতাবটি কেন প্রত্যেকের পড়া উচিত—এ বিষয়ে ব্যাখ্যাতা তার ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি প্রথম যখন অনলাইনে পিডিএফ আকারে দেখি, তখনই হৃদয়ের গভীরে অনুবাদের সুপ্ত আশা জাগ্রত হয়। এ জন্য সেটা নামিয়েও রাখি। আল্লাহ আমার আশা কবুল করেছেন, এ জন্যই হয়তো এর কিছুদিন পর দারুল আরকামের স্বত্বাধিকারী রহমাতুল্লাহ ভাইয়ের সাথে ব্যাখ্যাগ্রন্থটির অনুবাদ নিয়ে কথা হয়। আমাকে এটা অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। বলতে দ্বিধা নেই, কাজটি আমি অনেক আগে শুরু করেছিলাম। আরও আগে শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটি মাদরাসা পরিচালনার ব্যস্ততার কারণে অনুবাদ শেষ হতে কিছুটা সময় লেগেছে বৈ কি। এ ছাড়াও *আকিদা আত-তহাবিয়্যার* মতন অর্থাৎ মূল পাঠের অনেকাংশের আলোচনা অত্যন্ত জটিল। সেইসাথে ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও কিছু আলোচনা বেশ জটিল। এ জন্য তাড়াহুড়ো করে অনুবাদ করা যায়নি। আর আমার মতে আকিদা বা মাসায়েলের কিতাব জলদি করে অনুবাদ করাও উচিত নয়।

অনুবাদ শেষ হবার পর থেকে বিজ্ঞ কোনো আলেমের মাধ্যমে নজরে সানি বা সম্পাদনার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম তীব্রভাবে। এমন সময় আমার একান্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মুহতারাম মুফতি নুরুজ্জামান নাহিদ হাফিযাহুল্লাহ বইটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করে দেন। মুহতারামের সম্পাদনায় বইটি সর্বাংশে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও সম্পাদনার কলম-কাঁচি চালিয়ে তিনি আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় হযরতকে নসিব করুন।

আকিদার গ্রন্থ হিসেবে এটাই আমার প্রথম কাজ। জানি না কতটুকু সফল হতে পেরেছি। যথেষ্ট চেষ্টা করেছি অনুবাদকে মূলানুগ রাখতে। সেইসাথে দুর্বোধ্য স্থানগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাতেও কমতি করিনি। বই এখন প্রিয় পাঠকের হাতে। ভালো-মন্দ বিচারের ভারও তাদের দায়িত্বে। আশা করি উপকৃত হবেন। তবে আকিদা বা জটিল বিষয়ে অধিক উপকৃত হওয়ার জন্য জরুরি হলো, কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে পাঠ গ্রহণ করা। এটা যেমন ইলম অর্জনের ঐশী নেজাম, আর এর দ্বারা সহজেই জটিল বিষয়গুলো বুঝে আসে। আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

শ্রদ্ধেয় আলেমগণের নিকট সবিনয় দরখাস্ত—অনুবাদে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ধরিয়ে দেবেন। আন্তরিকতার সাথে তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আবদুল্লাহ তালহা

পরিচালক, জামিআ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাজশাহী

প্রারম্ভিকা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد،

ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিষয় পাঁচটি :

১. আকিদা।

২. ইবাদত।

৩. মুআমালাত।

৪. মুআশারাত।

৫. আখলাক।

এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয় হলো, আকিদা-বিশ্বাস। বাকি বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়া বা না হওয়া আকিদার ওপর নির্ভরশীল। যদি আকিদা-বিশ্বাস সঠিক হয় তাহলে বাকি আমলগুলো আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন। পক্ষান্তরে আকিদা যদি সঠিক না হয় তাহলে আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া অসম্ভব।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ওপর এ যাবৎ বহু গ্রন্থ রচিত রয়েছে। তবে ইমাম আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ তহাবি রহ. বিরচিত *'আল-আকিদাতু তহাবিয়া'* সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাপকতার বিবেচনায় একটি বুনিয়াদি-মৌলিক কিতাব। এ কারণেই গ্রন্থটি আরব ও অনারবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আকিদা-বিষয়ক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত এবং আকিদা-বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল দল ও জামাতের নিকট সর্বসম্মতভাবে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ইসলামি শরিয়তে আকিদা-বিশ্বাসের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে আমরা বিভিন্ন মূল ভাষ্য নিয়ে কাজ শুরু করার ইচ্ছা করেছি। যার সূচনা করা হয়েছে ইমাম আবু জাফর তহাবি রহ.-এর প্রসিদ্ধ আকিদা-বিষয়ক গ্রন্থ *আল-আকিদাতু তহাবিয়া* দ্বারা। আমরা ব্যাখ্যাগ্রন্থটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে কাজ করেছি :

১. শুরুতে ইমাম তহাবি রহ.-এর জীবনী তুলে ধরেছি।

২. কিতাবে উল্লিখিত আকিদাগুলোতে নম্বর যুক্ত করেছি।

৩. সেসব আকিদার সহজ-সাবলীল উর্দু (বাংলা) অনুবাদ করেছি।

৪. প্রত্যেক আকিদার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি।

৫. অধিকাংশ ব্যাখ্যায় কুরআন-সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ যুক্ত করেছি।

৬. কিছু স্থানে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ-আপত্তির জবাব প্রদান করেছি।

৭. কিছু বিপরীতার্থের সমাধানও দেওয়া হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ এই কাজের ধারাবাহিকতা বাকি থাকবে এবং আকায়েদের বিভিন্ন কিতাবের সহজ তরজমা ও সরল ব্যাখ্যাও উম্মাহর সামনে পেশ করব। যাতে আকায়েদের ক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশেষ সর্ব শ্রেণির মানুষের হাতেই পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত জমা হয়ে যায়।

বান্দা (ব্যাখ্যাকার) স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রোগ্রামে *আকিদা তহাবিয়্যার* দরস প্রদান করেছি। বিশেষত সারগুধায় অবস্থিত মারকাযু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে ২০১৮ সালে এই গ্রন্থটির ওপর বিস্তারিতভাবে অনেকগুলো দরস প্রদান করা হয়েছে। যার ভিডিওগুলো পাবেন Ahnaf Media Service-এর ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেইজে। বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি উক্ত ভিডিওগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে ইনশাআল্লাহ অনেক বেশি উপকার পাওয়া যাবে।

পাঠকবৃন্দের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানাবেন। (বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থের ক্ষেত্রেও একই নিবেদন) তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সেসব ভুল সংশোধন করে দেওয়া হবে।

দুআপ্রার্থী
মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

ইমাম তহাবি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

নাম ও বংশ : নাম আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ বিন সালামাহ আযদি আল-হাজরি আল-মিশরি আত-তহাবি।

আযদ ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এর একটি শাখা হলো 'আযদ শানুয়াহ' এবং অপর শাখার নাম 'আযদ হাজর'। ইমাম তহাবি রহ.-এর বংশ এই দ্বিতীয় শাখা অর্থাৎ 'আযদ হাজর'-এর সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য তার নামের সাথে যুক্ত হয় 'আল-আযদি আল-হাজরি'।

আর 'মিশরি' বলা হয় মিশরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে। আর 'তহাবি' বলা হয় মিশরের মরুভূমির অন্তর্গত একটি গ্রাম 'তহা'-এর দিকে সম্বন্ধ করে, যেখানে ইমাম তহাবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জন্মবৃত্তান্ত ও শিক্ষা-দীক্ষা : ইমাম তহাবি রহ. জন্মগ্রহণ করেন ২৩৯ হিজরিতে। তার পিতা ছিলেন প্রাজ্ঞ আলেম ও অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। আরবি সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তার মা ছিলেন একজন নেকবতী ও আল্লাহপ্রেমী নারী। সেইসাথে তিনি ছিলেন শাফেয়ি ফিকহের একজন বিজ্ঞ আলেমা। প্রখ্যাত মুফাসসির জালালুদ্দিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ুতি রহ. (মৃত্যু : ৯১১ হি.) মিশরের শাফেয়ি ফকিহদের মধ্যে ইমাম তহাবি রহ.-এর মাতার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম তহাবির মামা আবু ইবরাহিম ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া মুযানি রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্যদের একজন ছিলেন। এভাবেই ইমাম তহাবি রহ.-এর প্রতিপালন হয়েছিল একটি ইলমি পরিবেশে।

ইমাম তহাবি রহ. সর্বাধিক ইলমি উপকার গ্রহণ করেছিলেন স্বীয় মামা ইমাম মুযানি রহ. থেকে এবং মামার সূত্রেই 'মুসনাদে শাফেয়ি' বর্ণনা করেন। তিনি ছাড়াও মিশর, ইয়েমেন, বসরা, কুফা, শাম, খুরাসানসহ আরও অন্যান্য মুসলিম দেশের বড় বড় শায়খ ও উস্তাদদের থেকে হাদিস ও ফেকাহর ইলম অর্জন করেন। আল্লামা যাহেদ কাউসারি রহ. (মৃত্যু : ১৩৭১ হি.) লেখেন,

যে ব্যক্তি ইমাম তহাবি রহ.-এর শায়খদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে খুব ভালোভাবেই দেখতে পাবে, তার শায়খদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মিশর, মরক্কো, বসরা, কুফা ও হিজাজের। আবার অনেকেই ছিলেন যাদের ঘর ছিল সিরিয়া বা খোরাসানে। তিনি মিশরের এলাকাসমূহ ও বিভিন্ন এলাকায় সফর

করেছিলেন সেসব এলাকার হাদিসের শায়খদের থেকে হাদিসের ইলম ও বিভিন্ন ইলম হাসিল করার জন্য।[১]

ইমাম তহাবি রহ.-এর উস্তাদবৃন্দের তালিকা বড় দীর্ঘ। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম :

১. ইমাম ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া মুযানি শাফেয়ি রহ. (মৃত্যু : ২৬৪ হি.)

২. ইমাম ইউনুস বিন আবদুল আলা। (মৃত্যু : ২৬৪ হি.)

৩. কাজি আবু বকর বিন কুতায়বা বসরি। (মৃত্যু : ২৭০ হি.)

৪. ইমাম ইবরাহিম বিন আবু দাউদ সুলায়মান বিন দাউদ আল-আসাদি রহ.। (মৃত্যু : ২৭০)

৫. ইমাম রাবি বিন সুলায়মান মুরাদি রহ.। (মৃত্যু : ২৭০ হি.)

৬. ইমাম কাজি আহমাদ বিন আবু ইমরান বাগদাদি রহ.। (মৃত্যু : ২৮০ হি.)

৭. ইমাম আবু খাজেম আবদুল হামিদ বিন আবদুল আযিয কাজি রহ.। (মৃত্যু : ২৯২ হি.)

৮. সুনানে নাসায়ির রচয়িতা ইমাম আহমাদ বিন শোয়াইব বিন আলি নাসায়ি। (মৃত্যু : ৩০৩ হি.)

৯. ইমাম আবু বিশর আহমাদ বিন মুহাম্মদ হাম্মাদ আদ-দুলাবি রহ.। (মৃত্যু : ৩১০ হি.)

১০. ইমাম আবু বকর বিন আবু দাউদ সিজিসতানি রহ.। (মৃত্যু : ৩১৬ হি.)

অনুরূপভাবে ইমাম তহাবি রহ. হতেও বহু লোক ইলমি উপকারিতা গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

১. মিশরের কাজি ইমাম আহমাদ বিন ইবরাহিম বিন হাম্মাদ রহ.। (মৃত্যু : ৩২৯ হি.)

২. ইমাম আবুল কাসেম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আহমাদ, যিনি ইবনে আবিল আওয়াম নামে প্রসিদ্ধ। (মৃত্যু : ৩৪৭ হি.)

৩. ঐতিহাসিক আবু সাইদ আবদুর রহমান বিন আহমাদ বিন ইউনুস মিসরি রহ.। (মৃত্যু : ৩৪৭ হি.)

৪. মুহাদ্দিস মাসলামা বিন কাসেম কুরতুবি রহ.। (মৃত্যু : ৩৬০ হি.)

৫. ইমাম হাফেজ আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহমাদ তবারানি রহ.। (মৃত্যু : ৩৬০ হি.)

---

১. আল-হাবি ফি সিরাতিত তহাবি, যাহেদ কাওসারি প্রণিত, পৃষ্ঠা : ১৮।

৬. ইমাম আবুল ফারাজ আহমাদ বিন কাসেম আল-খাশশাব রহ.। (মৃত্যু : ৩৬৪ হি.)
৭. ইমাম আবু আহমাদ আবদুল্লাহ বিন আদি বিন আবদুল্লাহ জুরজানি রহ.। (মৃত্যু : ৩৬৫ হি.)
৮. ইমাম আবু সুলায়মান মুহাম্মদ বিন যবর দিমাশকি রহ.। (মৃত্যু : ৩৭৯ হি.)
৯. ইমাম মুহাম্মদ বিন মুজাফফর বাগদাদি রহ.। (মৃত্যু : ৩৭৯ হি.)
১০. ইমাম আবু বকর আল-মুকরি রহ.। (মৃত্যু : ৩৮১ হি.)

ইমাম তহাবির ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি : যেহেতু ইমাম তহাবি রহ. সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন তার মামা শাফেয়ি মাযহাবের বিজ্ঞ আলেম ইমাম মুযানি রহ. থেকে, এ জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি শাফেয়ি মাযহাব ত্যাগ করে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেন।

এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে আল্লামা যাহেদ কাউসারি রহ. দুটি বর্ণনা পেশ করেছেন :

১. আবু সুলায়মান বিন যবর নিজেই ইমাম তহাবি রহ. হতে এটা বর্ণনা করেন যে, আমাকে ইমাম তহাবি রহ. বলেছেন, আমি সর্বপ্রথম হাদিস পড়েছি আমার মামা ইমাম মুযানির নিকট। আমি ছিলাম ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। কয়েক বছর পর যখন আহমাদ বিন আবু ইমরান মিশরে কাজি হিসেবে আগমন করেন, তখন থেকে তার মজলিসে যাতায়াত শুরু করলাম। তিনি ছিলেন ফিকহে হানাফির অনুসারী। এ জন্য (তার সোহবত ও শক্তিশালী প্রমাণাদি দেখে) আমিও হানাফি মাযহাব গ্রহণ করেছি।[২]

২. মুহাম্মদ বিন আহমাদ শুরুতি রহ. বলেন, আমি ইমাম তহাবি রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার মামার মাযহাবের বিপরীতে চলে গেলেন কেন? আর কেনই-বা ফিকহে হানাফি গ্রহণ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, কেননা আমি অধিকাংশ সময় আমার মামাকে দেখেছি তিনি হানাফি মাযহাবের কিতাব-পত্র অধ্যয়ন করছেন। এ জন্য আমি সেই মাযহাবের দিকে ধাবিত হয়েছি।[৩]

---

২. যাহেদ কাওসারি প্রণিত আল-হাবি ফি সিরাতিত তহাবি, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬।
৩. যাহেদ কাওসারি প্রণিত আল-হাবি ফি সিরাতিত তহাবি, পৃষ্ঠা : ১৬।

ইমাম তহাবি রহ.-এর সমকালীন বরেণ্য কিছু আলেম : ইমাম তহাবি রহ.-এর বরেণ্যতা ও যোগ্যতার উৎকর্ষ বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি এমন এক যুগের আলেম, যে যুগ ছিল প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বরেণ্য আলেমদের যুগ। উম্মাহর বরেণ্য সে সকল আলেমের কয়েকজনের জীবনী এক নজর দেখে নিন। আর লক্ষ করে দেখুন, তাদের মৃত্যুর সময় ইমাম তহাবি রহ.-এর বয়স কত ছিল!

ইমামগণের নাম এবং জন্ম ও মৃত্যু, আর ইমাম তহাবির বয়স :

১. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ.। (১৯৪-২৫৬ হি.) ১৭ বছর।

২. মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরি রহ.। (২০৪-২৬১ হি.) ২২ বছর।

৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ রহ.। (২০৯-২৭৩ হি.) ৩৪ বছর।

৪. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস রহ.। (২০২-২৭৫ হি.) ৩৬ বছর।

৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সুরাহ তিরমিযি রহ.। (২০৯-২৭৯ হি.) ৪০ বছর।

৬. আবু আবদুর রহমান আহমাদ বিন শুআইব নাসায়ি রহ.। (২১৫-৩০৩ হি.) ৬০ বছর।

ইমাম তহাবি রহ. ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ প্রমুখ বরেণ্য আলেমের সাথে একই উস্তাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছেন। যেমন, তার বিশিষ্ট শায়খ ইমাম হারুন বিন সাইদ আল-আইলি থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ি এবং ইমাম ইবনে মাজাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তার আরেক শায়খ ইমাম রাবি বিন সুলায়মানের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি রহ.।[৪]

ইমাম তহাবি রহ.-এর ইলমি অবস্থান : আল্লামা মুহাম্মদ বিন আমিন বিন ইমরান বিন আবিদিন শামি হানাফি রহ. (মৃত্যু : ১২৫২ হি.) লিখেছেন, ইমাম তহাবি রহ. মুজতাহিদ ফিল মাসাইল ছিলেন। যেমন ছিলেন ইমাম আবু বকর আহমাদ আমর বিন মেহরান খাসসাফ রহ. (মৃত্যু : ২৬১ হি.), আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ বিন হুসাইন কারখি রহ. (মৃত্যু : ৩৪০ হি.) শামসুল আইম্মা আবদুল আযিয বিন আহমাদ বিন নসর বিন সালেহ আল বুখারি আল হুলওয়ানি রহ. (মৃত্যু : ৪৫৬ হি.), ফখরুল ইসলাম আলি বিন মুহাম্মদ বিন

---

৪. যাহেদ কাওসারি প্রণিত আল-হাবি ফি সিরাতিত তহাবি, পৃষ্ঠা : ৫-৬।

হুসাইন বিন আবদুল কারিম বাযদাবি রহ. (মৃত্যু : ৪৮২ হি.), শামসুল আইম্মা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবু সাহল সারাখসি রহ. (মৃত্যু : ৪৮৩ হি.) ইমাম ফখরুদ্দিন হাসান বিন মানসুর আল-আওযজানদি রহ. (মৃত্যু : ৫৯২ হি.)। অর্থাৎ এই ইমামগণ উসুল (মূলনীতি) ও ফুরু (শাখাগত) বিষয়াদিতে স্বীয় মাযহাবের ইমামের বিপরীতে যাননি; বরং সেই মূলনীতির আলোকে সেসব মাসআলা ইসতিমবাত (গবেষণা করে সমাধান) করতেন, যেসব মাসআলায় মাযহাবের ইমামের পক্ষ থেকে কোনো অভিমত বর্ণিত হয়নি।[৫]

ইমাম তহাবি রহ. সম্পর্কে আহলে ইলমদের অভিমত :

১. আল্লামা আবু সাইদ আবদুর রহমান বিন আহাম বিন ইউনুস মিশরি রহ. (মৃত্যু : ৩৪৭ হি.) বলেন, তিনি ছিলেন আস্থাভাজন একজন যোগ্য ফকিহ। তার পরে তার মতো দ্বিতীয় কেউ আসেনি।[৬]

২. আল্লামা আবুল ফারাজ মুহাম্মদ বিন ইসহাক নাদিম (মৃত্যু : ৪৩৮ হি.) লিখেছেন, তার সময়ে ইলম ও যুহদে তিনি ছিলেন অনন্য।[৭]

৩. ইমাম আবু ওমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল বার কুরতুবি মালেকি রহ. (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) বলেন, ইমাম তহাবি রহ. হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি সকল মাযহাবে বিজ্ঞ ছিলেন।[৮]

৪. আল্লামা শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন উসমান যাহাবি (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) ইমাম তহাবি রহ. সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি হাফেজে হাদিস, মিশরের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহ। যে ব্যক্তি ইমাম তহাবি রচিত কিতাব-পত্র পাঠ করবে, সে উপলব্ধি করতে পারবে ইমাম তহাবির ইলমি মর্যাদা ও জ্ঞানের ব্যাপকতা।[৯]

৫. হাফেজ আবুল ফিদা ইসমাইল বিন খতিব বিন কাসির দিমাশকি শাফেয়ি রহ. (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফি ফকিহ, তিনি অনেক উপকারী কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ছিকাহ এবং আস্থাভাজন। হাদিসের বিজ্ঞ হাফেজদের কাতারে তাকে গণ্য করা হয়।[১০]

---

৫. ইবনু আবেদিন প্রণিত রদ্দুল মুহতার : ১/১৮১।
৬. তারিখে ইবনে ইউনুস আল-মিশরি, পৃষ্ঠা : ২২।
৭. ইবনু নাদিম প্রণিত আল-ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা : ২৬০।
৮. আবদুল কাদির আল-কুরাইশি প্রণিত আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়া, পৃষ্ঠা : ৭২।
৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ২৭।
১০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

ইমাম তহাবির রচনা : ইমাম তহাবি রহ. বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু তুলে ধরা হলো :

১. *আহকামুল কুরআন*। এই গ্রন্থটি তাফসিরশাস্ত্রে ইমাম তহাবি রহ.-এর প্রাজ্ঞতার প্রমাণ। এটা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ণ হয়নি। এর একটি হস্তলিখিত সংস্করণ তুরস্কের ওযিরে কুবরা গ্রন্থাগারে ৮১৪ কোডের অধীন সংরক্ষিত রয়েছে।

২. *শরহু মাআনিল আছার*। এটা ইমাম তহাবির প্রথম রচনা। এই হাদিসগ্রন্থকে ইমাম তহাবি রহ. ফিকহি অধ্যায়সমূহের আলোকে রচনা করেছেন। এতে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই কিতাব রচনার নীতি এমন যে, এতে তিনি প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত উল্লেখ করেছেন, এরপর অন্যান্য ইমামদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হানাফি মাযহাবের দলিলগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর অগ্রগণ্যতার কারণ ও অন্যান্য মাযহাবের দলিলাদির জবাব পেশ করেছেন।

৩. *শরহু মুশকিলিল আছার*। এই গ্রন্থে ইমাম তহাবি রহ. বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ হাদিসসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোর বিরোধ দূর করেছেন এবং সেসব হাদিস হতে বিভিন্ন হুকুমও বের করেছেন।

৪. *মুসনাদুশ শাফেয়ি*। এই গ্রন্থে ইমাম তহাবি রহ. মামা মুযানি রহ. থেকে শ্রবণকৃত হাদিসমূহ উল্লেখ করেছেন।

৫. *আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যাহ*। এই কিতাবে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদাগুলোকে একত্রিত করেছেন।

৬. *আত-তাসবিয়া বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা*। এটি একটি ছোট রিসালা। এখানে হাদিসশাস্ত্রের 'হাদ্দাসানা' এবং 'আখবারানা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. *ইখতিলাফুল উলামা ফিল ফিকহি*। এটি বৃহৎ গ্রন্থ। ইমাম তহাবি রহ-এর কতক জীবনীকার লিখেছেন, এই গ্রন্থটি প্রায় ১৩০ খণ্ডে রচিত। এই কিতাবটির সংক্ষেপণ করেছেন হাফেজ আবু বকর জাসসাস রহ.। যার নাম 'মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা'। এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বৈরুতের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যু : ইমাম তহাবি রহ. ৩২১ হিজরি সনে বৃহস্পতিবার মিশরে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আকিদাতুত তহাবি

গ্রন্থের প্রারম্ভিকা

هَذَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُوْ جَعْفَرِنِ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِيْ ذِكْرِ بَيَانِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ : أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتِ الْكُوْفِيِّ وَأَبِيْ يُوْسُفَ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْأَنْصَارِيْ وَأَبِيْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيْ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ، وَيَدِيْنُوْنَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ . نَقُوْلُ فِيْ تَوْحِيْدِ اللهِ مُعْتَقِدِيْنَ بِتَوْفِيْقِ اللهِ :

এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিষয়ক বর্ণনা। যে আকিদাগুলোকে ইমাম আবু জাফর আত-তহাবি রহিমাহুল্লাহ ফুকাহায়ে মিল্লাত ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেত আল-কুফি, ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আল-আনসারি এবং ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানি রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়িনের পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। আর এগুলোই সেসব আকিদার বিষয় যেগুলোকে উপর্যুক্ত ফকিহগণ দ্বীনের মূলনীতি হিসেবে বিশ্বাস রাখতেন। আর রাব্বুল আলামিনের ব্যাপারে এটাই ছিল তাদের দ্বীন (ও ঈমান)।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানি রহ.) বলেন, আমরা আল্লাহর তাওহিদের ব্যাপারে আল্লাহর তাওফিকে আমাদের আকিদা-বিশ্বাস বর্ণনা করছি :

আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও সিফাত-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-১ :

إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।

তাওহিদের প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে তাওহিদ তিন প্রকার :

এক. তাওহিদ ফিররুবুবিয়্যাহ। দুই. তাওহিদ ফিল উলুহিয়্যাহ। তিন. তাওহিদ ফিসসিফাত।

তাওহিদ ফিররুবুবিয়্যাহর পরিচয়

একমাত্র আল্লাহর সত্তাই সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালনা করেন। তিনি ব্যতীত কোনো পালনকর্তা নেই। তাওহিদের এই প্রকারের মাঝে মহান আল্লাহ

তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রিজিকদাতা ও মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিচালনাকারী হিসেবে বিশ্বাস করাও অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনের কয়েকটি দলিল :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।[১১]

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।[১২]

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

ভূপৃষ্ঠে যত প্রাণী আছে, সবার রিজিকের জিম্মাদার একমাত্র আল্লাহ।[১৩]

তাওহিদ ফিল উলুহিয়্যাহর পরিচয়

আল্লাহ তাআলার সত্তাই ইবাদতের একমাত্র হকদার। তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করা জায়েজ নেই; সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

আল-কুরআন বলছে :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না।[১৪]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.

তোমার প্রতিপালকের ফয়সালা এই যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না।[১৫]

তাওহিদ ফিস সিফাতের পরিচয়

স্বীয় সিফাত বা গুণাবলিতে আল্লাহ তাআলা এক ও একক। দ্বিতীয় কেউ তাঁর গুণাবলিতে শরিক নয়। যেমন, আলিমুল গায়ব, মুখতারে কুল (একক কর্মবিধায়ক), কাদিরে মুতলাক, সকল সমস্যার সমাধানকারী, প্রয়োজন পূরণকারী ইত্যাদি গুণকে অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করা জায়েজ নেই।

---

১১. সুরা ফাতেহা : ১।
১২. সুরা যুমার : ৬২।
১৩. সুরা হুদ : ৬।
১৪. সুরা নিসা : ৩৬।
১৫. সুরা ইসরা : ২৩।

আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ.

আল্লাহ তিনিই, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের একক পরিচালক। কোনো নিদ্রা ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।[১৬]

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ.

আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে তারা কেউ গায়ব সম্পর্কে জানে না, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত।[১৭]

নোট : কুরআন-সুন্নাহতে কিছু গুণ আল্লাহ এবং মাখলুকের জন্য যুগপৎ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সামি (শ্রবণকারী), বাসির (দ্রষ্টা), মুতাকাল্লিম (কথক) ইত্যাদি। তো মাখলুকের জন্য এসব শব্দ ব্যবহারের ব্যাখ্যা হলো, মাখলুক শ্রবণের জন্য কানের, দেখার জন্য চোখের এবং কথা বলার জন্য জিহ্বার মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে বিষয়গুলো এমন নয়। আল্লাহ সামি—শ্রোতা; তবে তিনি কান বা শ্রবণশক্তির মুখাপেক্ষী নন। তিনি বাসির—দ্রষ্টা; কিন্তু দেখার জন্য তাঁর চোখের প্রয়োজন নেই। তিনিও মুতাকাল্লিম অর্থাৎ কথা বলেন, তবে কথা বলার জন্য তাঁর জিহ্বার প্রয়োজন নেই, মুখেরও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ মূলকথা হলো, আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত বা গুণ যদি মাখলুকের জন্য ব্যবহার করাও হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রে কখনোই তা মাখলুকের মতো নয়।

আকিদা-২ :

وَلَا شَيْءَ مِثْلُهٗ.

কোনো বস্তুই তাঁর মতো নয়।

এ ক্ষেত্রে দুটি আপত্তি উঠতে পারে।

প্রথম আপত্তি

কুরআন কারিমে আল্লাহর উপমা বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

১৬. সুরা বাকারা : ২৫৫।
১৭. সুরা নামল : ৬৫।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ.

তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো উপমা নির্ধারণ কোরো না।[১৮]

অথচ কুরআনের অপর স্থানে বলা হচ্ছে :

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ.

আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নুর। তাঁর নুরের দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন একটি দীপাধার, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ।[১৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে, বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহর অনুরূপ কোনো বস্তু নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কোনো উপমা নেই। অথচ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলার নুরের উপমা দেওয়া হয়েছে স্বয়ং কুরআনেই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর উপমা রয়েছে।

আপত্তিদ্বয়ের উত্তর

১ নং আপত্তির উত্তর : কুরআন মাজিদের যে আয়াতে বলা হচ্ছে যে, 'আল্লাহর কোনো উপমা নির্ধারণ কোরো না'—এর অর্থ হলো, আল্লাহর জন্য মন্দ উপমা বলো না; যেমন, মুশরিকরা তাদের স্বহস্তে তৈরি উপাস্যদের উপাসনার বৈধতার জন্য প্রমাণ হিসেবে এই কথা বলে :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى.

আমরা তাদের উপাসনা এ জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে।[২০]

যেমন, মানুষ কোনো বড় ব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করার জন্য ছোট কারও সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবেও কাফেররা বলতে চায়, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমরা এসব ছোট ছোট উপাস্যের উপাসনা করি। এরাই আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

এমন ভ্রান্ত উপমা উপস্থাপনকারীদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য মন্দ ও তুচ্ছ উপমা নির্ধারণ করো না।

---

১৮. সুরা নাহল : ৭৪।
১৯. সুরা নুর : ৩৫।
২০. সুরা যুমার : ৩।

২ নং আপত্তির উত্তর : এখানে দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। এক হলো আল্লাহর মতো গুণাবলি অন্য কারও হওয়া। আরেকটি বিষয় হলো আল্লাহর গুণ বোঝানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদায় যে বলা হয়েছে, আল্লাহর কোনো উপমা নেই—এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হতে পবিত্র। কোনো বস্তুই আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য রাখে না। পক্ষান্তরে কুরআন কারিমের উপর্যুক্ত আয়াতে যে উপমা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নুর দীপাধারে স্থাপিত প্রদীপের আলোর মতো—এর মানে এই নয় যে, বাস্তবেই আল্লাহ তাআলার নুর কোনো দীপাধারে রাখা প্রদীপের আলোর মতো; বরং বিষয়টাকে শুধু বোধগম্য করার জন্য এই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, কোনো বস্তু আল্লাহর গুণ-সদৃশ হওয়া এক বিষয় আর আল্লাহর নুরকে বোঝাতে উদাহরণ দেওয়া ভিন্ন বিষয়। এ দুয়ের মাঝে আসলে কোনো বৈপরীত্য নেই।

ফায়দা

হযরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. (মৃত্যু : ১৩৬২ হি.)-এর একটি বক্তব্য এ বিষয়টি বোঝার জন্য অত্যন্ত উপকারী যে, আল্লাহ তাআলার মতো কিছু নেই। তবে তাঁর সত্তাকে বোঝানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, যেমন ধরুন, আঠা দিয়ে দুটি কাগজ পরস্পর যুক্ত করা হয়েছে। এখানে কাগজের টুকরো দুটি পরস্পর ততটা কাছাকাছি নয়, যতটা মাঝখানে থাকা আঠা উভয়ের কাছাকাছি। (বাম দিকের কাগজের তুলনায় ডান দিকের কাগজের নিকটবর্তী হলো আঠা, আবার ডান দিকের কাগজের তুলনায় বাম দিকের কাগজের নিকটবর্তী হলো সেই আঠা।) আল্লাহ তাআলা সমস্ত তুলনা থেকে পবিত্র; কিন্তু আল্লাহর সত্তাকে আপনাদের কাছে স্পষ্ট করব কীভাবে? (তাই বলি যে,) মহান আল্লাহ হলেন আপনার ও আপনার সত্তার মাঝে অনুপম যোগসূত্র। তাই তিনি আপনার সত্তার অধিকতর নিকটবর্তী আপনার তুলনায়। যেমন ছিল আঠা উভয় কাগজের অধিকতর নিকটবর্তী। এটি খুবই স্পষ্ট কথা, প্রশ্ন বা আপত্তির কোনো অবকাশ এতে নেই।[২১]

২১. খুতুবাতে হাকিমুল উম্মত : ১৭/৪৩১।

আকিদা-৩ :

وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ.

কোনো কিছুই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না।

অর্থাৎ, এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় হয় বা তাঁর ইচ্ছার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ কিছু করার ইচ্ছা করেছেন, আর কোনো মাখলুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আল্লাহর কাজে বাধা প্রদান করবে—এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ এমন হওয়াও অসম্ভব যে, আল্লাহ চাচ্ছেন তা হবে না, কিন্তু মাখলুক তাকে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারে। আল্লাহ তাআলা কাদিরে মুতলাক, অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। কোনো বস্তুই তাঁর কুদরতের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।[২২]

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.

আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[২৩]

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.

আল্লাহ এমন নন যে, আসমানসমূহ ও জমিনের মাঝে কেউ তাকে অক্ষম করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।[২৪]

আকিদা-৪ :

وَلَا إِلٰهَ غَيْرُهُ.

তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু ‘ইলাহ’ বা উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার যে কুদরত ও ক্ষমতা তার কিঞ্চিত পরিমাণও এই বিশ্বজগতের কোনো বস্তুর নেই। স্মর্তব্য যে, প্রকৃত ‘উপাস্য’ হওয়া এক বিষয় আর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তা ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন :

---

২২. সুরা আলে ইমরান : ২৯।

২৩. সুরা কাহফ : ৪৫।

২৪. সুরা ফাতির : ৪৪।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হেকমতও পরিপূর্ণ।[২৫]

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ.

নিঃসন্দেহে তোমাদের উপাস্য এক ও একক।[২৬]

আকিদা-৫ :

قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ.

আল্লাহ তাআলা অনাদি, যাঁর কোনো সূচনা নেই। তিনি অনন্ত, যাঁর কোনো অন্ত, ইতি বা শেষ নেই।

আওয়াল এবং আখেরের দুই প্রকার

এক. হাকিকি আওয়াল ও আখের : হাকিকি বা বাস্তবিক আওয়াল বলা হয়, যাঁর পূর্বে কিছু নেই এবং কোনো বস্তুই তাঁর পূর্বে আসা সম্ভব নয়। আর হাকিকি বা বাস্তবিক আখের অর্থ হলো, তাঁর পরে কেউ নেই আর কোনো কিছু হওয়াও সম্ভব নয়।

দুই. ইজাফি আওয়াল ও আখের : ইজাফি আওয়ালের অর্থ হলো, এমন প্রথম যার পূর্বেও কারও হওয়া সম্ভব এবং ইজাফি আখেরের অর্থ হলো, যার পরেও কারও আসা সম্ভব।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত হাকিকি তথা বাস্তবিক আওয়াল ও আখের। এর মানে হলো, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন আল্লাহর সত্তা বাকি থাকবে।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

---

২৫. সুরা আলে ইমরান : ১৮।

২৬. সুরা সাফফাত : ৪।

তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই অদৃশ্য। আর তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।[২৭]

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

হে আল্লাহ! আপনি সর্বপ্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না এবং আপনিই সর্বশেষ, আপনার পরেও কিছু নেই। আপনি জাহের, আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই বাতেন, আপনার অগোচরে কিছু নেই।[২৮]

আকিদা-৬ :

لا يَفْنَى وَلَا يَبِيْدُ.

তিনি নিঃশেষ হবেন না এবং ধ্বংসও হবেন না।

(فنا) ফানা (নিঃশেষ) এবং (بيد) বায়দ (ধ্বংস) কাছাকাছি অর্থের দুটি শব্দ। তবে সামান্য পার্থক্য আছে। ফানা বলা হয়, কোনো কিছু নিজে নিজে ধ্বংস বা শেষ হয়ে যাওয়া। আর বায়দ বলা হয় অপর কর্তৃক ধ্বংস হওয়াকে। আল্লাহ তাআলা এই উভয় প্রকার ধ্বংস থেকে পবিত্র। তিনি অসীম অন্তহীন এক সত্তা। কুরআন কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

তার (জমিনের) ওপর যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু বাকি থাকবেন আপনার প্রতিপালক। যিনি যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের অধিকারী।[২৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু তিনি ব্যতীত। রাজত্বের মালিক তিনিই আর তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।[৩০]

---

২৭. সুরা হাদিদ : ৩।

২৮. সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দুআ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৮, হাদিস : ২৭১৩।

২৯. সুরা রহমান : ২৬-২৭।

৩০. সুরা কাসাস : ৮৮।

একটি আপত্তি ও উত্তর

প্রশ্ন : আটটি বস্তু, যথা : আরশ, কুরসি, জান্নাত, জাহান্নাম, মেরুদণ্ডের হাড়, রুহসমূহ, লওহ এবং কলম। এই বস্তুগুলো (আযালি) চিরস্থায়ী তো নয়; তবে আবাদি তথা স্থায়ী। অর্থাৎ এগুলো থেকে যাবে এবং এগুলোকে নাশ করা হবে না। তো স্থায়িত্বের গুণ তো এসব বস্তুর মাঝেও রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল, আবাদি তথা স্থায়ী হওয়ার গুণে এগুলোও আল্লাহর সাথে শরিক!

উত্তর : ফানা বা ধ্বংস দু-প্রকার।

এক. ফানায়ে ইমকানি : অর্থাৎ কোনো বস্তুর ফানা বা ধ্বংস সম্ভব হওয়া।

দুই. ফানায়ে আমলি : অর্থাৎ কোনো বস্তুর বাস্তবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

ওপরে যে আটটি বস্তুর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমলি বা কার্যত ধ্বংস পাওয়া না গেলেও ধ্বংসের সম্ভাবনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে এই বস্তুগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি এগুলোকে ধ্বংস করবেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্তার সাথে কোনো ফানা-ই সংযুক্ত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহর সত্তা এসব বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং উক্ত আট বস্তুর স্থায়ী হওয়া এবং আল্লাহর স্থায়ী হওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এগুলো আল্লাহর অসীম স্থায়িত্বের গুণে শরিক হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই।

আকিদা-৭ :

ولا يَكُوْنُ إِلَّا مَا يُرِيْدُ.

বিশ্বজগতে তা-ই ঘটে যা আল্লাহ চান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

> যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও। তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।[৩১]

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করে (كُنْ) 'কুন' শব্দ বলেন, তখন সেই জিনিস বা বিষয়টি ঘটার বা তৈরি হওয়ার সময়টুকুও তাতে সন্নিহিত থাকে। যেমন, কোনো মহিলাকে বাচ্চা দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তখন তিনি 'কুন' শব্দটি বলেন। এর মর্ম হলো, (উদাহরণত) নয় মাসে বাচ্চা

---

৩১. সুরা ইয়াসিন : ৮২।

হয়ে যাক। কাউকে মৃত্যু দেওয়ার ইচ্ছা করলে 'কুন' শব্দটির অর্থ হয়, এতদিন সময় পরে তার মৃত্যু হোক।

আকিদা-৮ :

لا تَبْلُغُه الْأَوْهَامُ، ولا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ.

কোনো জল্পনা-কল্পনা তাঁর নাগাল পায় না। মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না বা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।

(أَوْهَامُ) আওহাম (وَهمُ) ওয়াহামের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ভ্রষ্ট চিন্তা। (أَفْهَامُ) আফহাম (فَهم) ফাহামের বহুবচন। এর অর্থ হলো, সুচিন্তা, সঠিক বুদ্ধি। মানুষ তার ভ্রষ্ট চিন্তা দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তবে সুষ্ঠু চিন্তার দ্বারা আল্লাহর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বটে; কিন্তু সুষ্ঠু বা সঠিক চিন্তাও পূর্ণরূপে আল্লাহর সত্তাকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

আকিদা-৯ :

وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ.

তিনি মানবজাতির সদৃশ নন।

মানুষ দেখার জন্য চোখের, বলার জন্য জিহ্বার, শ্রবণের জন্য কানের এবং অস্তিত্বের জন্য দেহের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন নন। আল্লাহ দেখেন, তবে তিনি চোখের মুখাপেক্ষী নন। তিনি শ্রবণ করেন, তবে কানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি অস্তিত্বের অধিকারী, তবে দেহের মুখাপেক্ষী নন। প্রকাশ থাকে, কুরআনুল কারিমে আল্লাহর জন্য যে হাত, পা, চেহারা, চোখ, পায়ের গোছা ইত্যাদি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, এসব শব্দের দ্বারা মানুষের মতো হাত-পা বা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দেখা-শ্রবণ করা ইত্যাদি গুণ প্রকাশ করা। যার উদ্দেশ্য কেবল তিনিই জানেন। বিস্তারিত জানতে পড়ুন, বান্দার (ব্যাখ্যাকার) লিখিত *ফাইলুল কাওয়াইদ ফিল আকাইদ* গ্রন্থটি।

আকিদা-১০ :

حَيٌّ لا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لا يَنَامُ.

তিনি (আল্লাহ) চিরঞ্জীব। তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তিনি চির জাগ্রত (তথা বিশ্বব্যবস্থার সার্বক্ষণিক পরিচালক)। তাঁর ওপর নিদ্রা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইমাম তহাবি রহ. (حَيٌّ) 'হাইউন' শব্দের সাথে (لا يَمُوتُ) 'লা ইয়ামুতু' ব্যবহার করেছেন আর (قَيُّومٌ) 'কাইয়ুম' শব্দের সাথে (لا يَنَامُ) 'লা ইয়ানামু' ব্যবহার করেছেন। এর কারণ এই যে, চিরঞ্জীব হওয়ার সাথে মৃত্যু না হওয়া জরুরি। আর চিরজাগ্রত হওয়ার সাথে নিদ্রামুক্ত হওয়া আবশ্যক।

আকিদা-১১ :

خَالِقٌ بِلا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ.

তিনি তাঁর প্রয়োজন ছাড়াই সবকিছু সৃষ্টি করেন। তিনি কোনো কষ্ট বা ক্লান্তি ছাড়াই রিজিক দান করেন।

নিজের কোনো প্রয়োজন ব্যতীত সৃষ্টি করার অর্থ হলো, তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করেন, তাতে তাঁর কোনো স্বার্থ বা প্রয়োজন থাকে না; বরং অন্য মাখলুকের প্রয়োজনেই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহর কোনো মাখলুকের এ জন্য প্রয়োজন নেই যে, তিনি সামাদ তথা অমুখাপেক্ষী সত্তা। আর কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী হওয়া সামাদ গুণের পরিপন্থি।

আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বিন মাহমুদ আন-নাসাফি আল-হানাফি (মৃত্যু : ৭১০ হি.) (صمد) 'সামাদ' শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন :

لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ.

তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন; বরং সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী।[৩২]

আর ক্লান্তিহীনভাবে রিজিক প্রদানের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার রিজিক প্রদান করতে কোনো কষ্ট বা ক্লান্তি হয় না; বরং মাখলুকেরই রিজিক সংগ্রহ করতে কষ্ট হয়, ক্লান্তিময় পরিশ্রম করতে হয়। মহান রব ইরশাদ করছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.

৩২. ইমাম নাসাফি প্রণিত তাফসিরে মাদারিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৪২।

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লান্তি দিয়ে।[৩৩]

এই আয়াতে 'কাবাদ' বলে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ সর্বদা কষ্টের মধ্যে থাকে। উপর্যুক্ত আয়াতে সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা এবং রিজিক প্রদানের কষ্টকে আল্লাহর সত্তা হতে নাকচ করা হয়েছে। আর মাখলুকের রয়েছে বিভিন্ন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এবং রিজিক অন্বেষণের কষ্ট।

আকিদা-১২ :

مُمِيتٌ بِلا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلا مَشَقَّةٍ.

তিনি নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী এবং কষ্ট ব্যতীতই (কেয়ামত-দিবসে) পুনরুত্থানকারী।

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কাউকে মৃত্যুদানের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর এই ভয় হয় না যে, যাকে মৃত্যু দেওয়া হচ্ছে সে তাঁর কোনো ক্ষতি করবে। বা মৃতের আত্মীয়-স্বজন এর প্রতিশোধ নেবে; বরং আল্লাহ তাআলা কোনো ধরনের শঙ্কা ব্যতিরেকেই যাকে ইচ্ছা তাকে মৃত্যু দান করেন। কেননা, ভয়-শঙ্কা দুর্বলতা প্রকাশক। আর আল্লাহ কাদিরে মুতলাক তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সব ধরনের দুর্বলতা হতে পবিত্র।

এখানে দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, আল্লাহ যখন হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত করবেন তখন তাঁর কোনো ধরনের কষ্ট হবে না, বেগ পেতে হবে না। কেননা, আল্লাহর বৈশিষ্ট্যই তো এই যে,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

(তাঁর শান তো এই যে,) যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও। তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।[৩৪]

এ জন্য পুনরায় সৃষ্টি করতে তাঁর কোনো কষ্টই হবে না।

ইমাম তহাবি রহ. বলেছেন, 'আল্লাহ বিনা কষ্টে পুনরুত্থিত করবেন'। কিন্তু এ কথা বলেননি যে, 'আল্লাহ বিনা কষ্টে জীবন দানকারী!' এর কারণ হলো, মৃত্যু হওয়ার পর কবরে মানুষ জীবন লাভ করে। এরপর কেয়ামতের দিবসে দ্বিতীয়বার সে জীবন লাভ করবে না। সে সময় শুধু পুনরুত্থান ঘটবে। সুতরাং কেয়ামতের ময়দানে ওঠা এ কথা প্রমাণ করে যে, কবরে মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকে। কিন্তু উক্ত জীবন প্রকাশ্য নয়। কেয়ামতের ময়দানে উক্ত জীবন

৩৩. সুরা বালাদ : ৪।

৩৪. সুরা ইয়াসিন : ৮২।

প্রকাশিত অবস্থায় সে উঠবে। এ কথাও স্পষ্ট যে, কবরে জীবিত থাকা একটি অদৃশ্য গোপন জীবন—যা না চোখে দেখা যায়, না হাত দ্বারা স্পর্শ করা যায়। এ জন্য কেয়ামতের উত্থানকে কোনো কোনো জায়াগায় (احياء) 'ইহইয়া' বা পুনরুজ্জীবন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, কবরে জীবন ছিল গোপন, দৃশ্যমান নয়। কিন্তু পুনরুত্থানের পর তা দৃশ্যমান, চোখে দেখা যাচ্ছে। এ জন্য 'ইহইয়া' শব্দ কবরের জীবনকে কোনোভাবেই নাকচ করে না।

আকিদা-১৩ :

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيئًا لَمْ يَكُنْ قَبلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَما كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًا كَذَلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْها أَبدِيًا.

মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্ব হতে তিনি তাঁর সকল গুণাবলিসহ কাদিম যাত অর্থাৎ প্রাচীন সত্তা হিসেবে বিদ্যমান। মাখলুককে সৃষ্টি করার পর তাঁর গুণাবলিতে এমন কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি, যা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে ছিল না। যেমনভাবে তিনি তাঁর গুণাবলিসহ অনাদি ছিলেন, তেমন তিনি নিজ গুণাবলিসহ অনন্ত ও চিরন্তন।

আল্লাহর সত্তার মতো তাঁর সকল গুণও চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। যেভাবে আল্লাহ তাআলার সত্তা সকল সৃষ্টির পূর্বে অস্তিত্ববান ছিল অনুরূপ তাঁর গুণাবলিও ছিল। সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণে আল্লাহর গুণাবলিতে কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। আবার এমনও নয় যে, আল্লাহর কোনো গুণ প্রকাশ হওয়ার জন্য মাখলুকের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, কোনো মাখলুক অস্তিত্বে এসেছে, এ জন্য আল্লাহর এই গুণ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

আল্লাহর সকল গুণ অনাদি ও অনন্ত। তবে সেসব গুণ যেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো নবসৃষ্ট। যেমন, আল্লাহর খালিকিয়াত তথা সৃষ্টিগুণ অনাদিকাল হতেই ছিল। তবে তা যে মাখলুক বা সৃষ্টি-বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত, তা নবসৃষ্ট। আল্লাহর রিজিক দেওয়ার গুণের ব্যাপারেও একই কথা।

আকিদা-১৪ :

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، ولا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسمَ الْبَارِيْ.

এমন নয় যে, তিনি মাখলুক সৃষ্টি করার পর তাঁর নাম 'খালেক' হয়েছে এবং এমনও নয় যে, সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করার কারণে তিনি 'বারি' হয়েছেন।

যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেননি তখনও তিনি খালেক ও বারি (সৃষ্টিকর্তা) গুণে গুণান্বিত ছিলেন। বিষয়টা এমন নয় যে, মাখলুক সৃষ্টি করা ও অস্তিত্ব দানের পর তিনি খালেক ও বারি হয়েছেন। এ কারণে এখানে দুটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে :

১. সত্তার কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া।

২. সেই গুণের প্রকাশ ঘটা।

মহান আল্লাহ তাঁর যাবতীয় গুণে পূর্ব হতেই গুণান্বিত। কিন্তু তাঁর কোনো গুণ তখনই প্রকাশিত হয়, যখন তিনি কোনো বস্তু সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, আল্লাহ খালেকিয়াত (সৃষ্টিগুণ) গুণে সর্বকালব্যাপীই গুণান্বিত। তবে যখন তিনি বিশ্বচরাচর সৃজন করলেন তখন থেকে খালেক গুণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'বারি' (অস্তিত্ব দানকারী) গুণও সর্বদা আল্লাহর সত্তার সাথে রয়েছে। কিন্তু যখন তিনি বস্তসমূহকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তখন হতে বারি গুণ প্রকাশিত হয়েছে। এমনভাবেই আল্লাহ তাঁর সকল গুণে পূর্ব হতেই গুণান্বিত। তবে সেসব গুণ প্রকাশ হয় বা হয়েছে, যখন তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন বা সেই গুণের প্রয়োগ করেছেন।

আকিদা-১৫ :

لَه مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ ولا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوْقَ.

আল্লাহ তাআলার 'রুবুবিয়াত' অর্থাৎ প্রতিপালনের গুণ সেই সময়ও ছিল, যখন কোনো প্রতিপালিত ছিল না এবং তাঁর খালেকিয়াতের গুণ সেই সময়ও ছিল, যখন কোনো মাখলুক সৃষ্টি হয়নি।

মূল বক্তব্য তো পরিষ্কার যে, মহান আল্লাহ তখনও রব গুণের অধিকারী ছিলেন, যখন কোনো প্রতিপালিত ছিল না এবং তিনি তখনও খালেক বা সৃষ্টিকর্তা গুণের অধিকারী ছিলেন, যখন কোনো মাখলুক সৃষ্টি হয়নি। অতএব, এই গুণগুলোর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে মাখলুক সৃষ্টির দ্বারা।

আকিদা-১৬ :

وكما أنَّه مُحيي الموْتَى بَعْدَما أَحْيَا، استحقَّ هَذَا الاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِم، كذلِكَ استحقَّ اسْمَ الخَالِقِ قبْلَ إنْشَائِهِم.

যেভাবে মৃতকে জীবিত করার পর তাঁর নাম (مُحيِي الموْتَى) 'মুহয়িল মাওতা' তথা মৃতকে জীবনদাতা, তদ্রূপ মৃতকে জীবিত করার আগেও তিনি এই গুণের অধিকারী। অনুরূপভাবে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তিনি খালেক গুণের অধিকারী।

এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য ইমাম তহাবি রহ. একটি উদাহরণ পেশ করছেন। অর্থাৎ, বলা হয়েছে মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তিনি খালেক গুণের অধিকারী। এই গুণ তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনিভাবে 'মুহয়িল মাওতা' অর্থাৎ, মৃতকে জীবিত করার গুণ এখন প্রকাশিত নয়। এই গুণ প্রকাশিত হবে কেয়ামতের ময়দানে। তবুও তিনি 'মুহয়ি'-জীবনদাতা। ঠিক এভাবেই যখন কোনো মাখলুক ছিল না তখনও তিনি খালেক ছিলেন।
কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

নিশ্চয়ই তিনি মৃতদেরকে জীবন দানকারী। আর তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।[৩৫]

আকিদা-১৭ :

ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيءٍ إِلَيهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيهِ يَسِيرٌ، لا يَحْتَاجُ إِلى شَيءٍ، ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيْرُ﴾

তা এই কারণে যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী। যাবতীয় বিষয় তাঁর নিকট অত্যন্ত সহজ। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। (কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,) কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয় আর তিনি এমন সত্তা, যিনি সকল কিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

ইমাম তহাবি রহ. এখান থেকে পূর্বোক্ত আকিদাগুলোর দলিল বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন, আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতেই তাঁর যাবতীয় গুণাবলিতে গুণান্বিত। সব সময় তিনি এসব গুণের অধিকারী। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর সবকিছু তাঁর কাছে সহজ। মহান ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ স্বীয় গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়ার জন্য মাখলুক সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হন

৩৫. সুরা রোম : ৫০।

না; বরং কাদিরে মুতলাক হওয়ার দাবিই এই যে, কোনো সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষিতার সাথে তিনি আপন গুণে গুণান্বিত হবেন। এর একটি দলিল হলো, আল্লাহ তাআলা মাখলুকের সাদৃশ্যগ্রহণ হতে পবিত্র। আর মাখলুক বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হলো, স্বীয় সত্তা ও গুণ প্রকাশের জন্য সে অপরের মুখাপেক্ষী হয়। আর আল্লাহ যেহেতু সাদৃশ্য হতে পবিত্র, এ জন্য তিনি আপন সত্তা বা গুণ প্রকাশে কারও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি মাখলুকের অস্তিত্বের পূর্ব হতেই বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত।

আকিদা-১৮ :

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ.

তিনি সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইলম মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যে জ্ঞান সর্বব্যাপী, যেমন; কী সৃষ্টি করা হবে, কখন সৃষ্টি করা হবে, কোথায় সৃষ্টি করা হবে এবং কতটুকু সময়ের জন্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন, আল্লাহ তাঁর এই ইলমে মুহিত তথা সর্বব্যাপী বেষ্টনকারী জ্ঞান অনুযায়ী মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির একটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর ইলমের বাহিরে নেই।

আকিদা-১৯ :

وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا.

তিনি সকল সৃষ্টির জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন। অর্থাৎ তাকদির লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, বিধায় তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাথা-পেট-হাত-পা ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তার রিজিক, খাদ্য, সম্মান-অপমান, উন্নতি-অবনতি—এ সবকিছুই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এমনকি সকল সৃষ্টির যার যে প্রয়োজন, সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেন এবং এ সবকিছুর প্রয়োজনের পরিমাণও আল্লাহর ইলমে আছে। অর্থাৎ, কোনটা কতটুকু বানাতে হবে। এ জন্য তিনি সৃষ্টির জন্য সকল কিছু একেবারে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সৃষ্টি করেছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

আমিই সকল বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।[৩৬]

---

৩৬. সুরা কামার : ৪৯।

আকিদা-২০ :

وَضَرَبَ لهم آجَالاً.

আর তিনি (আল্লাহ) সকল কিছুর জন্য একটি সময়কাল নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, কোন মাখলুক কখন অস্তিত্বে আসবে এবং কখন সে মারা যাবে বা অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এ কারণে, এই বিশ্বজগতে কোনো বস্তুই নির্ধারিত সময়ের আগে আসবে না এবং নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বও করতে পারবে না।

কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে :

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ আছে। সুতরাং কেউ সেই সময় হতে সামান্য পরিমাণ পিছু হটতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত আগেও বাড়তে পারবে না।[৩৭]

আকিদা-২১ :

وَلَمْ يَخْفَ عَليهِ شَيْءٌمِنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُم وَعَلِمَ ما هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُم.

সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে সে সকল সৃষ্টির কোনো কাজ বা বিষয়ই তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি সৃষ্টিকুলকে সৃজন করার পূর্ব হতেই জানেন তারা কী কাজ করবে।

মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটবে তা পূর্ব হতেই আল্লাহর জ্ঞানের অধীন। বান্দারা নেক আমল করবে না মন্দ কাজ করবে—এ সকল বিষয় আল্লাহর ইলমে পূর্ব হতেই রয়েছে।

আকিদা-২২ :

وأَمَرَهُم بِطَاعَتِهِ، ونَهَاهُم عَنْ مَعْصِيتِهِ.

আল্লাহ সকলকে তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন।

---

৩৭. সুরা ইউনুস : ৪৯।

দীন ইসলামের মূল বিষয় দুটি :

১. আল্লাহর আদেশসমূহ। ২. আল্লাহর নিষেধসমূহ।

আল্লাহ যে কর্মসমূহের নির্দেশ দিয়েছেন সেসবকে আওয়ামের বা আদিষ্ট বিষয় বলে আর যেসকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তাকে নাওয়াহি বা নিষিদ্ধ বিষয় বলে। ভিন্ন শব্দে আদেশসমূহকে 'ভালো' এবং নিষেধসমূহকে 'মন্দ'ও বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল গুণও দুটি; একটি হলো 'বাশির' বা সুসংবাদদাতা। অপরটি হলো, 'নাযির' অর্থাৎ সতর্ককারী। কারণ, মৃত্যুর পর স্থায়ী আবাসস্থল দুটি। একটি জান্নাত, অপরটি জাহান্নাম। জান্নাত উত্তম আমলকারীদের ঠিকানা। আর জাহান্নাম পাপী-তাপীদের ঠিকানা। পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশির হওয়ার অর্থ হলো, তিনি আমলের ফাজায়েল শুনিয়ে মানবজাতিকে কল্যাণ ও কল্যাণের অবস্থানস্থল জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। আর 'নাযির' হওয়ার অর্থ হলো, তিনি পরকালীন আজাব ও শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে মানুষকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন।

এ জন্য আদিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর আমল করে জান্নাত অর্জন করা আর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা চাই।

আকিদা-২৩ :

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتقْديرِهِ ومَشيئتِهِ, ومَشيئتُهُ تَنْفُذُ، لا مَشيئَةَ للعبادِ إلا ما شاءَ لهم، فما شاءَ لهم كان، وما لم يَشأ لم يَكُن.

সকল বিষয় তাঁরই নির্ধারণ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়। বিশ্বচরাচরে শুধু তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইরাদা-ইচ্ছা নেই। তিনি বান্দার জন্য যা ইচ্ছা করবেন তা-ই হবে, আর যা ইচ্ছা করবেন না তা কখনোই হবে না।

গোটা বিশ্বজগতে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণের ভিত্তিতেই হচ্ছে। যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে কিছুই ঘটবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে সক্ষম নও।[৩৮]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

আর যদি আপনার রব চাইতেন তাহলে তারা তা করতে পারত না। অতএব আপনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দিন।[৩৯]

একটি আপত্তি

যেহেতু বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন, সেহেতু এমন অবান্তর চিন্তা মাথায় আসতে পারে যে, বান্দা ততক্ষণ কোনো গুনাহ করে না যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তো বোঝা গেল গুনাহ করার ব্যাপারে মানুষ বাধ্য। তাহলে পাপ বা গুনাহ করার কারণে মানুষকে পাকড়াও করা হবে কেন?

উত্তর

আল্লাহর মাশইয়াত বা ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম কর্ম ও পাপকর্ম—উভয়ের ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন। এখন বান্দা স্বীয় কাজকর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে চাইলে উত্তম কাজের শক্তি প্রয়োগ করে নেক আমল করতে পারে। নয়তো মন্দ ও পাপকর্মের শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর নাফরমানি করতে পারে। সুতরাং বান্দা যেহেতু নেক আমল বা মন্দ আমল নিজের ইচ্ছায় করছে, এজন্য তাকে এসব কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাধ্য বলা যায় না। সুতরাং তার কর্মের জন্য আখেরাতে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া সঠিক।

তবে বান্দা যে পাপ বা গুনাহ করে, তার ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে। এই ইচ্ছাশক্তি না পেলে বান্দা ভালো বা মন্দ কাজ কোনোটিই করতে পারবে না। এই কারণেই বলা হচ্ছে বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। অর্থাৎ, বান্দার নেক আমল বা বদ আমলের ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জিত হয়।

ফায়দা

মাশইয়াত বা আল্লাহর ইচ্ছা ও রিযা বা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। বান্দাকে আল্লাহ নেক আমল বা বদ আমলের যে ইচ্ছাশক্তি দান

---

৩৮. সুরা তাকবির : ২৯।

৩৯. সুরা আনআম : ১১২।

করেছেন, এটা আল্লাহর মাশইয়াত। কিন্তু আল্লাহ গুনাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন না, নেকির প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটা আল্লাহর রিযা বা সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ.

'আর তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফরকে পছন্দ করেন না'।[৪০]

আকিদা-২৪ :

يَهْدِي مَنْ يشاءُ، وَيَعْصِمُ ويُعَافِي مَنْ يَشَاءُ فَضْلاً ويُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ويَخْذلُ ويَبْتلِي عَدْلاً.

আল্লাহ যাকে চান স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে হেফাজত করেন, তাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় আদল-ইনসাফের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করেন। তাকে বিভিন্ন মুসিবতে আক্রান্ত করেন।

আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে হেদায়েত দান করেন বা কাউকে গুনাহ থেকে বাঁচান, অথবা কাউকে বিপদ-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেন তখন তার কারণ এটা নয় যে, বান্দা এসবের হকদার ছিল; বরং এসব দান করা শুধুই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। অনুরূপ যখন তিনি কাউকে পথভ্রষ্ট করেন বা কাউকে বিপদ-মুসিবতে ফেলে দেন তখন তার কারণ এই নয় যে, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন; বরং সেই বান্দাই পথভ্রষ্টতা ও বিপদের উপকরণ ও কার্যকারণ গ্রহণ করেছে, বিধায় আল্লাহ তার সাথে এরূপ আচরণ করেছেন। এটাই আল্লাহর আদল ও ইনসাফ।

আকিদা-২৫ :

وكُلُّهم يتقلَّبُون في مَشيئتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

সকল মাখলুক আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছাতেই সবাই সচল রয়েছে। সে কখনো আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে, কখনো-বা তাঁর আদল-ইনসাফের মাঝে রয়েছে।

অর্থাৎ, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কখনো নিয়ম অনুযায়ী ফয়সালা করেন, কখনো স্বীয় দয়া ও মহানুভবতার শান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। তবে এই সকল ফয়সালা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন।

---

৪০. সুরা যুমার : ৭।

আকিদা-২৬ :

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الأَضداد والأَنداد.

তিনি (আল্লাহ) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের উর্ধ্বে। তিনি লা-শরিক—তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা তো বহু মানুষ করেছে বা করে থাকে। কিন্তু এরা আল্লাহর বিরোধী হওয়ার যোগ্যই নয়। কেননা, বিরোধিতা তো তখনই ধর্তব্য হবে, যখন বিপরীত পক্ষের ওপর সেই বিরোধিতার প্রভাব পড়ে এবং বিরোধিতাকারীর মধ্যে সেই শক্তি ও অবস্থা থাকে। কিন্তু আল্লাহর বিরোধিতাকারীদের মধ্যে না শক্তি আছে, না কোনো অবস্থান। এ জন্য তারা লা-শাই অর্থাৎ তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। কুরআন কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।[৪১]

আকিদা-২৭ :

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ.

কেউ আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত প্রতাখ্যান করতে পারবে না। কারও এই ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। তার সিদ্ধান্তের ওপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি কারোরই নেই। (মোদ্দাকথা, আল্লাহর ফয়সালা বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর বিপরীত কেউ কিছুই করতে সক্ষম নয়)।

আল্লাহ তাআলার সত্তা এককভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টির ওপর সর্বতোভাবে ক্ষমতার অধিকারী। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীন। এ জন্য কোনো সৃষ্টিরই আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তে সামান্যতম প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

প্রতিটি আদেশ আল্লাহই দান করেন। এমন কেউ নেই যে, তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আর তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[৪২]

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

---

৪১. সুরা ইখলাস : ৪।

৪২. সুরা রাদ : ৪১।

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।[৪৩]

আকিদা-২৮ :

آمَنَّا بِذٰلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِهِ.

আমরা উপরোল্লিখিত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনছি এবং আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, সকল কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

অর্থাৎ, যা কিছু এই দুনিয়ায় হয়েছে, যা কিছু হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে—এই সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারণের ভিত্তিতেই হবে। অর্থাৎ তাকদিরে যা আছে তাই ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। আর যা কিছু হয় সব আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকেই হয়।

রিসালাত-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-২৯ :

وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المصطَفى، ونبيُّه المجْتَبِى، ورَسُولُهُ المُرْتَضَى.

নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মনোনীত বান্দা, নির্বাচিত নবী এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত রাসুল।

ইমাম তহাবি রহ. এ পর্যায়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন : আবদ, নবী, রাসুল। আবদের অর্থ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ এবং বান্দা। নবীর অর্থ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি এসেছে। আর রাসুল বলার কারণ হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নতুন শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে ধারাবাহিকভাবে এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কিছু ফায়দা উল্লেখ করা হচ্ছে

ইমাম তহাবি রহ. সর্বপ্রথম 'নবী' শব্দ উল্লেখ করেছেন। 'নবী' শব্দ সম্পর্কিত ফায়দাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৪৩. সুরা ফাতির : ২।

ফায়দা-১ : নবীর পরিচয়

إِنْسَانٌ مَبْعُوْثٌ مِّنَ اللهِ مَعْصُوْمٌ عَنِ الْخَطَأِ مَفْرُوْضُ الْإِتِّبَاعِ .

অর্থাৎ, নবী বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। যিনি সকল ভুল ও পাপ থেকে মাসুম-নিষ্পাপ এবং যাঁকে অনুসরণ করা ফরজ।

উপর্যুক্ত পরিচিতিতে কয়েকটি শব্দ ভালো করে বুঝে নিতে হবে :

১. ইনসান তথা মানুষ

প্রথম যে শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে তা হলো 'ইনসান'। 'ইনসান' বলা হয় যার দেহ আছে এবং জ্ঞান ও বিবেক-বিবেচনার শক্তি আছে।

বিবেক ও জ্ঞানসম্পন্ন বস্তু আবার দু-প্রকার : ১. কামেল অর্থাৎ, পূর্ণ জ্ঞানশক্তির অধিকারী। ২. নাকেস তথা অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তো পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন হলো পুরুষ জাতি। আর অপূর্ণ জ্ঞানশক্তির অধিকারী হলো নারীজাতি। নবীগণ সব সময় পূর্ণ জ্ঞান ও বিবেকশক্তির অধিকারী হন। এ জন্য কোনো নারী নবী হতে পারেন না। উপরন্তু নারীজাতি জ্ঞানের দিক থেকে অপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি দ্বীনের দিক থেকেও অপূর্ণ। বিষয়টি একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. বর্ণনা করেন :

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

একদা ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নারীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা করতে থাকো। কারণ, আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তারা আরজ করলেন, কী কারণে, ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে

> অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।

তারা বললেন, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষের অর্ধেক নয়? তারা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েজ অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকো না? তারা বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।[৪৪]

২. মাবউস মিনাল্লাহ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত—এই কথাটির অর্থ হলো, নবুয়ত খোদা-প্রদত্ত বিষয়। এটা অর্জন করে নেওয়া যায় না। কোনো ইলেকশন বা সিলেকশন দ্বারা নবুয়ত মেলে না। ইলেকশন মানে হলো, মানুষের নির্বাচনে কেউ মনোনীত হওয়া। আর সিলেকশন বলা হয়, সরকার কর্তৃক মনোনীত করা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

> তিনি (আল্লাহ) ওহি-সমেত ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন সে সকল বান্দার নিকট, যাদের তিনি সকল মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন।[৪৫]

৩. মাসুম আনিল খাতা তথা ভুল থেকে নিষ্পাপ

অর্থাৎ, নবীগণ ছোট-বড় সকল পাপ ও ভুল হতে পূতঃপবিত্র। তাঁরা গুনাহ থেকে নিষ্কলুষ। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

> নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহর জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৪৬]

নবী উত্তম আদর্শ তখনই হতে পারবেন, যখন তিনি সব ধরনের অন্যায় ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হবেন। অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

---

৪৪. সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৮।

৪৫. সুরা নাহল : ২।

৪৬. সুরা আহযাব : ২১।

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ.

যখন তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলেন, এই কুরআনের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো কুরআন নিয়ে এসো অথবা তা পরিবর্তন করে আনো। আপনি বলে দিন, আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা নিজের পক্ষ থেকে আমি পরিবর্তন করি। আমি তো শুধু আমার ওপর যে ওহি অবতীর্ণ হয়, তার অনুসরণ করি।[৪৭]

অর্থাৎ, কোনো নবী নিজের পক্ষ থেকে শরিয়ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন না। সুতরাং কীভাবে তিনি শরিয়তের কোনো হুকুমের বিপরীত আমল করবেন!

৪. মাফরুদুল ইত্তেবা তথা যাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক

ইত্তেবা শব্দটির উৎপত্তি হলো 'তাবিআহ' শব্দ থেকে। তাবিআহ বলা হয় এমন শিশুকে, যে তার মায়ের পেছনে পেছনে চলে। সে দেখে মা কোনদিকে যায়। কিন্তু এটা দেখে না যে, মা কেন যায়। অনুরূপ নবুয়তের অনুসরণও এমনভাবে করা উচিত। এখানেও কোনো কেন নেই। কোনো দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই নবীর সবকিছুর অনুসরণ করতে হবে। বুঝে আসলেও করতে হবে, বুঝে না আসলেও করতে হবে।

ফায়দা-২ : নবী সত্তাগতভাবে মানুষ না নুর?

সত্তাগতভাবে নবী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তবে গুণের বিবেচনায় তিনি নুর। যেসকল আয়াতে নবীগণকে মানুষ বলা হয়েছে তা নবীর সত্তার দিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। আর যে কতক স্থানে নুর বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, নবুয়তের গুণ হলো—নুর।

দলিল-১ : মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ.

মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য হতেই একজন পুরুষের নিকট ওহি প্রেরণ করেছি![৪৮]

দলিল-২ : মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

---

৪৭. সুরা ইউনুস : ১৫।

৪৮. সুরা ইউনুস : ২।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى.

আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য হতে পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহি পাঠাতাম।[৪৯]

দলিল-৩ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। যদি আমি ভুলে যাই তাহলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।[৫০]

দলিল-৪ : হাদিসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ : اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনতাম তাই লিখে রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তা মুখস্থ রাখা। কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করে বলল, তুমি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কথাই লিখে রাখো? অথচ তিনি মানুষ। কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন, আবার কখনো সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় কথা বলেন। এরপর আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম। বিষয়টি আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তখন তিনি স্বীয় আঙুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি লিখতে থাকো। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, এই মুখ থেকে হক ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না।[৫১]

---

৪৯. সুরা ইউসুফ : ১০৯।

৫০. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮; কিতাবুত তাওয়াজ্জুহি ইলাল কিবলাহ হাইছু কানা।

৫১. সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৪, কিতাবুল ইলম।

ফায়দা-৩ : নবীর জন্য ঐশী ক্ষমতা ও গুণাবলি প্রমাণিত নয়

নবীর জন্য আল্লাহর ইচ্ছা-ক্ষমতা ও বিশেষ গুণাবলি সাব্যস্ত করা জায়েজ নেই। যেমন ইলমুল গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞানী হওয়া, হাজির-নাজির হওয়া, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট।

কুরআন থেকে প্রমাণ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.

কেবল তাঁর নিকটই রয়েছে অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।[৫২]

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কোনো ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখি না। তবে যতটুকু আল্লাহ চান তা ব্যতীত।[৫৩]

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

আপনি বলে দিন, আসমান-জমিনে যারা রয়েছে তারা গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, মহান আল্লাহ ব্যতীত।[৫৪]

হাদিস থেকে প্রমাণ : হযরত আয়শা রাযি. বলেন :

... وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلاَّ اللهُ.

যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানেন, সে মিথ্যা বলল। অথচ তিনি (নবী) বলেন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়ব জানে না। (অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহই গায়ব জানেন)।[৫৫]

ফায়দা : আবদুহুল মুসতফা (عبده المصطفى)

এর অর্থ হলো, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবদিয়াতের (দাসত্বের) মর্যাদা এক বিশেষ অবস্থার অধিকারী। আর তা নবীজি সাল্লাল্লাহু

---

৫২. সুরা আনআম : ৫৯।
৫৩. সুরা ইউনুস : ৪৯।
৫৪. সুরা নামল : ৬৫।
৫৫. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৯৮।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির মধ্যে এক অনন্য উচ্চ গুণ।
আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি রাত্রিকালে তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছেন।[৫৬]

রাত্রিকালের সেই সফর অর্থাৎ মেরাজ ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার একটি বিষয়। কিন্তু উক্ত আয়াতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আবদ' বলে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবদিয়াত তথা দাসত্বের গুণটি তাঁর সকল গুণের মধ্যে সর্বোন্নত একটি গুণ।

আকিদা-৩০ :

وأَنَّه خَاتمُ الأَنبياءِ، وإِمَامُ الأَتْقِيَاءِ، وسَيِّدُ المرسَلينَ، وحَبِيبُ ربِّ العالَمِين.

তিনিই খাতামুল আম্বিয়া অর্থাৎ সর্বশেষ নবী এবং মুত্তাকিদের ইমাম। তিনিই নবীগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামিনের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।

খতমে নবুয়তের প্রমাণ

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী সৃষ্টি হবেন না। খতমে নবুয়তের আকিদা একটি সর্বসম্মত আকিদা ও বিশ্বাস। এই আকিদাকে যে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করবে, সে ইসলামের সীমানা থেকে বের হয়ে যাবে।

কুরআন থেকে প্রমাণ : মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন। তবে তিনি আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।[৫৭]

---

৫৬. সুরা ইসরা : ১।
৫৭. সুরা আহযাব : ৪০।

হাদিস থেকে প্রমাণ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—অন্য সব নবীদের চাইতে আমাকে ছয়টি বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে : ১. আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২. আমাকে অত্যন্ত প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ হালাল করা হয়েছে। ৪. আমার জন্য গোটা পৃথিবীর ভূমি বা মাটি পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং মসজিদ করা হয়েছে। ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য (নবী করে) পাঠানো হয়েছে। ৬. আর আমাকে দিয়ে নবীদের আগমন-ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।[৫৮]

ব্যাখ্যা মোতাবেক 'وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ' এটা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য। আর এর পূর্বে উল্লিখিত গুণগুলো উক্ত সম্মানের প্রমাণ। এই হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার (ব্যাখ্যাকার) অপর কিতাব '*দুরুসুল হাদিস*'-এ দেখে নিতে পারেন।

ফাতাওয়া : মোল্লা আলি বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-কারি আল-হারাবি আল-হানাফি (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) বলেন, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়তের দাবি করা সর্বসম্মতভাবে কুফুরি।[৫৯]

ফায়দা

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৯৭ হি.) স্বীয় '*তাহজিরুন নাস*' গ্রন্থে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের (সর্বশেষ নবী হওয়ার) এমন পূর্ণাঙ্গ ও চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর সর্বশেষ নবী

---

৫৮. সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৯, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিয়ুস সালাত।

৫৯. শারহুল ফিকহিল আকবার : ৪৫১।

হওয়া সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। সম্পূর্ণ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো :

'খাতিমিয়াত একটি জিনস (শ্রেণি) যার দুটি প্রকার রয়েছে :

১. সময় ও কালের বিবেচনায় সর্বশেষ নবী হওয়া। অর্থাৎ, সকল নবীর নবুয়তের যুগ সমাপ্তির পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সময়কাল। ফলে কালের বিবেচনায় তিনি সকল নবীর নবুয়তের যুগ সমাপ্তকারী; খাতিম।

২. সত্তাগত বিবেচনায় সর্বশেষ নবী হওয়া। যার মর্ম হলো, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের মাধ্যমেই সকল নবীর নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। তিনি যেমনইভাবে কালের বিবেচনায় শেষ নবী, তেমনইভাবে সত্তাগত বিবেচনায় শেষ নবী। কেননা, প্রতিটি শাখাগত বিষয় মূল বিষয়ের সমাপ্তির সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মূল বিষয় সমাপ্তির পর আর এগুতে পারে না।

যেহেতু নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ছিল মূল এবং অন্যান্য নবীদের নবুয়ত ছিল নবীজির নবুয়তের ওপর নির্ভরশীল বা নবীজির নবুয়তের সাথে প্রাসঙ্গিক, তাই সমস্ত নবীর নবুয়তের কারণ ছিল নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত। তিনিই নবুয়তের সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি, নবুয়ত ও রিসালতের মানচিত্রে মূল কেন্দ্র। নবুয়তের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার তিনিই ছিলেন মাধ্যম। সুতরাং প্রমাণিত হলো, সত্তাগত ও কালের বিবেচনায় তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী।

কেবল কালের বিবেচনায় তিনি সর্বশেষ নবী নন। কেননা, শুধু কালের বিবেচনায় সর্বশেষ নবী হওয়া এ কারণে বড় মর্যাদা বা সম্মানের বিষয় নয় যে, তার নবুয়তের সময়কাল পূর্ববর্তী সকল নবীর সময়কালের পরে; বরং পরিপূর্ণ নেতৃত্ব, উচ্চ মর্যাদা এবং চূড়ান্ত বড়ত্ব ও মহত্ত্ব তখন প্রমাণিত হবে, যখন তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া সময় ও সত্তা উভয় বিবেচনায় সাব্যস্ত হবে। নতুবা কেবল সময় ও কালের বিবেচনায় খাতিমুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবী) হওয়া দ্বারা না তাঁর মর্যাদা, নেতৃত্ব ও পূর্ণতার স্তরে পৌঁছুবে, আর না পূর্ণাঙ্গ মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অর্জিত হবে।'[৬০]

---

৬০. আল-মুহান্নাদ আলাল-মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা : ৭১-৭২।

আকিদা-৩১ :

وكُلُّ دَعْوى النُّبوةِ بَعدَهُ فَغَيٌّ وَهَوى.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যেকোনো ধরনের নবুয়তের দাবি সুস্পষ্ট গোমরাহি ও বিভ্রান্তি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যেকোনো প্রকারের নবুয়তের দাবি সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা। ছায়া নবী (জিল্লি নবী) হওয়ার দাবি করা হোক কিংবা সুস্পষ্ট নবী। শরিয়তপ্রাপ্ত নবুয়তের দাবি হোক কিংবা শরিয়তবিহীন।

আকিদা-৩২ :

وَهُو المبعوثُ إلى عَامَّةِ الجِنِّ وكَافَّة الوَرَى بالحقِّ والهدى، وبالنُّور والضِّياء.

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ ও জিনের প্রতি সত্য হেদায়েত ও নুরসহ প্রেরিত হয়েছেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের পরিধি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁর নবুয়ত কেয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও ইনসান; বরং সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। তার সীমানা গোটা আসমান-জমিনব্যাপী।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে দ্বীনে ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা পুরোটাই হক ও সত্য এবং কুফর-শিরকের ঘোর অন্ধকারে হেদায়েতের একমাত্র আলোকোজ্জ্বল মিনার। এ জন্য তাঁর আনুগত্য-অনুসরণই মানুষকে চূড়ান্ত কামিয়াবি ও সাফল্য দান করে।

আয়াতে পাকে ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল।[৬১]

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً.

আমাকে সকল সৃষ্টির জন্য নবী বানানো হয়েছে।[৬২]

৬১. সুরা আরাফ : ১৫৮।

৬২. সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৯।

কুরআনুল কারিম-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৩৩ :

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى : ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (الْمُدَّثِّرِ: ٢٦) فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ : ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ.

আর (এটাও আমাদের ঈমান যে,) নিশ্চয়ই কুরআন কারিম মহান আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর সত্তা থেকে সাধারণ কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া কথা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই কালাম তাঁর রাসুলের প্রতি ওহি হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আর মুমিনগণ এই কালামকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে সত্যায়ন করেছেন এবং তারা এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম; এটা মানুষ হতে নির্গত সৃষ্ট কোনো কথার মতো নয়। যে ব্যক্তি এই কালাম শুনে মনে করবে এটা মানুষের কথা, সে কুফুরি করল। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির সমালোচনা ও নিন্দা বর্ণনা করেছেন এবং তাকে 'সাকার' নামক জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেন, ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ 'শীঘ্রই আমি ওকে আগুনে নিক্ষেপ করব'; অর্থাৎ, যেহেতু মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপের ধমকি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি বলে, ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ অর্থ্যাৎ, এই কুরআন মানুষেরই কথা। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, এই কুরআন মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর বাণী; তা কোনো মানুষের কথার সাথে সামান্যও সাদৃশ্য রাখে না।

আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি সকল অবস্থা ও পদ্ধতি থেকে পবিত্র। ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বিন আলি বিন মুসা বাইহাকি (মৃত্যু : ৪৫৮ হি.) বলেন,

فَإِنَّ الَّذِيْ يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَّعْلَمَهُ : أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِيْ صُوْرَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ؛ فَإِنَّ الصُّوْرَةَ تَقْتَضِيْ الْكَيْفِيَّةَ، وَهِيَ عَنِ اللهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ.

> নিশ্চয়ই আমাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো এই আকিদা পোষণ করা যে, আমাদের রব কোনো আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী নন। তিনি সকল আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে পবিত্র। কেননা, আকার-আকৃতি কাইফিয়্যত বা অবস্থাকে দাবি করে। আর অবস্থা বা অবস্থান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির পরিপন্থি।[৬৩]

এ জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন আল্লাহর কালাম ও একটি গুণ। তবে তা কোনো ধরনের অবস্থা ও প্রকৃতি ব্যতিরেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

একটি আপত্তি

হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস মাদানি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি (আল্লাহ) কীভাবে 'ইসতিওয়া' করেছেন? অর্থাৎ, আরশে 'ইসতিওয়া'-এর স্বরূপ কী? উত্তরে ইমাম মালেক রহ. বলেন,

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ، وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ، وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

> মহান আল্লাহর ইসতিওয়া আমাদের জ্ঞানে রয়েছে। কিন্তু এর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। এ ব্যাপারে ঈমান রাখা ফরজ, আর এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত।[৬৪]

ইসতিওয়ার ধরনকে জ্ঞানের ঊর্ধ্বে বলা—এ কথার দলিল যে, ইমাম মালেক রহ.-ও আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে ধরন সাব্যস্ত করার প্রবক্তা!

উত্তর

এই আপত্তির উত্তর হলো, পূর্বোক্ত মন্তব্য হযরত ইমাম মালেক রহ. হতে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিতই নয়।[৬৫]

এর বিপরীতে ইমাম বায়হাকি রহ. এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উত্তম (জায়্যিদ) সনদে ইমাম মালেক রহ.-এর একটি বিশুদ্ধ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ. বলেন, আমরা ইমাম মালেক রহ.-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ইমাম মালেক রহ.-কে বলতে লাগল :

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، اَلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، كَيْفَ اسْتِوَاؤُهُ ؟

---

৬৩. কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ২১।

৬৪. শরহুল আকিদা আত-তহাবিয়াহ, ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল-হানাফি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৮।

৬৫. তালিক আলা কিতাবিল আসমা ওয়াস সিফাত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫১।

হে আবু আবদুল্লাহ! রহমান আরশে মুসতাওয়ি। এই ইসতিওয়ার অবস্থা কেমন?

ইবনে ওহাব রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. মাথা নিচু করে ফেললেন এবং তার কপাল ঘামে ভিজে উঠল। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন,

اَلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى . كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَايُقَالُ كَيْفَ؟ وَكَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوْعٌ.

রহমান আরশে ইসতিওয়া করেছেন, যেভাবে তিনি নিজেই বলেছেন সেভাবে। বলা যাবে না কীভাবে। (অর্থাৎ ধরন নাকচ করা হবে।) আর আল্লাহর সত্তা কাইফিয়্যত থেকে মুক্ত। (অর্থাৎ, ধরন আল্লাহর সত্তার সাথে বলা যায় না।)[৬৬]

অনুরূপ ইমাম আবু বকর বায়হাকি এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ওয়ালিদ বিন মুসলিমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আওযায়ি, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরি এবং ইমাম লাইস বিন সাদ রহিমাহুমুল্লাহকে সেসব হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেগুলোতে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তখন তাঁরা সকলে উত্তর দিয়েছেন,

اَمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ.

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে বর্ণনা করে যাও; ধরন বর্ণনা ব্যতীত।[৬৭]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইমাম মালেক রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত আল্লাহর গুণের কাইফিয়্যত বা ধরন-বিষয়ক বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ফায়দা : কুরআন কারিমের হকসমূহ

কুরআন কারিমের মৌলিক হক তিনটা : পাঠ করা, বোঝা, আমল করা।

প্রথম হক : কুরআন কারিম তেলাওয়াত করা

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

এবং কুরআন তেলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে।[৬৮]

হাদিসে রাসুলে বর্ণিত হয়েছে :

---

৬৬. কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫০; ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৮।
৬৭. কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৮; ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৮।
৬৮. সুরা মুযযাম্মিল : ৪।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আরবদের লাহনে এবং আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করো। আর তোমরা পাপিষ্ঠ ও ইহুদি-নাসারাদের সুরে কুরআন তেলাওয়াত কোরো না। আমার পর অচিরেই এমন সম্প্রদায় আসবে যারা গানবাজনা, বৈরাগীর সুর ও শোকবিলাপের সুরে কুরআন তেলাওয়াত করবে। তাদের তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করে (অন্তর পর্যন্ত পৌঁছুবে না)। তারা হবে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। আর তারা যাদেরকে তেলাওয়াত দিয়ে মুগ্ধ করবে, তাদের অবস্থাও হবে অনুরূপ।[৬৯]

এ জন্য কুরআন কারিমকে থেমে থেমে উত্তমভাবে আরবীয় লাহজে আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ করে পাঠ করা উচিত। কুরআন তেলাওয়াতের কিছু আদব নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. তেলাওয়াত করার জন্য অজু করা মুস্তাহাব। আর স্পর্শ করার জন্য অজু করা ওয়াজিব।
২. কুরআনের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে মিসওয়াক করা।
৩. পাকপবিত্র জায়গায় বসে তেলাওয়াত করা।
৪. আউযুবিল্লাহ পাঠ করা।
৫. বিসমিল্লাহ পাঠ করা।
৬. তাজবিদের প্রতি লক্ষ রেখে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করা।
৭. উত্তম আওয়াজ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করা।
৮. কুরআন পাঠের সময় ক্রন্দন করা। কান্না না আসলে কান্নার চেষ্টা করা।
৯. তেলাওয়াত করার সময় (সম্ভব হলে) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা।
১০. এই কল্পনা করা যে, আল্লাহ আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন।

---

৬৯. শুআবুল ঈমান, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৮।

দ্বিতীয় হক : কুরআন কারিম বোঝা

কুরআন পড়ে বোঝার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে :

প্রথম শর্ত : আরবদের বাকরীতি ও কথ্যরূপসহ আরবি ভাষা জানা। আরবি সাহিত্যজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} مِنَ الْفَجْرِ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

হযরত আদি বিন হাতেম রাযি. বলেন, যখন অবতীর্ণ হলো, (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ.) অর্থাৎ, (তোমরা পানাহার করো) যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে শুভ্র সুতা পৃথক হয়, তখন হযরত আদি রাযি. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার বালিশের নিচে দুটো সুতা রেখেছিলাম। একটি কালো, আরেকটি সাদা। রাত হতে দিনের পার্থক্য বোঝার জন্য আমি এমনটি করেছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খানিক রসিকতা করে) বললেন, তোমার বালিশ তো দেখছি বেশ দীর্ঘ! আরে আয়াতে তো বলা হয়েছে রাতের আধার হতে দিনের শুভ্র রেখার পৃথক হওয়ার কথা। তুমি তো বুঝতেই পারোনি।[৭০]

দ্বিতীয় শর্ত : কুরআনের আয়াতসমূহের শানে নুযুল অর্থাৎ অবতরণের প্রেক্ষাপট জানা। বিশেষত সাহাবা রাযি. থেকে যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَقَالَ النَّاسُ : مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ

৭০. সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৯।

الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ.

হযরত আসলাম বিন আবু ইমরান রহ. বলেন, আমরা মদিনা মুনাওয়ারা থেকে কুসতুনতুনিয়া অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হলাম। জামাতের আমির ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান বিন খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি.। যুদ্ধের সময় রোমানরা শহরের দেয়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় মুসলিম বাহিনী হতে একা একজন মুজাহিদ হামলে পড়ল। তাকে দেখে মুসলিম সৈন্যদলের অনেকেই বলতে লাগল, আরে আরে! সে তো নিজেকে নিজে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অথচ কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে, (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) অর্থাৎ, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. বললেন, এই আয়াত তো আমরা আনসার সাহাবিদের ক্ষেত্রে ওই সময় অবতীর্ণ হতে দেখেছি যখন আল্লাহ স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন এবং ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তখন আমরা ভাবলাম, এবার আমরা একটু নিজেদের ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য ঘরে অবস্থান করি। আমাদের সেই মনোভাবের কারণে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যে আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। অর্থাৎ, তোমাদের জিহাদ তরক করে ঘরে বসে বসে ধন-সম্পদ উপার্জন করা তোমাদের জন্য বিরাট ধ্বংসের বিষয়।[৭১]

তৃতীয় শর্ত : আল্লাহ তাআলার সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ : {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ : لَيْسَ كَمَا

---

৭১. সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪০।

تَقُولُونَ : {لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} بِشِرْكٍ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ : {يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.

হযরত আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন এই আয়াত (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) অবতীর্ণ হলো, অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে জুলুমের মিশ্রণ ঘটায়নি' তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কে এমন আছে যে, নিজের ওপর জুলুম করে না? এ কথা শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যা ভেবেছ আয়াতের মর্ম তা নয়। আয়াতে 'জুলুম' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শিরক। তোমরা কি শোনোনি যে, হযরত লুকমান হাকিম তাঁর সন্তানকে বলছেন, (يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) অর্থাৎ, 'হে সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।'[৭২]

তৃতীয় হক : কুরআন কারিমের ওপর আমল করা

কুরআন কারিম পাঠ করে তার ওপর আমল করা। আর কুরআন কারিমের প্রতিটি বিষয়কে আমলে পরিণত করার জন্য তরিকতের শায়খের অধীনস্ততা গ্রহণ করা জরুরি এবং তার দীক্ষা ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা চাই। কেননা, তরিকতের শায়খের সোহবত এবং আত্মিক তাওয়াজ্জুহ দ্বারা মানুষের মধ্যে অনেক বেশি আমলের আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তখন শরিয়তের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

---

৭২. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৪।

আকিদা-৩৪ :

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِيْ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هذَا اعْتَبَرَ وعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الكُفَّارِ انْزَجَرَ، وعَلِمَ أَنَّه بِصِفَاتِه لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

যে ব্যক্তি মানবীয় গুণাবলির কোনো একটি দ্বারা আল্লাহকে গুণান্বিত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ করবে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে (অর্থাৎ, মহান আল্লাহকে কোনো দিক থেকেই মানুষের মতো বলবে না) এবং সে কাফেরের ন্যায় অবান্তর ভ্রান্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর সে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতে মানুষের সদৃশ নন।

ইমাম তহাবি রহ. এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম এবং আল্লাহ থেকেই তা প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যেন এমন ভুল বুঝের শিকার না হয় যে, আল্লাহ তাআলা মাখলুকের মতো কথা বলে (মাআযাল্লাহ); বরং আল্লাহ তাআলার জন্য কথা বলার গুণ সাব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু তা মাখলুকের মতো নয়। মাখলুক কথা বলার জন্য জিহ্বা বা মুখের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জিহ্বা বা মুখ ছাড়াই কথা বলেন। কেননা, তিনি এসবের মুখাপেক্ষী নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ সামাদ বা অমুখাপেক্ষী। আর কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী হওয়া তাঁর 'সামাদ' গুণের পরিপন্থি।

সুতরাং মাখলুকের কথা বলার অর্থ আর খালেকের কথা বলার অর্থ ভিন্ন। এ জন্য যে ব্যক্তি মাখলুকের গুণাবলি আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

তাঁর মতো কেউ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৭৩]

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ.

আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অমুখাপেক্ষী।[৭৪]

৭৩. সুরা শুরা : ১১।

৭৪. সুরা ইখলাস : ১-২।

আল্লাহ তাআলাকে দর্শন-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৩৫ :

والرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إحَاطَةٍ ولا كَيْفيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِه كِتَابُ رَبِّنَا : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾وتَفْسِيْرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ الله تَعالَى وَعَلِمَهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِيْ ذَلك مِنَ الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ مُتَأَوِّلين بِآرَائنا، ولا مُتَوَهِّمِينَ بأهْوَائنَا، فإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينه إلاَّ مَنْ سَلَّمَ لله عَزَّ وَجَلَّ ولرسُولِه صلى الله عليه وآله وسلم، وردَّ علْمَ ما اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِمِه.

জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তাআলাকে কোনো পর্দা বা অন্তরায় ব্যতীত সরাসরি দেখতে পাবে। তবে তারা তাঁর সত্তাকে দৃষ্টি মাধ্যমে বেষ্টিত করতে পারবে না এবং তাঁর কোনো কাইফিয়্যত (ধরন, প্রকৃতি বা স্বরূপ) থাকবে না। কেননা, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ অর্থাৎ, '(জান্নাতবাসীদের) চেহারাগুলো সেদিন আলোকোদ্ভাসিত থাকবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞানের অধীন। আর এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহিহ হাদিসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসসমূহে যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা-ই উক্ত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা। 'আল্লাহর দর্শন' বিষয়ে আমরা নিজেদের চিন্তা-বুদ্ধি দ্বারা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব না এবং নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো প্রকার কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্ত অপব্যাখ্যা করব না। কেননা, দ্বীনি বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সেই ব্যক্তিই নিরাপদ থাকে, যে নিজেকে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের বক্তব্যেও ওপর সোপর্দ করে দেয়। আর যে মাসআলা বা বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট হয়, তা সে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নেয়।

জান্নাতে জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তাআলাকে কোনো প্রকার দৃষ্টির বেষ্টন ও অবস্থা-অবস্থানবিহীনভাবে দেখতে পাবে। কেননা, একে তো আল্লাহ কাইফিয়্যত তথা স্বরূপ ও প্রকৃতি থেকে পবিত্র, দ্বিতীয়ত, মানব-দৃষ্টি আল্লাহর সত্তাকে দেখার ক্ষেত্রে বেষ্টন করতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ.

কারও দৃষ্টিশক্তি আল্লাহকে বেষ্টন করতে সক্ষম নয়।[৭৫]

আল্লাহকে দেখার অর্থ বা ব্যাখ্যা তা-ই যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, বান্দা আল্লাহকে চর্মচোখে দর্শন করবে; অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নয়। সুতরাং, কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের খেলাফ নিজের মনগড়া প্রবৃত্তিমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি। এ জন্য মানুষের দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা হলো, নিজের মনমতো কোনো কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে আল্লাহর কালাম ও রাসুলের হাদিসের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা।

আল্লাহকে দর্শনের দলিল-প্রমাণ

দলিল-১ : কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৭৬]

আল্লামা ফখরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হোসাইন রহ. (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) উপর্যুক্ত আয়াতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলিল উল্লেখ করে বলেন, 'জেনে নিন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জমহুর উলামা এই আয়াতকে মুমিনগণ কেয়ামতের দিবসে আল্লাহকে চর্মচোখে দেখবে—এ বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৭৭]

দলিল-২ : অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.

যারা উত্তম আমল করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অতিরিক্ত (মর্যাদা)।[৭৮]

এই আয়াতে উল্লিখিত শব্দদ্বয় 'হুসনা' এবং 'যিয়াদাত'-এর ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হুসনা' অর্থ হলো জান্নাত আর 'যিয়াদাত' দ্বারা উদ্দেশ্য

---

৭৫. সুরা আনআম : ১০৩।
৭৬. সুরা কিয়ামাহ : ২২-২৩।
৭৭. তাফসিরে কাবির, খণ্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২০০।
৭৮. সুরা ইউনুস : ২৬।

আল্লাহ পাকের দিদার ও দর্শন। হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِياً يُنَادِيْ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ - بِصَوْتٍ يَسْمَعُه أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ - إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، فَالْحُسْنَى الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الرَّحْمٰنِ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে একজন ঘোষককে এই ঘোষণা দিতে বলবেন যে, হে জান্নাতবাসীগণ! (সেই ফেরেশতার আওয়াজ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল জান্নাতি শুনতে পাবে।) নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে 'হুসনা' ও 'যিয়াদাত'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হুসনা হলো জান্নাত আর যিয়াদাত হলো রহমানের মুবারক চেহারার দিদার-দর্শন।[৭৯]

দলিল-৩ : কুরআনে মাজিদে বর্ণিত হয়েছে :

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.

জান্নাতিরা আরাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকবে।[৮০]

হাফেজ আবুল ফিদা ইসমাইল বিন ওমর বিন কাসির দিমাশকি শাফেয়ি (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'তারা শায়িত অবস্থায় দেখতে থাকবে'-এর ব্যাখ্যা হলো, তারা আল্লাহকে দেখবেন।[৮১]

দলিল-৪ : হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত :

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

একদিন আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। এরপর আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোনো, তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে যেমন তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাঁর নুর ও সৌন্দর্য দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।[৮২]

---

৭৯. তাফসিরে দুররে মানসুর, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৭৪।
৮০. সুরা মুতাফফিফিন : ২৩।
৮১. তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪১৭।
৮২. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮১।

দলিল-৫ : হযরত সুহাইব রুমি রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.

যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন, তোমরা কি এর চেয়েও অতিরিক্ত কিছু চাও? তখন জান্নাতিগণ বলবে, হে আমাদের রব! আপনি কি আমাদের চেহারাকে সমুজ্জ্বল করেননি! আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি! আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তিদান করেননি? অতঃপর আল্লাহর নবী বলেন, এরপর আল্লাহ পর্দা উন্মোচন করবেন। আর জান্নাতিদেরকে তাদের রবের দিকে চেয়ে থাকার চেয়ে উত্তম কোনো বস্তু দেওয়া হবে না।[৮৩]

আপত্তি

আল্লাহকে দেখার আকিদা কুরআনের একটি আয়াতের বিপরীত। সেই আয়াতটি হলো :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.

দৃষ্টিশক্তি তাকে বেষ্টন করতে পারে না, আর তিনি সকল দৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছেন।[৮৪]

উত্তর

হাদিসসমূহে আল্লাহকে দেখার যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা হলো, বেষ্টন করা ব্যতীত দৃষ্টিপাত করা। অর্থাৎ, আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখবে, কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা ও গুণাবলিকে দৃষ্টি দিয়ে বেষ্টন করতে পারবে না। আর আয়াতে এই দৃষ্টিপাতকেই নাকচ করা হয়েছে; অর্থাৎ বেষ্টনকারী দৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সকল গুণাবলি ও সত্তা-সমেত দেখা সম্ভব নয়। ইমাম

---

৮৩. সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০০।
৮৪. সুরা আনআম : ১০৩।

ফখরুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হুসাইন রাযি শাফেয়ি (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) লেখেন :

الْمَرْئِيُّ إِذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ وَنِهَايَةٌ وَأَدْرَكَهُ الْبَصَرُ بِجَمِيعِ حُدُودِهِ وَجَوَانِبِهِ وَنِهَايَاتِهِ. صَارَ كَأَنَّ ذَلِكَ الْإِبْصَارَ أَحَاطَ بِهِ فَتُسَمَّى هَذِهِ الرُّؤْيَةُ إِدْرَاكًا، أَمَّا إِذَا لَمْ يُحِطِ الْبَصَرُ بِجَوَانِبِ الْمَرْئِيِّ لَمْ تُسَمَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةُ إِدْرَاكًا. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّؤْيَةَ جِنْسٌ تَحْتَهَا نَوْعَانِ : رُؤْيَةٌ مَعَ الْإِحَاطَةِ وَرُؤْيَةٌ لَا مَعَ الْإِحَاطَةِ. وَالرُّؤْيَةُ مَعَ الْإِحَاطَةِ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْإِدْرَاكِ فَنَفْيُ الْإِدْرَاكِ يُفِيدُ نَفْيَ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيِ الرُّؤْيَةِ، وَنَفْيُ النَّوْعِ لَا يُوجِبُ نَفْيَ الْجِنْسِ. فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ نَفْيِ الْإِدْرَاكِ عَنِ اللهِ تَعَالَى نَفْيُ الرُّؤْيَةِ عَنِ اللهِ تَعَالَى.

যখন দৃষ্টিপাতকৃত বস্তুর সীমানা ও শেষ থাকে আর দৃষ্টিও তাকে সকল সীমা ও পরিপাশসহ বেষ্টন করে নেয়, তখন তাকে বলা হয়, দৃষ্টি তা বেষ্টন করে নিয়েছে। আর যখন দৃষ্টি দৃষ্টিপাতকৃত বস্তুর সীমা ও পরিপার্শ্বসহ সবটুকু বেষ্টন করতে পারে না তখন তাকে 'ইদরাক' বা বেষ্টন করা বলে না। সুতরাং বোঝা গেল, দৃষ্টিপাত দুই প্রকার। একটি হলো, ইদরাক বা বেষ্টনসহ দৃষ্টিপাত করা। অপরটি হলো, বেষ্টন করা ব্যতীত দৃষ্টিপাত করা। এ জন্য দর্শনকে নাকচ করা হলে তা দৃষ্টিপাতের একটি প্রকারকে নাকচ করে। তা হলো, সর্বাংশসহ দর্শন। আর একটি প্রকারকে নাকচ করা সম্পূর্ণ বিষয়কে নাকচ করাকে সাব্যস্ত করে না। সুতরাং দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহকে বেষ্টন করতে না পারা আল্লাহর প্রতি স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতকে নাকচ করে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, উক্ত আয়াতে ইদরাক তথা দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করাকে নাকচ করা হয়েছে, স্বাভাবিক দর্শনকে নাকচ করা হয়নি।

ফায়দা

মুমিনগণ আল্লাহকে দর্শনের নেয়ামত পাবে জান্নাতে। কিন্তু ইমামুল আম্বিয়া নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নেয়ামত লাভ করেছেন এই দুনিয়াতেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রিয় রবকে দেখেছেন।

দলিল-১ : হাদিসে এসেছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার রবকে দেখেছি।[৮৫]

দলিল-২ : হাদিসে এসেছে :

عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم : ... وَفُتِحَ لِيْ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ النُّوْرَ الْأَعْظَمَ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার জন্য আসমানের দরজাসমূহ থেকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি সবচেয়ে বড় নুর দেখতে পেলাম।[৮৬]

দলিল-৩ : হাদিসে এসেছে :

عَن أَنَس أَن مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم رَأَى رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন।[৮৭]

দলিল-৪ : হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

হযরত ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রবকে (চর্মচোখে) দেখেছিলেন? হযরত আবু হুরায়রা উত্তর দেন, অবশ্যই।[৮৮]

দলিল-৫ : *তাফসিরে আবদুর রাজ্জাক আস-সুনআনি*-তে এসেছে :

عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ ثَلَاثَةً ، لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ.

---

৮৫. আল খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৭।

৮৬. মুসনাদুল বাযযার, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০, হাদিস নং ৭৩৮৯।

৮৭. মুসনাদুল বাযযার, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪২৬, হাদিস নং ৭১৬৫।

৮৮. তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২১৯।

হযরত মুবারক বিন ফুযালা রহ. বলেন, হযরত হাসান বসরি রহ. মহান আল্লাহর নামে তিনবার কসম করে বলেছেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন।[৮৯]

দলিল-৬ : হযরত ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ আনসারি কুরতুবি (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) লিখেছেন,

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الله بِبَصَرِهِ وَعَيْنَيْ رَأْسِهِ. وَقَالَهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ وَالرَّبِيْعُ وَالْحَسَنُ.

হযরত আবুল হাসান আশআরি রহ. এবং তাঁর শাগরেদগণের বড় অংশ এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে স্বচক্ষে দেখেছেন। এটাই সাহাবি আনাস রাযি., ইবনে আব্বাস রাযি., ইকরিমা, রাবি ও হাসান রাযি. প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবি ও তাবেয়ির অভিমত।[৯০]

আকিদা-৩৬ :

ولا تَثْبتُ قَدَمُ الإسلام إلاَّ على ظَهْرِ التَّسْليم والاسْتِسْلاَمِ. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُه، ولم يَقنعْ بالتَّسلِيم فَهْمُهُ، حَجَبَه مَرامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيد، وصَافي المعرِفَةِ، وصَحيحِ الإيمانِ؛ فيَتَذَبْذَبُ بينَ الكُفرِ والإيمانِ، والتَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ، والإقْرارِ والإنكارِ، مُوَسْوَسًا تَائِهًا، شَاكًّا، زائِغًا، لا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، ولا جَاحداً مُكَذِّباً.

পূর্ণ আনুগত্য ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া কেউ ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হবে, যা থেকে তাকে বারণ করা হয়েছে এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যার বোধশক্তি তুষ্ট হয় না, তার এই (ভ্রান্ত) উদ্দেশ্য তাকে খালেস তাওহিদ, নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন মারেফত (প্রকৃত পরিচয়-জ্ঞান) ও বিশুদ্ধ ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এর ফলে সে কুফর-ঈমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির মাঝে সংশয়গ্রস্ত বা দোদুল্যমান থেকে যাবে। সে থেকে যাবে অস্থির-পেরেশান। সে হক বা সত্য নিয়ে এতটাই সংশয়গ্রস্ত ও সত্য হতে এত

---

৮৯. তাফসিরে আবদুর রাজ্জাক আস-সুনআনি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫২।

৯০. আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২১৯।

দূরে সরে যাবে যে, সে বিশ্বাসী মুমিনও হতে পারবে না, আবার অবিশ্বাসী কাফেরও হবে না।

নিজেকে পরিপূর্ণরূপে শরিয়তের সোপর্দ করে দেওয়া এবং স্ব-বুদ্ধি ও জ্ঞানকে দ্বীনি বুঝের বিপরীত না করে সেই দ্বীনি ফাহম বা বুঝ অনুযায়ী চালালে দ্বীন ও ঈমানের ওপর অবিচল থাকা সম্ভব। অন্যথায় পড়ে যেতে হবে চরম সংশয় ও অস্থিরতার মধ্যে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আপনাকে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালাকারী বানিয়ে নেয় এবং আপনি যা ফয়সালা করেছেন তাতে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না থাকে। আর (পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ না করে।[৯১]

আকিদা-৩৭ :

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اِعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرَّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التنزيه، فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

জান্নাতবাসীদের আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের আকিদা সম্পর্কে এমন ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে দর্শনকে কল্পনা মনে করে বা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা এর অপব্যাখ্যা করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার দর্শনকে নিজের মতো ব্যাখ্যা প্রদান এবং তাঁর গুণাবলির সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের অনুমানপ্রসূত ব্যাখ্যাদান মোটেও শুদ্ধ নয়। এ জন্য এমন ব্যক্তির ঈমানও শুদ্ধ নয়। হ্যাঁ, যদি সে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা ও কল্পনাপ্রসূত বিশ্লেষণ পরিহার করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে। আর এর ওপরই রাসুলগণের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলিকে

৯১. সুরা নিসা : ৬৫।

অস্বীকার করা এবং তুলনা করা হতে বাঁচতে পারে না, সে সিরাতে মুসতাকিম হতে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আল্লাহর তানযিহ বা পবিত্রতা যথাযথ বর্ণনা করতে পারেনি। কেননা, মহামহিম আল্লাহ ওয়াহদানিয়াত বা এককের গুণে গুণান্বিত এবং অদ্বিতীয়ের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যময়। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে এক এবং একক আর গুণাবলিতে অদ্বিতীয় তুলনাহীন। আল্লাহর গুণাবলি সৃষ্টির কোনো গুণের মতো নয়।

ঈমানওয়ালারা জান্নাতে আল্লাহর দিদার বা দর্শন লাভ করবে—এই আকিদা-বিশ্বাস তখনই সঠিক ও শুদ্ধ বলা হবে, যখন ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে এই বিশ্বাস ধারণ করবে। কেননা, এসব বিষয়ে যে ব্যক্তি স্বীয় অনুমান ও ধারণার বশবর্তী ব্যাখ্যা করবে, সে পথভ্রষ্ট। কেননা, আল্লাহর দর্শনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহর তানযিহ

আকিদা-৩৮ :

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لاَ تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ.

মহান আল্লাহ তাআলা সকল সীমানা, প্রান্ত, সমাপ্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র। ষষ্ঠ দিক যেভাবে সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে, অনুরূপ আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

দেহের সীমাকে বলা হয় সাতাহ। আর সাতাহর শেষকে বলা হয় খত। আর খতের সমাপ্তিকে বলা হয় নুকতাহ। এগুলো দেহের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। আর আল্লাহ দেহ থেকে পবিত্র। এ জন্য সীমা, প্রান্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শেষ বা সমাপ্তি—এ সবকিছু থেকে আল্লাহ পবিত্র।

মেরাজ সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৩৯ :

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى ﴿مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم: ١١) فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى.

মেরাজ সর্বৈব সত্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে সশরীরে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অতঃপর জাগ্রত অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ যদ্দুর চেয়েছেন তাঁর প্রিয় মানুষকে নিয়ে গেছেন। সেখানে যেমন ইচ্ছা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং যা ওহি হিসেবে দান করার তা দান করেছেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হচ্ছে : (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) অর্থাৎ, যা কিছু তিনি দেখেছেন তা অন্তর অস্বীকার করেনি। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জাহানে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

নবীজির জীবনে মেরাজের ঘটনা তাঁর জন্য একই সঙ্গে সম্মান এবং মুজিজার বিষয়। সম্মান এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআলার পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তা হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আবু জেহেল সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। এরপরও এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট মানুষটার বেয়াদবি ও নির্যাতন সহ্য করেছেন আল্লাহর জন্য। এই আত্মত্যাগ, সবর ও ধৈর্যের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশ—যার ওপরে আর কিছুই নেই, সেখান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সম্মানের সুউচ্চ আসন দান করেছেন।

মেরাজ আল্লাহর রাসুলের একটি মুজিজা। কারণ, এটা এমন এক উদাহরণ যা অন্য কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না কখনো। মেরাজের সফর হয়েছে নবুয়তের ১১ তম বছরে। অধিকাংশের মতে তারিখ ছিল ২৭ রজব। মেরাজের এই সফর দু-অংশে বিভক্ত :

১. মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর। এটাকে বলা হয়, ইসরা।

২. বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মালায়ে আলা তথা আসমানের সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ। এটাকে বলা হয় মেরাজ। এই দুই অংশের প্রথম অংশের আলোচনা আছে সুরা ইসরার প্রথম আয়াতে। আর দ্বিতীয় অংশের আলোচনা রয়েছে মুতাওয়াতির হাদিসসমূহে। হযরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত গিয়েছেন বোরাকে আরোহণ করে আর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বাকাশের সফর হয়েছে 'সিঁড়ি'র মাধ্যমে।

মেরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানি রাযি.-এর গৃহে বিশ্রাম করছিলেন। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা এসে তাঁকে তুলে মসজিদে হারামে নিয়ে যান। সেখানে গিয়েও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় জিবরিল আমিন আ. রাসুলকে জাগ্রত করে জমজম কূপের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি রাসুলের বুক চিরলেন এবং সেখান থেকে কলব বের করলেন। অতঃপর রাসুলের কলবকে জমজমের পবিত্র পানি দিয়ে ধৌত করলেন। তখন ঈমান ও হেকমতে পূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনা হলো। সেই ঈমান ও হেকমত দিয়ে রাসুলের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। অতঃপর বুক সেলাই করে দেওয়া হলো। এরপর বোরাক এনে তাতে আল্লাহর প্রিয়তম রাসুলকে আরোহণ করানো হলো। বোরাক চলতে শুরু করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পৌঁছলেন। এইটুকু সফরে তিনি মদিনা তাইয়েবা, মাদইয়ান, সিনা পর্বত, তুর পাহাড়, বাইতু লাহামে অবতরণ করেন এবং জিবরিল আমিন আ.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেসব স্থানে দু-রাকাত করে নামাজ আদায় করলেন।

ইহজাগতিক সেই সফরে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল। *সহিহ মুসলিমে* হযরত আনাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে আমি মুসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। দেখলাম তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। সেই রাস্তাতেই আমি একদল লোককে দেখলাম। যাদের হাতে রয়েছে তামার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বুক চিরে ফেলছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরিল আমিন আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? হযরত জিবরিল আমিন আ. বললেন, এরা হলো গিবতকারী। আরেকজনকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতরাচ্ছে আর তীরের নিকটবর্তী হলে তার মুখের মধ্যে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, (ফলে সে পুনরায় দূরে সরে যাচ্ছে)। জিজ্ঞেস করলে হযরত জিবরিল আ. বললেন, এরা ছিল দুনিয়ার সুদখোর। মোদ্দাকথা, মেরাজ রজনিতে অনেক অলৌকিক বিষয় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘটেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দু-রাকাত নামাজ পড়লেন। পূর্ব হতেই সকল নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলেন। একজন মুআজ্জিন হয়ে আজান-ইকামত দিলেন। প্রশ্ন দেখা দিলো ইমামতি নিয়ে। কে ইমামতি করবেন? হযরত জিবরিল আ. জনাবে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। সকল নবী রাসুলে আরাবির ইকতিদা করে নামাজ আদায় করলেন। আর নবীগণের এই নামাজ ছিল সশরীরে।

এরপর হযরত জিবরিল আ. নবীজিকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করতে লাগলেন। সেখানেও অনেক নবীর সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হলো। প্রথম আসমানে হযরত আদম আ., দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা আ., তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আ., চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস আ., পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আ., ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা আ. এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা হলো, সপ্তম আসমানেরও ঊর্ধ্বে একটি বড়ই গাছ। জমিন থেকে যত জিনিস ওপরে যায়, সব সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে থেমে যায়। অতঃপর সেখান থেকে ওপরের দিকে উঠে যায়। আর মালায়ে আলা থেকে যেসকল বস্তু নেমে আসে, সব সিদরাতুল মুনতাহায় এসে স্থির হয়। অতঃপর সেখান থেকে দুনিয়ার দিকে আসে। আল্লাহর প্রিয়তম রাসুলকে মালায়ে আলার দিকে উঠিয়ে নেওয়া হলো। সেখানে তিনি মহান রব্বুল আলামিনের বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য সব নিদর্শন ও নুর দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন অসংখ্য ফেরেশতা ও স্বর্ণের পত্র-পল্লব, যেগুলো সিদরাতুল মুনতাহা ঘিরে রেখেছে। এরপর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানো হয়। অতঃপর তিনি

পৌঁছেন মাকামে ছারিফুল আকলাম নামক স্থানে। আল্লাহর হুকুমনামা লেখার আওয়াজ যেখান থেকে পাওয়া যায়, তাকে মাকামে ছারিফুল আকলাম বলা হয়। সেখানে সম্মানিত ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশাবলি লেখেন এবং লওহে মাহফুজ থেকে সকল হুকুম-আহকাম নকল করেন।

মাকামে ছারিফুল আকলাম থেকে অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা অতিক্রম করে মহান রবের সন্নিকটে পৌঁছে যান। তাঁদের উভয়ের মাঝে সকল দূরত্ব ঘুঁচে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আল্লাহর দিদার নসিব করেন। আল্লাহর সাথে কোনো মাধ্যম ছাড়াই তিনি কথা বলেন। এই জিয়ারত বা দর্শন ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বচক্ষে। এখানে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বিশেষ তিনটি বিষয় হাদিয়া প্রদান করেন :

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ২. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত। ৩. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে ইন্তেকাল করবে তাকে কাফের-মুশরিকদের মতো অনন্তকাল জাহান্নামে রাখবেন না; বরং মহান আল্লাহ তাকে স্বীয় দয়া-অনুগ্রহে শাস্তি না দিয়ে বা ইনসাফ অনুযায়ী শাস্তি দিয়ে চিরকালের জন্য ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

এ সবকিছুর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান থেকে ফিরে এলেন। এসে সবার পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন। সেখান থেকে বোরাকে আরোহণ করে প্রভাত হবার পূর্বেই মক্কায় পৌঁছে যান। সকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এসব ঘটনা কুরাইশদের সামনে প্রকাশ করলেন, তখন লোকজন বিস্মিত হয়ে রাসুলকে বিভিন্ন বাজে কথা বলতে লাগল। তালি বাজিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে থাকল। কেউ কেউ রাসুলকে পাগল বলতে লাগল। যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে কখনো গিয়েছে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, বলো বাইতুল মুকাদ্দাস কেমন। এমন সময় আল্লাহ তাআলা নবীজি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে যত পর্দা ও অন্তরায় ছিল সব সরিয়ে দিলেন। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব বর্বর প্রশ্নকারীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন।

হাউজ ও কাউসার-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৪০ :

وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لأُمَّتِهِ حَقٌّ.

আর যে হাউজ দ্বারা আল্লাহ তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এবং তিনি যা দ্বারা আপন উম্মতের পিপাসা নিবারণ করবেন, তা সত্য ।

এই হাউজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাউজে কাউসার। 'কাউসার' জান্নাতের একটি নহর। সেই নহর থেকে দুটি নালা বের হয়ে একটি হাউজে এসে জমা হয়েছে। যে হাউজের দৈর্ঘ এক মাসের দূরত্বের সমান। এই হাউজের পানি দুধের চেয়েও সাদা আর মধুর চেয়েও সুমিষ্ট। হাউজে কাউসারের পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মতো অগণিত অসংখ্য।

হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু জর রাযি. বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হাউজের পাত্রগুলো কেমন? তিনি বললেন, যে সত্তার হাতে আমার জান তার (হাউজে কাউসারের) পাত্রসমূহের সংখ্যা রাতের অসংখ্য তারকারাজির চেয়েও বেশি আর সেই তারকারাজিও এমন আঁধার রাতের আকাশে, যে আকাশ মেঘহীন স্বচ্ছ। যে ব্যক্তি উক্ত হাউজ হতে পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউজে জান্নাত হতে দুটি প্রস্রবণের পানি এসে মিলিত হয়েছে। উক্ত হাউজের প্রস্থ তার দৈর্ঘের সমান। অর্থাৎ ওমান হতে আয়লা পর্যন্ত যত দূরত্ব হাউজে কাউসারের দৈর্ঘ তার চেয়েও বেশি। আর তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি।[৯২]

৯২. সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫১।

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ. فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হাউজে কাউসারের নিকট তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। কিছু ব্যক্তি আমার সামনে আসবে। তখন তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার রব! তারা আমার উম্মত! তখন বলা হবে, আপনি জানেন না যে, আপনার পর এরা দ্বীন ইসলামে কত নতুন বিষয় সংযোজন করেছিল।[৯৩]

এ জন্য মানুষের উচিত সুন্নতের ওপর অবিচল থাকা এবং বিদআত পরিহার করা। যাতে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম রাসুলের মুবারক হস্তে হাউজে কাউসারের পানি পানের সৌভাগ্য নসিব হয়।

শাফাআত-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৪১ :

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ.

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে শাফাআতের অধিকার আল্লাহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন তা হক ও সত্য; যেমনটি হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে।

কেয়ামতের দিবসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত ধরনের সুপারিশের অধিকার পাবেন :

১. শাফাআতে কুবরা : এটা সকল মানুষের জন্য আম। অর্থাৎ সবাই এই সুপারিশ পাবে। এই শাফাআত হলো, যখন হিসাব-কিতাবের অপেক্ষার কারণে মানুষের অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং সকল মানুষ পেরেশান হয়ে ছুটতে থাকবে, তখন সবার আবেদনে রাসুল সাল্লাল্লাহু

৯৩. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৭৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ বান্দার হিসাব-কিতাব শুরু করবেন।

২. বিনা হিসাব-কিতাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ।

৩. কিছু কিছু জান্নাতির মর্যাদা-স্তর বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

৪. যাদের নেকি ও গুনাহ বরাবর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ।

৫. কবিরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ।

৬. যেসকল মুসলমানের জন্য জাহান্নামের ফয়সালা হয়েছে, তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ।

৭. যারা আজাব ও শাস্তির হকদার হয়ে গেছে, তাদের আজাব কিছুটা হালকা করে দেওয়ার সুপারিশ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও অন্যান্য নবীগণ, উলামা, শুহাদা, কুরআন, হাফেজে কুরআন, নাবালেগ শিশু, রোজাসহ কিছু আমলও সুপারিশ করতে পারবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ : الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

হযরত উসমান রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিবসে তিন শ্রেণির মানুষ সুপারিশ করবেন—নবীগণ, আলেমগণ ও শহিদগণ।[৯৪]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

হযরত আলি ইবনে আবু তালিব রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে; অতঃপর তার হালালকৃত বস্তুকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে এবং হারামকৃত বস্তুকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়; আল্লাহ এই কুরআনের দ্বারা

৯৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা : ৩৩০।

তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তাকে তার পরিবারের এমন দশ জন ব্যক্তির জন্য সুপারিশের সুযোগ দেবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।[৯৫]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الجَنَّةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ، قَالَتْ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তির দুটি শিশু শৈশবেই মারা গিয়েছে, আল্লাহ তাদের ওসিলায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, যদি কারও একটি শিশু মারা যায় তার কী হবে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নেক নারী! তাকে সেই একটি সন্তানই জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অতঃপর আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কারও যদি সন্তানই না হয় তার কী অবস্থা হবে? তখন হযরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার কোনো সন্তান হয়নি তার জন্য আমিই হারানো সন্তানের মতো। কেননা, আমার উম্মতের জন্য আমাকে হারানোর চেয়ে বড় মুসিবত আর কিছুই হতে পারে না।[৯৬]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য

---

৯৫. সুনানে তিরমিযি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৮।
৯৬. সুনানে তিরমিযী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৪।

সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিবসে পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আর কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি (অর্থাৎ সে রাত জেগে কুরআন পড়েছে) সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। ফলে উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।[৯৭]

'আলাসতু'-এর অঙ্গীকার-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৪২ :

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ الله تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِه حَقٌّ.

মহান আল্লাহ হযরত আদম আ. ও তাঁর বংশধর থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তা সত্য।

'আলাসতু'-এর অঙ্গীকার বলা হয় ওই অঙ্গীকারকে, যা আল্লাহ তাআলা রুহের জগতে হযরত আদম আ. এবং তাঁর সন্তানাদি থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী আদম সন্তানকে আদমের পিঠ থেকে ছোট ছোট পিঁপড়ার আকারে বের করেন। অতঃপর তাদের মাঝে রুহ দান করে তাদের থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মান্য করার স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। উক্ত স্বীকৃতি গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে হাদিসের ভাষ্যে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخَذَ الله الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا " قَالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ}.

আল্লাহ আরাফার ময়দানের 'নামান' নামক উপত্যকায় আদম আ.-এর পিঠ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের রুহকে একটি প্রশস্ত ময়দানে জমা করলেন। সেগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায়। অতঃপর তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার জন্য বলেন, আমি কি

৯৭. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৬২৬।

তোমাদের রব নই? সকল রুহ সমস্বরে বলল, 'বালা'—অবশ্যই। আল্লাহ বলেন, এই প্রতিশ্রুতি আমি এ জন্য গ্রহণ করেছি যেন কেয়ামতের দিন তারা বলতে না পারে যে, এ ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ ও গাফেল ছিলাম।[৯৮]

ইলমে ইলাহি-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৪৩ :

وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُ.

আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে জান্নাতে প্রবেশকারীর সংখ্যা এবং জাহান্নামে প্রবেশকারীর সংখ্যা সামগ্রিকভাবে জানেন। এ সংখ্যা বৃদ্ধিও পাবে না, কমবেও না।

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহর ইলমে রয়েছে কারা নিজেদের ইচ্ছাশক্তিতে নেক আমল করে জান্নাতে যাবে এবং কারা নিজেদের ইচ্ছাশক্তিতে পাপ করে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহর জ্ঞানে অনাদিকাল হতে জান্নাতি ও জাহান্নামিদের যে সংখ্যা আছে, তাতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না।

আকিদা-৪৪ :

وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى.

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা এ-ও জানেন যে, তারা ভবিষ্যতে কী করবে। যাকে যে কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছে। সকল আমলের প্রতিদান সমাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর ফয়সালা মোতাবেক সৌভাগ্যের অধিকারী। আর দুর্ভাগাও সে, যে আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী দুর্ভাগ্যের অধিকারী।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার অনাদি জ্ঞানে রয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে অমুক কাজ করবে। এ কারণে, মানুষের জন্য আল্লাহ সে কাজসমূহ সহজ করে

৯৮. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৭।

দিয়েছেন এবং সে কাজের উপায় ও পন্থা সহজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন যে, তারা জান্নাতে প্রবেশের আমল করবে, তাদের জন্য সেই নেক আমলের সকল পথ ও উপায় সহজ করে দিয়েছেন। অপরদিকে যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইলমে আছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করবে, তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করার অপকর্ম ও তার উপায়-উপকরণ সহজ করে দিয়েছেন। হযরত আলি রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

অর্থাৎ, তোমরা আমল করতে থাকো। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে সকল আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৯৯]

সফলতা ও ব্যর্থতার হিসেব হবে শেষ অবস্থার ভিত্তিতে। এ জন্য এমন হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি সারা জীবন নেক আমল করেছে, কিন্তু শেষ বয়সে এমন কোনো গুনাহ করে বসল, যে কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আবার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন হওয়া সম্ভব যে, সে সারা জীবন পাপকাজ করেছে। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাওবা করে এমন নেক আমল করেছে, যে কারণে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। এ জন্য বাহ্যিক আমল দেখে কারও ব্যাপারে সৌভাগ্যবান জান্নাতি বা হতভাগ্য জাহান্নামি বলে দেওয়া উচিত নয়। কেননা সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা হবে সে-ই, যে আল্লাহ ফয়সালা মোতাবেক ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা। মোদ্দাকথা, বান্দার জীবন-সমাপ্তি যদি নেক আমলের ওপর হয়, তাহলে সে জান্নাতি। পক্ষান্তরে জীবন-সমাপ্তি যদি বদ আমলের ওপর হয়, তাহলে সে জাহান্নামি। সুতরাং বাহ্যিক আমলের ওপর নয়; বান্দার সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা হওয়া আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল।

---

৯৯. সহিহ বুখারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৩৮।

তাকদির সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৪৫ :

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قال الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كانَ مِنَ الكافِرِينَ.

মাখলুকের জন্য তাকদিরের বিষয়টা এমন একটি রহস্য, যার জ্ঞান না কোনো ফেরেশতার আছে, না কোনো নবী-রাসুলের। তাকদির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, এর গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করা অপদস্থতা ও বঞ্চনার কারণ। এটা সীমালঙ্ঘন ব্যতীত কিছুই নয়। এ কারণে তাকদির নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করা এবং নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলা সম্পূর্ণ নিষেধ। সুতরাং এ ব্যাপারে গবেষণা-পর্যালোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কেননা, আল্লাহ তাআলা তাকদিরের জ্ঞান মাখলুক থেকে গোপন রেখেছেন এবং তার তত্ত্ব-তালাশ করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেছেন :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তারাই (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে।

এ জন্য যে ব্যক্তি এই প্রশ্ন করবে যে, আল্লাহ এমন কেন করলেন, সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম লঙ্ঘন করল। আর যে কুরআনের হুকুম মানল না, সে তো কাফের।

তাকদিরের ওপর পরিপূর্ণ একিন ও বিশ্বাস রাখা ব্যক্তি অন্তত চারটি ফায়দা লাভ করে :

এক. তার জন্য বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যায়।

দুই. সে সর্বদা জায়েজ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে। কখনো নাজায়েজ কাজ করে না। হারাম বস্তু গ্রহণ করে না। কেননা সে বিশ্বাস করে, আমার তাকদিরে

যা লেখা আছে তা আমার কাছে পৌঁছুবেই। তাহলে কেন আমি নাজায়েজ উপায় অবলম্বন করব বা হারাম বস্তু গ্রহণ করব!

তিন. এমন ব্যক্তি খোদাপ্রদত্ত দান ও নেয়ামত নিয়ে গর্ব করে না।

চার. এমন ব্যক্তি আসবাব-উপকরণ জমা করে বটে; কিন্তু এর ওপর ভরসা করে না; বরং সে সর্বদা ভরসা করে মুসাব্বিবুল আসবাব তথা মহান আল্লাহ তাআলার ওপরে।

আকিদা-৪৬ :

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ : عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبولِ العِلْمِ الموجودِ وتَرْكِ طَلَبِ العِلمِ المفقودِ.

তাকদিরের বিষয়ে এ হলো এমন কিছু কথা যা প্রত্যেক আলোকিত অন্তরের আল্লাহর ওলির জন্য জরুরি। এ হলো গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীদের স্তর। কারণ, ইলম দুই প্রকার :

এক. এমন ইলম যা সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান।

দুই. এমন ইলম যা সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়; অর্থাৎ অদৃশ্য ও গোপন।

প্রকাশ্য ইলম অস্বীকার করা কুফর। অনুরূপ অদৃশ্য ইলমের দাবি করাও কুফর। আর ঈমান মজবুত হয় না যতক্ষণ না মানুষ দৃশ্যমান ইলমকে গ্রহণ করে এবং অদৃশ্যের ইলমের অন্বেষণকে ছেড়ে দেয়।

তাকদির যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহস্যাবৃত বিষয়, তাই আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর ওলিগণ এবং দ্বীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ তাকদির বিষয়ে তত্ত্ব-তালাশে লিপ্ত হয় না। আর তারা উক্ত রহস্য-জ্ঞান জানা ও প্রচার করার পেছনে পড়ে না; বরং দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাকদিরের ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা পরিত্যাগ করে তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষান্ত হয়ে যায়।

লওহ কলম সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৪৭ :

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ، لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

আমরা লওহ এবং কলমকে বিশ্বাস করি। আর সেই লওহে যা কিছু লিখিত রয়েছে সবকিছুকে বিশ্বাস করি। যদি সকল মাখলুক এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, আল্লাহ যা কিছু লওহে লিখে দিয়েছেন তা হতে দেবে না, তাহলে কখনোই তারা সফল হতে পারবে না। তদ্রূপ সকল সৃষ্টি যদি একজোট হয়ে এমন কিছু অস্তিত্বে আনতে চায় যা আল্লাহ লিখে দেননি, তাহলে তাদের পক্ষে সে বস্তুকে অস্তিত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে, সব লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। মানুষ যা পাবার তা তাকে অতিক্রম করে যাবে না, আর যা না পাবার তা কখনোই সে পাবে না।

কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তা লওহে লিখে কলমকে শুষ্ক করে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিকুলের সকল সদস্য একত্রিত হয়েও যদি লওহে লিখিত কোনো বিষয়ের বিরোধিতা করে, তাহলে তারা সফলকাম হবে না। কেননা, যতক্ষণ কলমে কালি আছে, ততক্ষণ সেই কলম দ্বারা লিখিত বিষয়কে পরিবর্তন পরিমার্জন করা সম্ভব। কিন্তু যখন কালি শুকিয়ে কলম শুষ্ক হয়ে যায়, তখন সেই কলম দ্বারা কোনো পরিবর্তন করা অসম্ভব। এ জন্য বান্দার তাকদিরে যা কিছু লেখা হয়েছে, সে অবশ্যই তা পাবে।

আকিদা-৪৮ :

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ وَقَالَ

تَعَالَى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ للهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَرَ للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

বান্দাকে দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার যে মাখলুকই অস্তিত্ব লাভ করছে, তা পূর্ব হতেই আল্লাহর ইলমে রয়েছে। মহান আল্লাহ সেই ইলমকে এমন সুদৃঢ় ও অকাট্য (তাকদিরে মুবরাম) করে দিয়েছেন, আসমান-জমিনের কোনো মাখলুক তা ধ্বংস করতে পারবে না এবং স্থগিতও করতে পারবে না। তা নিঃশেষ করতে পারবে না বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরে কোনো মাখলুক না বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে, আর না হ্রাস করতে পারবে। এই আকিদা-বিশ্বাস ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফতের মূল এবং তাওহিদ ও রুবুবিয়াতের স্বীকৃতির জন্য আবশ্যক। যেমনভাবে আল্লাহ স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেছেন :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. 'তিনি (আল্লাহ) প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি।'[১০০]

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. 'আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত ও অবধারিত।'[১০১]

সুতরাং সেই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত যে তাকদিরের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং তাকদিরের সূক্ষ্মতা বোঝার জন্য ও তত্ত্ব-তালাশে নিজের অসুস্থ অন্তর ও ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাকে ব্যবহার করে। কেননা এভাবে সে নিজের কল্পনা ও ভ্রান্ত চিন্তা দ্বারা অদৃশ্য জগতের একটি গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হলো এবং এ বিষয়ে (অর্থাৎ, তাকদির সম্পর্কে) অসংগত ও ভিত্তিহীন কথা বলে সে নিজেকে মিথ্যুক ও পাপী বানাল।

যখন এ বিষয়টা জানা গেল যে, ভবিষ্যতের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে লিখে দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ীই সব ঘটবে, তো মানুষের এ বিষয়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, এ দুনিয়ায় যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করছে তা পূর্ব হতেই আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। আর যা কিছু আল্লাহ তাঁর পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী তাকদির হিসেবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা আল্লাহ

---

১০০. সুরা ফুরকান : ২।
১০১. সুরা আহযাব : ৩৮।

তাআলার অটল অকাট্য সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন হবে না। এ কারণে কোনো সৃষ্টিই তাতে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

আরশ এবং কুরসি

আকিদা-৪৯ :

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ.

আরশ এবং কুরসি সত্য।

আমরা আরশ এবং কুরসির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু এসবের বাস্তবতা আমাদের জানা নেই। আমরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করি : ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. 'তিনি মহা আরশের অধিপতি।'[১০২]

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

সেদিন (কেয়ামত দিবসে) আটজন ফেরেশতা আপনার রবের আরশ বহন করে আনবেন।[১০৩]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

তাঁর আরশ আসমানসমূহ ও জমিনময় ব্যাপ্ত।[১০৪]

আকিদা-৫০ :

وهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ العرشِ ومَا دُونَه.

তিনি (আল্লাহ) আরশ এবং আরশ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু হতে অমুখাপেক্ষী।

দেহের থাকার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয়। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু দেহ এবং দেহের অঙ্গসমূহ হতে পবিত্র, এ জন্য তিনি কোনো স্থানের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং আরশ এবং আরশভিন্ন অন্যান্য সবকিছু হতে তিনি অমুখাপেক্ষী। কুরআন কারিমে (ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) অর্থাৎ, তিনি আরশে ইসতিওয়া করেছেন—এর অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহর অবস্থানের জন্য আরশের প্রয়োজন

---

১০২. সুরা বুরুজ : ১৫।
১০৩. সুরা হাক্কাহ : ১৭।
১০৪. সুরা বাকারা : ২৫৫।

রয়েছে বা আরশ আল্লাহর স্থান বা অবস্থানস্থল; বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ আরশের ওপর গালেব।

আকিদা-৫১ :

مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وفَوْقَهُ، وقَدْ أعْجَزَ عَنِ الإحَاطَةِ خَلْقَهُ.

আল্লাহ তাআলা সকল বস্তু এবং বস্তুর ওপর যা কিছু রয়েছে—সবকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি মাখলুককে তাকে বেষ্টন করা হতে অক্ষম করে দিয়েছেন।

এখানে ইমাম তহাবি রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো সত্তাগত বেষ্টন, সত্তাগত নৈকট্য এবং সত্তাগত সম্পৃক্ততাকে সাব্যস্ত করা। বাক্যস্থ 'محيط' শব্দটি 'مستغن' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর উভয়টি 'هو' মুবতাদার (উদ্দেশ্যের) খবর (বিধেয়) হওয়ায় 'هو'-এর সাথে সংযুক্ত। আর 'هو' মানে আল্লাহর সত্তা। সুতরাং যেমনভাবে আল্লাহ আরশ ও অনারশ হতে অমুখাপেক্ষী, অদ্রূপ তাঁর সত্তা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. 'আল্লাহ সবকিছু বেষ্টন করে আছেন'।[১০৫]

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. 'জেনে রাখো, নিশ্চয় তিনি সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছেন।'[১০৬]

যেহেতু আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক যে, একটি অপরটি হতে পৃথক হওয়া সম্ভব নয়, এ জন্য সত্তা ও গুণাবলির মাঝে 'মাইয়্যাত' তথা অবিচ্ছেদ্যতা বিদ্যমান। তাই তিনি সত্তাগতভাবে সবকিছুর সাথে আছেন, সবকিছুই বেষ্টন করে রেখেছেন এবং সত্তাগতভাবে সবকিছুর নিকটবর্তী। একই সাথে তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ার বিবেচনায়ও সবকিছুর সাথে, সবার নিকটে এবং সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী।

স্মর্তব্য, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য, সম্পৃক্ততা ও পরিবেষ্টনের গুণ ধরন ও প্রকৃতিহীন। তাই এই আকিদা পোষণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি নৈকট্য, সম্পৃক্ততা ও পরিবেষ্টনের জন্য ধরন ও প্রকৃতি সাব্যস্ত করা হয়, এক মাখলুকের দেহ অন্য মাখলুকের দেহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মতো আল্লাহর সম্পৃক্ততার ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে সেটি হবে মুজাসসিমা বা দেহবাদীদের আকিদা; যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

১০৫. সুরা নিসা : ১২৬।
১০৬. সুরা ফুসসিলা : ৫৪।

দেহবাদ এবং ধরন-প্রকৃতিগত নৈকট্য ও সম্পৃক্ততার আকিদা পোষণ করে না। ধরন ও প্রকৃতিহীন সত্তাগত নৈকট্য, সত্তাগত সম্পৃক্ততা এবং সত্তাগত পরিবেষ্টনই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস।

'আল্লাহর সম্পৃক্ততা, নৈকট্য ও পরিবেষ্টন' সত্তাগত হওয়ার বিষয়ে নিম্নোক্ত উলামায়ে উম্মতের ভাষ্য লক্ষণীয় :

১. আল্লামা আলি ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহিম আল-হিন্দি রহ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ} لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بَالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بَلْ بِالذَّاتِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاطٍ وَلَا حُلُوْلٍ وَلَااِتِّحَادٍ.

অর্থাৎ, (আর আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী।) আল্লাহ তাআলার এই নৈকট্য স্থান, কাল এবং শ্রেণি-ধরনের বিবেচনায় নয়, বরং সত্তার বিবেচনায়। তবে এ ক্ষেত্রে একাত্মতা, এক দেহ বা একাকার হওয়ার বিশ্বাসের কোনো সুযোগ নেই।[১০৭]

২. আল্লামা নাসিরুদ্দিন আবু সাইদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর সিরাজি আল-বায়যাবি রহ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

تَجُوْزُ بِقُرْبِ الذَّاتِ لِقُرْبِ الْعِلْمِ لِأَنَّه مُوْجِبُه.

অর্থাৎ, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানগত নৈকট্য দ্বারা সত্তাগত নৈকট্য ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা, জ্ঞানগত নৈকট্য আর সত্তাগত নৈকট্যের মাঝে একরকম গভীর সম্পর্ক রয়েছে।[১০৮]

৩. আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহদি আলফাসি রহ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ} بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَةِ.

অর্থাৎ, (তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন) সত্তাগত জ্ঞান, সত্তাগত ক্ষমতা এবং সত্তাগত বেষ্টনের মাধ্যমে (তিনি তোমাদের সাথে আছেন।)[১০৯]

আল্লামা আলফাসি রহ. আরও লেখেন :

---

১০৭. তাফসিরে তাবসিরুর রহমান : ২/২৯৩।
১০৮. তাফসিরে বায়যাবি : ২/৪২২।
১০৯. আল-বাহরুল মাদিদ : ৭/৩০৯।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ؛ إِذِ الصِّفَةُ لَا تُفَارِقُ الْمَوْصُوْفَ فَإِذَا كَانَتِ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ لَزِمَ أَنْ تَكُوْنَ بِالذَّاتِ ، فَافْهَمْ ، وَسَلِّمْ إِنْ لَمْ تَذُقْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদা ও বড়ত্ব উপযোগী পদ্ধতিতে তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো। কেননা, কোনো গুণ গুণান্বিত সত্তা থেকে কখনো আলাদা হয় না। তাই 'আল্লাহ সর্বদা বান্দার সঙ্গে আছেন'-এর অর্থ জ্ঞানগতভাবে সঙ্গে আছেন করা হলেও সত্তাগতভাবে সঙ্গে থাকার অর্থ অবধারিত। (কারণ, 'জ্ঞান' হলো গুণ, আর 'সত্তা' হলো গুণান্বিত। গুণ কখনো গুণান্বিত সত্তা হতে আলাদা হয় না।) স্পর্শকাতর বিষয়টি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। সুরুচি ও সুবিবেক না থাকলে আল্লাহ কাছে সোপর্দ করো।[১১০]

আল্লামা আল-ফাসি রহ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} أَيْ : أَنَا أَقْرَبُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ عُرُوْقِ قَلْبِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ ، وَالصِّفَاتُ لَا تُفَارِقُ الذَّاتَ ، فَالْقُرْبُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ، وَتَسْتَلْزِمُ الْقُرْبَ بِالذَّاتِ.

অর্থাৎ, (আর আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী।) অর্থাৎ, আমি (আল্লাহ) প্রত্যেকের ধমনি থেকেও নিকটে। কেননা, সব কাজ (যেমন, নৈকট্য) সত্তার বিশেষ গুণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। গুণ কখনো সত্তা থেকে আলাদা হয় না। উক্ত আয়াতে বর্ণিত নৈকট্য জ্ঞানগত ও ক্ষমতাগতভাবে নৈকট্য বোঝাচ্ছে। আর জ্ঞান ও ক্ষমতাগত নৈকট্যের জন্য সত্তাগত নৈকট্য অপরিহার্য।

৪. কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রহ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ আয়াতের ব্যাখায় লেখেন :

فَاللهُ مَعَهُمْ بِالْوَلَايَةِ وَالْفَضْلِ وَالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَمَعِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ لَا كَيْفَ لَهَا.

আল্লাহ তাদের সাথে আছেন কর্তৃত্ব, অনুগ্রহ ও সাহায্যের মাধ্যমে। তিনি বান্দার সাথে সত্তাগতভাবেই আছেন, তবে তা ধরন ও প্রকৃতিহীন।

---

১১০. আল-বাহরুল মাদিদ : ৭/৩১১।

৫. কুতুবুল ইরশাদ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. বলেন :
'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।' উক্ত আয়াতকে পুঁজি করে এ রকম বিভ্রান্তমূলক কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, 'দূর থেকে দূরতম হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকটবর্তী।' তদ্রূপ 'مَعَكُمْ তিনি তোমাদের সাথেই আছেন' আয়াতের উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় এ কথা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে, 'তিনি জ্ঞানগতভাবে বান্দার সাথে আছেন।' (বরং বিশুদ্ধ কথা হলো, তিনি সর্বতোভাবে সর্বত্র বিরাজমান। উক্ত ব্যাখ্যার যুক্তি হলো, আয়াতে বর্ণিত) 'هُوَ' তথা 'সে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সত্তা। আল্লাহর জ্ঞান যেখানে বিরাজমান সেখানে আল্লাহর সত্তাও বিরাজমান। সুতরাং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৃত্রিম বানোয়াট কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তাআলা ওপর-নিচ থেকে পবিত্র। তিনি ওপর-নিচসহ সর্বত্র বিদ্যমান। বান্দার রুহ ও কলব ওপরে ওঠে—বিষয়টি সত্য; তবে তা এ জন্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপরে আছেন। এমনটি কখনোই নয়। আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় আছেন, প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে আছেন। তাই তিনি উর্ধ্বে থাকেন—এরূপ ধারণা করো না।[১১১]

৬. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন :

> وَلَوْ أُرِيْدَ بِهَا اَلْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَةِ فَلَا مَحْذُوْرَ فِي الْقَوْلِ بِهَا وَالْاِمْتِنَاعِ فِي اجْتِمَاعِهَا بِالْاِسْتِوَاءِ؛ لِأَنَّ الذَّاتَ لَيْسَتْ بِمُتَنَاهِيَةٍ وَالْمَعِيَّةُ لَيْسَتْ بِمُتَكَيِّفَةٍ.
>
> معيت তথা বান্দার সাথে আল্লাহর সত্তাগত অবিচ্ছেদ্যতা দ্বারা যদি ধরন-প্রকৃতিহীন অবিচ্ছেদ্যতা বলা হয়, তাহলে বান্দার সাথে আল্লাহর সত্তাগত অবিচ্ছেদ্যতা সাব্যস্ত করতে কোনো অসুবিধা নেই। তদ্রূপ আরশে সমাহীন হওয়া এবং বান্দার সাথে আল্লাহর সত্তাগত অবিচ্ছেদ্যতার মাঝে অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, আল্লাহর সত্তা হলো অসীম এবং অবিচ্ছেদ্যতা হলো ধরন-প্রকৃতিহীন।[১১২]

হযরত থানবি রহ. وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন : 'উক্ত আয়াতটি সুফি-সাধকদের পক্ষে দলিল। তারা বলেন, আল্লাহ শুধু জ্ঞানগতভাবে বান্দাকে বেষ্টন করে আছেন এমন নয়; বরং আল্লাহ ধরন-প্রকৃতি

---

১১১. মাকাবিতে রাশিদ, পৃষ্ঠা : ৪২।
১১২. বাওয়াদিরুন নাওয়াদের, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১।

ও কোনো রকম যোগ-সংযুক্তি ছাড়াই সত্তাগতভাবে মাখলুককে বেষ্টন করে আছেন।'[১১৩]

৭. হযরত মাওলানা আব্দুল হক হক্কানি রহ. (দারুল উলুম হক্কানিয়া, আকুড়া খাটাক, পেশাওয়ার, পাকিস্তান এর প্রতিষ্ঠাতা) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন :

'একই সাথে আল্লাহর জন্য জ্ঞানগত অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা ও সত্তাগত অবিচ্ছেদ্য সম্পৃকতার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা জ্ঞানগত সম্পৃক্ততার দ্বারা সত্তাগত সম্পৃক্ততা সাব্যস্ত হয়।'[১১৪]

৮. হযরত মুফতি মুহাম্মাদ ফরিদ রহ. (দারুল উলুম হক্কানিয়া, আকুড়া খাটাক, পেশাওয়ার, পাকিস্তান) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন :

'আল্লাহ তাআলার শান-মান উপযোগী জ্ঞানগত অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা ও সত্তাগত অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।'[১১৫]

৯. ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদার রহ. বলেন : 'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।' এমন নয় যে, আল্লাহ আরশে আছেন, বান্দার সাথে নেই। তিনি তাঁর শান-মান অনুযায়ী সবার সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞানগতভাবে, ক্ষমতাগতভাবে এবং সত্তাগতভাবে।'[১১৬]

১০. মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা সুফি আব্দুল হামিদ সুওয়াতি রহ. বলেন : 'আল্লাহ তাআলা সত্তা ও অস্তিত্বগতভাবেও নিকটবর্তী, জ্ঞান ও ক্ষমতাগতভাবেও তিনি নিকটবর্তী।'[১১৭]

প্রশ্ন : অনেক আলেম তো আল্লাহর ব্যাপারে গুণগতভাবে সম্পৃক্ততার মতাবলম্বী?

উত্তর : আল্লাহর জন্য গুণগতভাবে অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সত্তাগত অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা এমনিতেই প্রমাণিত হয়। কেননা সত্তা ও গুণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সত্তা থাকলে গুণ বিদ্যমান থাকবেই।[১১৮]

---

১১৩. তাফসিরে বয়ানুল কুরআন : ১/২২।

১১৪. ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া : ২/২৭০।

১১৫. ফতাওয়ায়ে ফরিদিয়া : ১/৩৯২।

১১৬. তাফসিরে যখিরাতুল জিনান : ৪/২৩৯।

১১৭. মাআলিমুল ইরফান ফি দুরুসিল কুরআন : ৩/২০০।

১১৮. তবে, ধরণ ও প্রকৃতিহীন অবিচ্ছেদ্যতা (المعية غير المتكيفة) সাব্যস্ত করার এই পদ্ধতি, যা অনেক আহলে হক সুফি গ্রহণ করেছেন, মোটেই নিরাপদ নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদের জন্য সন্দেহ ও সংশয় উদ্রেককারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে পথভ্রষ্টতার কারণ। তাই জুমহুর উলামায়ে কেরাম এই

নবী, ফেরেশতা ও আসমানি গ্রন্থ-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৫২ :

وَنَقُوْلُ إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا إِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا وَتَسْلِيْمًا.

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে, তাঁর বিধানাবলি মেনে নিয়ে ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে আমরা বলছি যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল নির্বাচন করেছেন এবং মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল বানানো এবং মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সরাসরি কথা বলার বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন : وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. 'আর আল্লাহ তাআলা ইবরাহিমকে খলিল বানিয়েছেন।'[১১৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. 'আর আল্লাহ তাআলা মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'[১২০]

ফায়েদা-১ :

এক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

পন্থা পরিত্যাগ করেছেন। তারা জ্ঞানগত ও গুণগতভাবে (المعية الوصفية) আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান স্বীকার করেছেন এবং ধরণ ও প্রকৃতিহীন সত্তাগত বিরাজমান (المعية الذاتية غير المتكيفة) বলা ত্যাগ করেছেন। এটাই নিরাপদ পদ্ধতি।-বিস্তারিত দেখুন : আল-আসিদাতুস সামাউইয়াহ, ১/৬০৪-৬০৬।

قال الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله في (امداد الفتاوى) : لما كان المتبادر عند العامة من المعية الذاتية هي المعية الجسمانية أنكرها العلماء وكفّر بعضهم القائلين بها. ولو أريد بها المعية غير المتكيفة فلا محظور في القول بها والامتناع في اجتماعها بالاستواء؛ لان الذات ليست بمتناهية والمعية ليست بمتكيفة. ولم يقدر على اعتقادها بلا كيفية. فالأسلم له ان يقول بالمعية الوصفية فقط. وبهذا التقرير خرج الجواب من كل سؤال، وارتفع كل اشكال، والحمد لله الكبير المتعال عن كل مقال وخيال.

১১৯. সুরা নিসা : ১২৫।

১২০. সুরা নিসা : ১৬৪।

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي.

যদি আমি কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম। তবে তিনি আমার ভাই এবং সাথি।[১২১]

মোল্লা আলি কারি রহ. এ বিষয়ে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন :

إِنَّ أَصْلَ التَّرْكِيبِ مِنَ الْخَلَّةِ بِالْفَتْحِ وَهِيَ الْحَاجَةُ، وَالْمَعْنَى لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ الْخَلْقِ خَلِيلًا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ وَأَعْتَمِدُ إِلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ (لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا)، وَلَكِنَّ الَّذِي أَلْجَأُ إِلَيْهِ وَأَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي جُمْلَةِ الْأُمُورِ وَمَجَامِعِ الْأَحْوَالِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِنَّمَا سُمِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلِيلًا مِنَ الْخَلَّةِ بِالْفَتْحِ، الَّتِي هِيَ الْخَصْلَةُ، فَإِنَّهُ تَخَلَّقَ بِخِلَالٍ حَسَنَةٍ اخْتَصَّتْ بِهِ أَوْ مِنَ التَّخَلُّلِ، فَإِنَّ الْحُبَّ تَخَلَّلَ شِغَافَ قَلْبِهِ.

অর্থাৎ, উক্ত হাদিসে 'خليل' খলিল শব্দটির উৎপত্তি হলো 'خَلَّة' খাল্লাতুন শব্দ হতে, যার অর্থ হলো—প্রয়োজন। সুতরাং হাদিসের মর্ম হলো, যদি আমি কাউকে এমন খলিল বানাতাম, যে আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করবে, সব সমস্যার সমাধান করবে, সব প্রয়োজন তার থেকেই পূরণ করব, তাহলে আমার দৃষ্টিতে আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো, সকল প্রয়োজন পূরণকারী ও সব সমস্যার সমাধানদাতা কেবল আল্লাহ তাআলা। তাই আল্লাহ তাআলা হলেন আমার খলিল ও বন্ধু। তবে হ্যাঁ, আবু বকরকে আমি সাথি ও বন্ধু মনে করি।

পক্ষান্তরে কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শানে ব্যবহৃত খলিল শব্দটির উৎপত্তি হলো 'خلة' খুল্লাতুন হতে। এর অর্থ হলো, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি। অর্থাৎ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল ইবরাহিম আ.-এর মাঝেই ছিল। কোনো কোনো ভাষাবিদের বক্তব্য হলো, শব্দটির উৎপত্তি হলো تَخَلُّل তাখাল্লুল শব্দমূল থেকে, যার অর্থ হলো—প্রবেশ করা। তখন আয়াতের মর্ম হবে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হৃদয়-গভীরে আল্লাহর প্রেম বসে গেছে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে খলিল বলেছেন।[১২২]

---

১২১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৮৩।

১২২. মিরকাত শরহে মিশকাত : ১১/১৬৪।

ফায়দা-২ :

'মুসা আলাইহিস সালাম হলেন কালিমুল্লাহ' কথাটির মর্ম হলো, যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলার ইচ্ছা হতো তখন তিনি তুর পর্বতে গমন করতেন। সেখানে মহান রবের সাথে সরাসরি কথোপকথন হতো।

আকিদা-৫৩ :

ونؤمنُ بالملائكةِ والنَّبيين والكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى المرْسَلينَ ونَشْهَدُ أَنَّهُم كانوا على الحَقِّ المبين.

আর আমরা ঈমান রাখি সকল ফেরেশতা এবং নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামের ওপর অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি। আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নবী-রাসুলগণ সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমরা ফেরেশতা, নবী-রাসুলগণ ও তাঁদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি, যেভাবে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস হলো, ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহর মাখলুক। আর মুশরিকরা বলে থাকে ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যাসন্তান—আমরা সম্পূর্ণরূপে তা অস্বীকার করি। সকল নবী-রাসুলের প্রতি আমাদের বিশ্বাস হলো তাঁরা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। কিন্তু ইহুদিরা উযায়ের আলাইহিস সালামকে আর খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে, যা সম্পূর্ণ অমূলক ও বিভ্রান্তিকর। আমাদের বিশ্বাস হলো, পূর্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থসমূহ আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত আসমানি গ্রন্থ। তবে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে আর একমাত্র কুরআন কারিমকে কেয়ামত পর্যন্ত আমলের দিক-নির্দেশক ও নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আহলে কিবলা-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৫৪ :

ونُسمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنا مُسْلِمينَ مؤمِنينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُعْتَرِفينَ، ولهُ بِكُلِّ ما قالَ وأَخْبَرَ مُصَدِّقِين.

আমরা আমাদের কিবলার অনুসারী ব্যক্তিদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ও মুমিন স্বীকৃতি দেবো, যতক্ষণ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনকে স্বীকৃতি দেবে এবং তিনি যা কিছু এনেছেন ও বলেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

'আহলে কিবলা' একটি শরয়ি পরিভাষা। 'আহলে কিবলা' হলো যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত সকল বিধান, তাঁর বাণী ও সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এখানে 'আহলে কিবলা' দ্বারা কখনোই তার শাব্দিক অর্থ তথা কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায়কারী উদ্দেশ্য নয়; বরং তার শরয়ি পরিভাষা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা নিষেধ

আকিদা-৫৫ :

ولا نَخُوضُ في اللهِ، ولا نُمارِي في دينِ اللهِ.

আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত হই না এবং আল্লাহর দ্বীন নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক করি না।

মানুষ তার সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তি দিয়ে মহান রবের সত্তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা নাজায়েজ। তদ্রূপ আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করাও জায়েজ নেই। তবে হ্যাঁ, দ্বীনের স্বার্থে ধর্মবিদ্বেষীর বিপক্ষে বাক-বিতণ্ডা করা প্রশংসনীয় ও দ্বীনের স্বার্থে তা অতীব জরুরি।

আকিদা-৫৬ :

ولا نُجَادِلُ فِي القرآنِ، ونَشْهدُ أَنَّهُ كَلَامُ ربِّ العالمينَ، نَزَلَ به الروحُ الأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سيِّدَ المرسلين مُحَمَّداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كَلَامُ الله تعالى لا يساويه شيءٌ مِنْ كلامِ المخلُوقِين، ولا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ.

আমরা কুরআনে কারিমের ব্যাপারে কোনো কলহ-বিবাদ করি না; বরং আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয়ই কুরআন রাব্বুল আলামিনের বাণী, যা নিয়ে রুহুল আমিন (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হয়েছেন। অতঃপর সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তা (কুরআন) হলো আল্লাহর বাণী, কোনো মাখলুকের কথা তার সমকক্ষ হতে পারে না। আল্লাহর কালামকে আমরা মাখলুক (সৃষ্ট বস্তু) বলি না। আর মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে যে মাসআলায় একমত হয়েছে, আমরা তার বিপরীতে চলি না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ ও নবীর মাঝে বার্তাবাহক। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বার্তাবাহক মাত্র।

কুরআন মাজিদ হলো আল্লাহ তাআলার কালাম ও আল্লাহর সিফাত বা গুণ। আল্লাহর সত্তা হলো চিরন্তন এবং তার সিফাতও চিরন্তন। তাই আল্লাহর কালাম হলো চিরন্তন; সৃষ্ট বা নশ্বর নয়।

সুতরাং যে কথা আল্লাহর গুণ তা অবিনশ্বর এবং শব্দ-বর্ণ দ্বারা গঠিত নয়। কেননা, যদি বলি, আল্লাহর কালাম শব্দ বা বর্ণ দিয়ে গঠিত, তাহলে শব্দ সৃষ্টির যে নিয়ম অর্থাৎ প্রথমে একটি বর্ণ তারপর আরেকটি বর্ণ—এভাবে যুক্ত করে করে একটি শব্দ তৈরি হয়, এই নীতি আল্লাহর কালামেও প্রয়োগ করতে হবে। আর এটি সৃষ্ট বা নশ্বর বস্তুর গুণ। সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল্লাহর কালাম শব্দ ও বর্ণ দিয়ে গঠিত হতে পারে না।

আল্লাহর কালামকে যখন আমরা সৃষ্টিজীব আদায় করি বা তেলাওয়াত করি, তখন আল্লাহর কালামকে উচ্চারণ করতে শব্দ ও বর্ণ ব্যবহার করতে হয়। আর এসব শব্দ-বাক্য হাদিস বা সৃষ্ট বস্তু। সুতরাং আমাদের উচ্চারিত শব্দ ও বর্ণ কালামুল্লাহ নয়; বরং কালামুল্লাহর দলিল।

মোটকথা, আল্লাহর সিফাতে কালাম হলো অনাদি-অনন্ত; পক্ষান্তরে মানুষের মুখে কালামুল্লাহর উচ্চারণ হলো হাদেস বা নশ্বর।

গুনাহ্ ও ঈমান-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৫৭ :

ولا نُكَفِّرُ أَحداً مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ.

কোনো গুনাহের কারণে আমরা আহলে কিবলাকে কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে কোনো গুনাহকে হালাল মনে করে।

বিশুদ্ধ আকিদায় বিশ্বাসী তবে কবিরা গুনাহে জড়িত (শুধু গুনাহে লিপ্ত, গুনাহকে হালাল মনে করে না) এমন ব্যক্তি মুসলিম। কিন্তু যদি কেউ গুনাহ করাকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

আকিদা-৫৮ :

وَلا نَقُولُ: لا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَه.

আমরা এ-ও বলি না যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহগারকে তার গুনাহ ক্ষতি করবে না।

গুনাহ্ করলে মুমিন ব্যক্তি ঈমানহারা হয় না, তবে গুনাহের কারণে ঈমান দুর্বল হয়, অন্তর কালিমাচ্ছন্ন হয়। গুনাহ্ করলে মুমিন ব্যক্তির হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর তাওবা করে নিজের কৃতকর্ম শোধরে নিলে অন্তরের কালো দাগটি মুছে যায়, পূর্বের মতো অন্তর আবার নুরে নুরান্বিত হয়। পক্ষান্তরে তাওবা না করলে, নিজেকে গুনাহমুক্ত না রেখে গুনাহে বুঁদ হয়ে থাকলে অন্তর পূর্ণরূপে কালিমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই মুমিন ব্যক্তির জন্য করণীয় হলো ঈমানের পাশাপাশি সর্বদা নেক আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সর্বদা তাওবা-ইস্তেগফার করতে থাকা।

ক্ষমার আশা ও শাস্তির শঙ্কা-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৫৯ :

نَرْجُو للمُحْسِنِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُم ويُدْخِلَهم الجَنَّة بِرَحْمَتِهِ، ولا نَأْمَنُ عَلَيْهِم، ولا نَشْهدُ لهم بالجَنَّة، ونَستَغْفرُ لِمُسِيئهِم، ونَخَافُ عَلَيْهِم، ولا نُقَنِّطُهُم.

সৎকর্মশীল মুমিনদের ব্যাপারে আমাদের আশা হলো যে, (আল্লাহ তাআলা) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তাদের ব্যাপারে আমরা আশঙ্কামুক্ত নই। আমরা এ সাক্ষ্যও দিই না যে, তারা নিশ্চিত জান্নাতি। গুনাহগার মুমিনদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাদের ব্যাপারে (জাহান্নামের) আশঙ্কা করি এবং তাদেরকে (আল্লাহর রহমত হতে) নিরাশ করি না।

নেক আমল করে আত্মতুষ্টিও প্রকাশ করা যাবে না আবার গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। মহাপরাক্রমশালী রবের শাস্তির ভয় এবং দয়ালু আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে তাঁরই সকাশে আঁচল মেলে ধরা উচিত।

আকিদা-৬০ :

والأَمْنُ والإِياسُ يَنْقُلاَنِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ، وَسَبِيلُ الحقِّ بَيْنَهُما لأَهلِ القِبْلَةِ .

আল্লাহর আজাব থেকে বে-খওফ অর্থাৎ নির্ভয় হয়ে যাওয়া এবং ক্ষমাপ্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া—এ উভয়টিই মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আহলে কিবলা তথা মুমিনের জন্য (আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং ক্ষমার আশা)-এর মাঝে অবস্থান করা হলো সত্য ও সঠিক পথ।

সঠিক পথের অনুসারীদের কর্তব্য হলো, আশা এবং ভয়—উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার আশাও করবে এবং তাঁর শাস্তিরও ভয় করবে। সুতরাং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাওয়া বা তাঁর পক্ষ হতে রহমত লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়া মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ঈমান ভঙ্গের কারণ

আকিদা-৬১ :

ولا يَخْرُجُ العبْدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ ما أَدْخَلَهُ فيه.

যেসব বিষয়ের স্বীকারোক্তি বান্দাকে ঈমানের গণ্ডিভুক্ত করেছে, সেগুলো অস্বীকার করলে বান্দা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

যেসব বিষয়ে ঈমান আনা ফরজ সেগুলোর কোনো একটি অস্বীকার করলে ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। গুনাহের কারণে বেঈমান হয় না।

ঈমানের হাকিকত ও স্তর-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৬২ :

وَالْإِيْمَانُ : هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ.

ঈমান হলো : মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা।

মূলত ঈমান হলো অন্তর দ্বারা স্বীকার ও সত্যায়ন করা। মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের মূল অংশ নয়; বরং তা ঈমানের আলামত। কারণ, আন্তরিক বিশ্বাস হলো সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয়, যা বোঝা যায় জবান দ্বারা স্বীকার করার মাধ্যমে। তাই কথা বলতে সক্ষম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জীবনে অন্তত একবার হলেও মুখে ঈমানের কালিমা উচ্চারণ করা আবশ্যক। অন্যথায় তাকে ঈমানদার বলা যাবে না। তদ্রূপ প্রয়োজনের সময় মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দিতে হবে।

মূলকথা হলো, অন্তর দ্বারা স্বীকৃতিই হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। জবান দ্বারা স্বীকৃতি ও নেক আমল মূল ভিত্তি নয়। কেননা কুরআন ও সুন্নাহয় বলা হয়েছে, ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে।

দলিল-১ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

আর তার অন্তর ঈমান দ্বারা মুতমাইন বা আশ্বস্ত।[১২২]

এখানে ঈমানের সাথে শুধু অন্তরের সন্তুষ্টির কথা আলোচনা হয়েছে, জবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হাড়ের কথা আলোচনা করা হয়নি।

---

১২২. সূরা নাহল : ১০৬।

দলিল-২ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ.

অথচ এখনো ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।[১২৩]

দলিল-৩ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ.

তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।[১২৪]

দলিল-৪ : হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাযি. একবার এক যুদ্ধে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসলেন। যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লা' বলেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসামাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, লোকটি কাফের ছিল। সে তরবারির ভয়ে কালিমা পড়েছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه حَتّٰى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟

অর্থাৎ, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ যে, সে তরবারির ভয়ে কালিমা পড়েছে না অন্য কোনো কারণে?[১২৫]

বাহ্যিক আমল মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় বটে; তবে তা ঈমানের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের কমবেশের কারণে মূল ঈমানে কোনো ঘাটতি বা বৃদ্ধি ঘটে না। তবে পরিপূর্ণ ঈমানের ক্ষেত্রে বাহ্যিক আমলের প্রভাব দৃশ্যমান হয়। এ জন্যই নেক আমলওয়ালা মুমিন আর গুনাহগার মুমিন মূল ঈমানের ক্ষেত্রে বরাবর। পার্থক্য হলো, নেক আমলওয়ালা মুমিন পূর্ণ ও সৎ মুমিন আর পাপী মুমিন অপূর্ণ তথা ফাসেক মুমিন।

আকিদা-৬৩ :

وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِنَ الشَّرْعِ والبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে যেসব বিধান ও বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তার সবই চিরসত্য।

---

১২৩. সুরা হুজুরাত : ১৪।
১২৪. সুরা মুজাদালা : ২২।
১২৫. সহিহ মুসলিম : ১/৬৭-৬৮।

অর্থাৎ, কুরআনে কারিমের পাশাপাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বাণীসমূহের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা অতীব জরুরি। সুতরাং কুরআন (অংশবিশেষ হলেও) অস্বীকার করা, কুরআনে বিকৃতি ঘটেছে এরূপ বিশ্বাস করা বা নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করা হলো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। তদ্রূপ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রেখে হাদিস অস্বীকার করাও চরম ভ্রষ্টতা।

আকিদা-৬৪ :

وَالإيمانُ وَاحِدٌ، وأهْلُهُ في أَصْلِهِ سَواءٌ، والتَّفَاضُلُ بَيْنَهُم بالخَشْيَةِ والتُّقَى، ومُخَالَفَةِ الهَوَى، ومُلازَمَةِ الأُولى.

ঈমান এক ও অভিন্ন। ঈমানদারগণ মূল ঈমানে সমান। তবে আল্লাহভীতি, তাকওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে মুমিনদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদার তারতম্য হয়।

ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস। মূল ঈমানের সাথে বাহ্যিক আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। বাহ্যিক আমল হলো পূর্ণ ঈমানের অংশ। নেকি বা গুনাহের কারণে মূল ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটে না, কম-বেশ হয় ঈমানের পূর্ণতায়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন তাকওয়ার উচ্চতায় আরোহণ করে, নফসের কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে দমন করে এবং উত্তম আমলে অভ্যস্ত হয়, তখন তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি যখন পাপ করতে থাকে, নফসের কুমন্ত্রণা ও খাহেশাত অনুযায়ী জীবন যাপন করে, অন্যায় ও অনাচারের পথে চলতে থাকে, তখন তার ঈমান তো থাকে বটে; তবে তা হয় দুর্বল ও অপূর্ণ। সে হয় ফাসেক পাপী।

আকিদা-৬৫ :

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُم أَولياءُ الرَّحْمن، وأَكْرَمُهُم عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُم وَأَتْبَعُهُم لِلقُرْآنِ.

সকল মুমিন হলেন রহমানের (আল্লাহ তাআলার) ওলি (বন্ধু)। তবে তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সে ব্যক্তিই বেশি প্রিয়, যে আল্লাহর সর্বাধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসারী।

বেলায়েত বা বন্ধুত্ব দুই প্রকার

এক. বেলায়েতে আম্মাহ (সাধারণ বন্ধুত্ব) : এই বেলায়েত বা বন্ধুত্ব সকল মুমিনই লাভ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।[১২৬]

দুই. বেলায়েতে খাচ্ছাহ (বিশেষ বন্ধুত্ব) : বিশেষ এই বেলায়েত বা বন্ধুত্ব কেবল মুত্তাকি বান্দারাই অর্জন করতে পারে। আল্লাহ বলেন :

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ.

মুত্তাকিগণই আল্লাহ তাআলার বন্ধু।[১২৭]

আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্যের মাপকাঠি হলো, যে যত বেশি শরিয়তের অনুগত হবে সে তত বেশি আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও নিকটতম হবে।

আকিদা-৬৬ :

والإيمانُ : هُو الإيمانُ باللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِه وَرُسُلِهِ، واليومِ الآخِرُ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ، وحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، مِنَ اللهِ تَعالَى.

ঈমান : ঈমান হলো আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, কেয়ামতের দিন এবং তাকদিরের ভালো-মন্দ সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে—এ বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস রাখা।

এখানে ঈমানের মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। সেগুলো হলো আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, কেয়ামত দিবস, ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর ঈমান।

ফায়েদা :

তাকদির বিষয়ে বলা হয়েছে 'ভালো-মন্দ, মিষ্ট-তিক্ত সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো, 'ভালো ও মিষ্ট তাকদির' বলা হয় যখন আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত বান্দার মনোবাঞ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে যায়। আর 'মন্দ ও তিক্ত তাকদির' বলা হয় যখন আল্লাহর সিদ্ধান্ত বান্দার আকাঙ্ক্ষা ও মনের ইচ্ছার বিপরীত হয়।

---

১২৬. সুরা বাকারা : ২৫৭

১২৭. সুরা আনফাল : ৩৪।

আকিদা-৬৭ :

ونَحْنُ مُؤْمِنُون بِذَلك كُلِّه، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه، ونُصَدِّقُهُم كُلَّهُم عَلَى مَا جَاءُوْا بِه.

আমরা উপরোল্লিখিত সব বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমরা রাসুলগণের মাঝে পার্থক্য করি না। তারা যে শরিয়াহ (আদেশ-নিষেধের বিধান) নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারে আমরা তাঁদের সকলকে সত্য বলে স্বীকার করি।

নবীগণের মাঝে ভেদাভেদ না করার মর্ম এই নয় যে, আমরা কিছু নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি আর কিছু নবীকে অস্বীকার করি; বরং আমরা সকল নবীর নবুয়ত তথা নবী হওয়াকে আমরা স্বীকার করি। হ্যাঁ, নবীগণের মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে কমবেশি আছে। অর্থাৎ কতিপয় নবীকে আল্লাহ অন্যান্য নবীর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। এ কারণে আমরা নবীগণের মর্যাদায় কমবেশি হওয়ার কথাও স্বীকার করি। আল্লাহ বলেন :

> تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ.
>
> এ সকল রাসুল, আমি তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কতিপয়কে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।[১২৮]

কবিরা গুনাহগার সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৬৮ :

وَأَهْلُ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النَّارِ لا يُخَلَّدُون، إِذَا مَاتُوا وهُمْ مُوَحِّدُونَ، وإِنْ لم يَكُونُوا تَائِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ . وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وحُكْمِهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْلِهِ، كما ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كتابِهِ : وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ . وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم فِي النَّارِ بعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجَهُم مِنهَا بِرَحْمَتِه وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِن أَهْلِ طَاعَتِه، ثُمَّ يَبْعَثُهُم إلى جَنَّتِه، وَذَلِكَ بِأن الله تعالى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلَهُم فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ، الذينَ خَابُوا مِنْ

১২৮. সুরা বাকারা : ২৫৩।

هِدَايَتِهِ، ولمْ يَنَالُوا مِنْ وِلاَيَتِهِ. اللَّهُمَّ يا وَلِيَّ الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنَا عَلَى الإِسْلامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِه.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ করবে তারা প্রথমে জাহান্নামে তো যাবে। তবে তাওহিদ ও ঈমানের ওপর মৃত্যু হবার কারণে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না, যদিও সে তাওবা না করে ইন্তেকাল করে। এমন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছার অধীন। তিনি চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যেমনটা আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন :

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ.

এ ছাড়া (শিরক ছাড়া অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আর তিনি চাইলে আপন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে পারেন। তারপর তিনি নিজ অনুগ্রহে অথবা তাঁর অনুগত বান্দার শাফায়াতের ওসিলায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের অভিভাবক ও বন্ধু। আর আল্লাহ তাঁর বন্ধু ও বান্দাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যা তাকে অস্বীকারকারী হেদায়েত হতে এবং তাঁর বন্ধুত্ব হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের সাথে করবেন। হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! আপনি আমাদেরকে ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ রাখুন, যেন আমরা ইসলামের ওপরই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।

কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তাওবা না করে ঈমানের হালতে মৃত্যুবরণ কওে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ-অনুকম্পায় ক্ষমা করতে পারেন; ইচ্ছা করলে ইনসাফের ভিত্তিতে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। গুনাহে কবিরায় লিপ্ত ব্যক্তিরা কাফেরদের মতো সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না।

ফায়েদা :

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে'—এ কথাটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য সকল উম্মতকে বাদ দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে বর্ণিত নীতি শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য বিশেষায়িত নয়; বরং সকল উম্মতের ক্ষেত্রে একই

সিদ্ধান্ত। উদাহরণস্বরূপ উম্মতে মুহাম্মাদি বলার হেকমত হলো, এই আকিদাগুলো উম্মতে মুহাম্মাদিকেই শেখানো হচ্ছে।

আকিদা-৬৯ :

وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির পেছনে নামাজ আদায় আমরা বৈধ মনে করি, যদিও সে নেককার হয় বা পাপী। অনুরূপ আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের জানাজা পড়া আমরা জায়েজ মনে করি, যদিও সে সৎকর্মশীল হয় বা বদকার।

যে ব্যক্তির আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ বিশুদ্ধ সে গুনাহগার হলেও তার পেছনে নামাজে ইকতিদা করা এবং সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজা আদায় করা বৈধ। আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ বিশুদ্ধ থাকবে হবে—এটা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ইমাম তাহাবি রহ. 'আহলে কিবলা' শর্ত যুক্ত করেছেন।

আকিদা-৭০ :

وَلَا نُنَزِّلُ أَحداً مِنْهُم جَنَّةً ولا ناراً، ولَا نَشْهَدُ عَلَيْهِم بِكُفْرٍ وَلا بشِرْكٍ وَلا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُم شَيْءٌ مِنْ ذَلك، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُم إلى الله تعالى.

আমরা আহলে কিবলার কাউকে (নিশ্চিতরূপে) জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করি না এবং কারও ব্যাপারে কুফর, শিরক বা নিফাকের সাক্ষ্যও দিই না, যতক্ষণ না এ ধরনের কোনো কিছু তাদের থেকে প্রকাশ পায়। আর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করি।

আমরা বাহ্যিক অবস্থার ব্যাপারে আদিষ্ট, কারও অন্তরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। তাই বাহ্যিকভাবে কুফর, শিরক বা নিফাক বোঝা যায় এমন কোনো বিষয় প্রকাশ না পেলে কাউকে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক বলি না। হ্যাঁ, যদি (আল্লাহ না করুন) এমন কোনো বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক বলতে হবে।

ফায়দা :

হাদিস শরিফে মুনাফিকের আলামত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قَالَ: آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলমত হলো তিনটি :
১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে;
৩. আমনত রাখা হলে খেয়ানত করে।[১২৯]

এ ধরনের হাদিসের মর্ম এমন নয় যে, উক্ত আলামতগুলো কারও মাঝে পরিলক্ষিত হলেই তাকে মুনাফিক বলতে হবে বা বলা যাবে। হাদিসগুলোর শিক্ষা হলো, নিজেকে নিয়ে ভাবা যে, আমার ভেতরে এই দোষ আছে কি-না? থাকলে দূর করার চেষ্টা করা। ভবিষ্যতেও যেন এ রকম মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা যায়, সে প্রচেষ্টা করা।

আকিদা-৭১ :

وَلا نَرَى السَّيْفَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلاَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কারও ওপর তরবারি ধারণ করা বৈধ মনে করি না, তবে যাদের ওপর তরবারি ধারণ করা অপরিহার্য, তারা ব্যতীত।

নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।[১৩০]

শরিয়ত তিন শ্রেণির মানুষকে হত্যা করা বৈধ করেছে : ১. বিবাহিত ব্যভিচারী; ২. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী; এবং ৩. মুরতাদ। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

১২৯. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩।
১৩০. সুরা মায়েদা : ৩২।

হযরত আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, তাকে তিনটি কারণ ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয় : ১. জানের বদলে জান; ২. বিবাহিত ব্যভিচারী; ৩. দ্বীন ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদ হয়ে যায়।[১৩১]

স্মর্তব্য, 'শরিআতসম্মত ওজরের কারণে হত্যা করা বৈধ'—কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে, মানুষ নিজ হাতে হত্যা করা শুরু করে দেবে। কথাটির ব্যাখ্যা হলো, আইন মেনে আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যার ব্যবস্থা করা হবে।

উলুল আমরের (মুসলিম শাসকের) আনুগত্য সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭২ :

وَلاَ نَرَى الخُرُوجَ عَلَى أَئِمتِنَا وَوُلاَةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلاَ نَدْعُو عَلَيْهِم، وَلاَ نَنْزَعُ يَداً مِنْ طَاعَتِهِم، وَنَرى طَاعَتَهُم مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضة، مَا لَمْ يَأْمُروا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُوا لَهُم بِالصَّلاحِ والمعَافَاةِ.

আমরা আমাদের ইমাম ও (শরিয়তসম্মত) শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না; যদিও তারা আমাদের ওপর জুলুম করে। তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করি না। তাদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই না। তাদের আনুগত্য করাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার অংশ মনে করি, যতক্ষণ না তারা গুনাহের ব্যাপারে আদেশ করেন। আর তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সংশোধন ও ক্ষমার দুআ করি।

দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে

এক. শাসক নিজে ফাসেক-পাপী, কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা করে শরিয়তের বিধান মোতাবেক, তাহলে তার কথা মেনে চলতে হবে।

দুই. শাসক ব্যক্তিজীবনে সৎ-নেককার, কিন্তু প্রজাদেরকে শরিয়তবিরুদ্ধ কাজের নির্দেশ প্রদান করে, শাসনকার্য পরিচালনায় শরিয়তের বিপরীত করে। তাহলে তার কথামতো চলা যাবে না। কেননা, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

---

১৩১. মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মুসাল্লি, হাদিস : ৫১৯৯।

স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।[১৩২]

অর্থাৎ, ফাসেক-পাপী শাসকের পাপকাজের আনুগত্য নয়; বরং তার সৎ আদেশের অনুসরণ করতে হবে।

'ভারসাম্যপূর্ণ পথ' সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭৩ :

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ والجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ والخِلَافَ والفُرْقَةَ.

আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও (সাহাবা রাযি.) এর জামাতের অনুসরণ করি; বিচ্ছিন্নতা, আহলে হকের সাথে মতবিরোধ এবং বিভেদ বর্জন করে চলি।

আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী। 'সুন্নত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। আর 'জামাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর জামাত।

ইমাম তহাবি রহ. এই আকিদার আলোচনায় তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন :

شذوذ **(বিচ্ছিন্নতা)** : 'শুযুয' বলা হয়, নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে উম্মাহর আহলে হকগণের ৯৯% একমত। সে ব্যাপারে আহলে হকের ১% দ্বিমত পোষণ করে। তাহলে ঐক্যবদ্ধ মত পোষণকারী ৯৯% লোক হলো সর্ববৃহৎ দল। পক্ষান্তরে ১% লোক হলো 'شاذ' বা বিচ্ছিন্ন মতাবলম্বী। আলাদা বা বিচ্ছিন্ন মতাবলম্বীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। কেননা এই অভিমতটিও আহলে হকের একাংশেরই অভিমত। তবে হ্যাঁ, সে অভিমতের অনুসরণ করা যাবে না। অনুসরণ করতে হবে সর্ববৃহৎ দলের অভিমতের। আমল করতে হবে তাদের অভিমত অনুযায়ী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلاَفًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ.
>
> আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে না। যখন তোমরা (কোনো ব্যাপারে) মতবিরোধ দেখবে, তখন বৃহৎ দলের অনুসরণ করবে।[১৩৩]

---

১৩২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩৪৪০৬।

১৩৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৯৫০।

خلاف (মতভেদ) : যখন কোনো মাসআলায় আহলে হকের শতভাগ ব্যক্তি ঐকমত্য পোষণ করেন, তখন তার বিপরীত কোনো অভিমত পোষণ করা হলো خلاف বা দ্বিমত।

فرقة (বিভেদ) : যদি পরস্পর মতাদর্শই ভিন্ন হয়, তখন তাকে বিভেদ বলে। যেমন, কোনো জামাত শুধু কুরআন মেনে চলে, আবার কোনো দল সাহাবাগণের আমল ছেড়ে দিয়ে শুধু কুরআন-হাদিস মানে, আবার কোনো দল সাহাবাগণের কর্মপন্থাসহ কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলে, তবে ফকিহগণকে পরিত্যাগ করে, তাহলে এটাই হলো বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা। যা অবশ্যই বর্জনীয়।

আকিদা-৭৪ :

وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ والأَمَانَةِ، وَنَبْغَضُ أَهْلَ الْجَوْرِ والْخِيَانَةِ.

আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারদের পছন্দ করি এবং অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করি।

খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা অনেক ব্যাপক। ইলম, অর্থ-সম্পদ, আকাইদ ও মাসাইল সর্বক্ষেত্রে খেয়ানতকারীকেই আমরা ঘৃণা করি। ইলমি খেয়ানত আমলি খেয়ানত থেকে বেশি ভয়ংকর। এ জন্য আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারদের ভালোবাসি আর ইলমি বা আমলি খেয়ানতকারীদের ঘৃণা করি এবং তাদের ভুল অবস্থানের জোড়ালো বিরোধিতা করে নিজেদের সম্পর্কচ্ছিন্নতার ঘোষণা প্রদান করি।

আকিদা-৭৫ :

وَنَقُولُ : اللهُ أَعْلَمُ، فِيما اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُه.

যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নিকট ধোঁয়াশাপূর্ণ, সে ব্যাপারে আমরা বলি আল্লাহু আ'লাম বা এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলো দুই প্রকার

১. محكم মুহকাম বা সুস্পষ্ট; ২. متشابه মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট।

মুহকাম আয়াত হলো যেগুলোর মর্ম সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন। আমরা সেই মর্ম অনুযায়ী আমল করি। মুতাশাবিহ আয়াত হলো যেগুলোর মর্ম অস্পষ্ট, যার মর্ম উদ্ধার করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আমরা নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

নিয়ে সেগুলো ব্যাখ্যা করি না; বরং বলি, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

তিনিই তোমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, সেগুলো গ্রন্থের মৌলিক অংশ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলত তারাই ফেতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত তার অর্থ কেউই জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সবকিছুই আমাদের রবের থেকে সমাগত এবং জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না।[১৩৪]

আপত্তি :

'মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের মর্ম আল্লাহই ভালো জানেন' যদি এই বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে কোনো কোনো আহলে ইলম সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন কেন? যেমন, يد 'ইয়াদুন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন সর্বময় ক্ষমতা, عين 'আইনুন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন সুনিপুণভাবে রক্ষা করা এবং ساق 'সাকুন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন কঠোরতা।

উত্তর :

মুফাসসিরিনে কেরাম মুতাশাবিহ আয়াত ও শব্দগুলোর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অকাট্য বা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করেননি; বরং 'যন' বা তাদের ধারণা অনুপাতে ব্যাখ্যা করেছেন। এর ব্যাখ্যা প্রদানের উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, বিদআতে লিপ্ত লোকেরা (দেহবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা মুতাশাবিহ আয়াত ও শব্দসমূহের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণ সাব্যস্ত করে) এই মুতাশাবিহ শব্দগুলো দিয়ে সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকায় ফেলে

---

১৩৪. সুরা আলে ইমরান : ০৭।

দেয় এবং আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে প্রচার করে—তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরবর্তী উলামা হযরত এই ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। যেন সহজ সরল সাধারণ মুসলিমগণ দেহবাদী ফেরকার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। প্রখ্যাত হানাফি আলেম ইবনুল হুমাম রহ. (মৃত্যু : ৮৬১ হি.) বলেন :

هذَا التَّأْوِيْلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صَرْفِ فَهْمِ الْعَامَّةِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ، وَهُوَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ وَلَا يُجْزَمَ بِإِرَادَتِه.

অর্থাৎ, এই মুতাশাবিহ শব্দগুলোর উল্লিখিত ব্যাখ্যা করেছি সাধারণ মুসলিমগণের বুঝকে দেহবাদীদের ভাবনা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। আর এটা সম্ভব যে, ওই শব্দগুলোর তাবিলি অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, তবে এর ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস করা যাবে না।[১৩৫]

يد, عين, وجه, ও ساق ইত্যাদি শব্দগুলো হলো আল্লাহর তাআলার সিফাত বা গুণ। যদি নিশ্চিতরূপে এই সিফাতগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে এগুলো আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত হিসেবে অবশিষ্ট থাকে না। 'যন' তথা অনুমানের স্তরে রেখে অর্থ বর্ণনা করলে সিফাত তথা আল্লাহর গুণাবলিও বাতিল হয় না; পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমগণও দেহবাদীদের ফেতনা থেকে বেঁচে যায়।

মোজার ওপর মাসেহ সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭৬ :

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ، كَما جَاءَ فِي الْأَثَرِ.

সফরে ও বাড়িতে থাকাকালে মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ মনে করি, যেভাবে তা হাদিস শরিফে বিবৃত হয়েছে।

ইমামে আযম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে প্রত্যুত্তরে বলেন :

أَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ، وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ، وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয় হলো শায়খাইন তথা আবু বকর ও ওমর রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা, নবী কারিম

১৩৫. আল-মুসায়ারাহ মায়াল মুসামিরাহ, লি-ইবনে হুমাম, পৃষ্ঠা : ৪৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই জামাতা তথা উসমান ও আলি রাযি.-কে মুহাব্বত করা এবং মোজার ওপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করা।[১৩৬]

জিহাদ ও হজ সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭৭ :

وَالحَجُّ والجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ: بَرِّهِم وفَاجِرِهِم، إلى قِيَامِ السَّاعَةِ، لا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ ولاَ يَنْقُضُهُمَا.

মুসলিম শাসক নেককার হোক বা ফাসিক-পাপিষ্ঠ, তাদের অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত হজ ও জিহাদ বলবৎ থাকবে। কোনো কিছুই এই দুটি আমলকে বাতিল করতে বা বন্ধ ও ব্যাহত করতে পারবে না।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এক. 'জিহাদ' একটি শরঈ পরিভাষা। শব্দটির নির্দিষ্ট মর্ম ও দাবি আছে। তা হলো, আল্লাহর পথে কিতাল বা লড়াই করা। পারিভাষিকভাবে এই অর্থ সুদৃঢ়ভাবে নির্ধারিত অপরিবর্তিত। জিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। শুধু আভিধানিক অর্থ বিবেচনায় যেকোনো ধরনের কষ্টসাধ্য কাজকে জিহাদ বলা জায়েজ নেই।

এর দ্বারা শরয়ি পরিভাষাগুলোর অর্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং দ্বীন বিকৃতির এমন দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যা কখনো বন্ধ হবে না। এ কারণে সেরেফ আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ করে শরয়ি অর্থ নির্দিষ্ট করা যাবে না।

দুই. সাধারণ প্রচলনেও কেবল লড়াইকারীকে মুজাহিদ বলা হয়। আর শরিয়তের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রচলনেরও দখল রয়েছে। সুতরাং 'জিহাদের' অর্থ বিকৃত করা বা তাবিল করা সাধারণ প্রচলনকে পরিবর্তন করে দেবে।

তিন. 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র যত ফজিলত আছে, সব কিতালের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যান্য দ্বীনি কাজের ক্ষেত্রে জিহাদের ফজিলতগুলোকে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। কেননা প্রতিটি আমলের জন্যই পবিত্র শরিয়ত স্বতন্ত্র ফাজায়েল বর্ণনা করেছে।

১৩৬. বাহরুর রায়েক : ১/২৮৮।

চার. যেমনভাবে নামাজ রোজা হজ জাকাত আদায়কারী ব্যক্তি (ফরজ) জিহাদ না করলে জিহাদ তরক করার গুনাহ হবে, কিন্তু উল্লিখিত আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে। অনুরূপ জিহাদকারী ব্যক্তিও যদি নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ছেড়ে দেয়, তাহলে সেসব তরকের গুনাহ হবে, কিন্তু জিহাদ কবুল হয়ে যাবে। প্রত্যেক আমলের রয়েছে নিজস্ব মাকাম বা মর্যাদা।

ফায়দা :

'কেয়ামত পর্যন্ত হজ ও জিহাদ বলবৎ থাকবে' কথাটির মর্ম এরূপ নয় যে, জিহাদ ও হজের আমল কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা চলতেই থাকবে; বরং এর মর্ম হলো জিহাদ ও হজের হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কেননা, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বালা-মুসিবতের কারণে কোনো বছর হজের আমল বন্ধ থাকতে পারে। অনুরূপ দুনিয়াতে কোথাও জিহাদের আমল না চলতে পারে। তো সে অবস্থায় জিহাদ বা হজের হুকুম তো বলবৎ থাকবে, যদিও কার্যত তা পাওয়া না যায়।

আমল সংরক্ষণকারী সম্মানিত ফেরেশতাগণ সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭৮ :

وَنُؤْمِنُ بِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُم عَلَيْنَا حَافِظِينَ.

কিরামান কাতিবিন (অতি সম্মানিত ফেরেশতাগণ)-এর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের (ভালো-মন্দ কথা ও কর্মের) সংরক্ষণকারী বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত রেখেছেন। একজন ডান কাঁধে আরেকজন বাম কাঁধে। তারা মানুষের ভালো-মন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ করেন।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

আর অবশ্যই তোমদের ওপর সংরক্ষক রয়েছে, সম্মানিত লেখকবৃন্দ, তারা জানে যা তোমরা করো।[১৩৭]

---

১৩৭. সুরা ইনফিতার : ১০-১২।

মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৭৯ :

وَنُؤْمِنُ بِمَلِكِ المَوْتِ الموكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ العَالَمِينَ.

আমরা মালাকুল মওত (মৃত্যু দানের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা)-এর প্রতি ঈমান রাখি। যাকে বিশ্বাবাসীর রুহ্ কবজ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

মালাকুল মওতের সাথে একদল ফেরেশতা বান্দার রুহ্ কবজ করার কাজে আদিষ্ট। মালাকুল মওত তাদের তত্ত্বাবধান করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ.

এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, (এ ব্যাপারে) তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।[১৩৮]

কবরে প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার-শাস্তি সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৮০ :

وَبِعَذَابِ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلاً، وسُؤَالِ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَعن الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم.

আমরা ঈমান রাখি আজাবের উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য কবরের আজাবের ব্যাপারে। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে, কবরে মুনকার ও নাকির দুই ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব, দ্বীন ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যুর পর কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কবরে থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির শরীরের সাথে আত্মার এতটুকু সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া হয়, যার ফলে মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রশ্নোত্তরের পর মুমিন হলে জান্নাতের নেয়ামত আর কাফের হলে কবরের আজাব অনুভব করে। কুরআনের দশটি

---

১৩৮. সুরা আনআম : ৬১।

আয়াত এবং সত্তরটি হাদিস দ্বারা এই আকিদা প্রমাণিত; এতে সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশ নেই।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

আল্লাহ মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে মজবুত বাক্য দ্বারা অবিচল রাখেন এবং আল্লাহ জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন, আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেন।[১৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় *মুসলিম শরিফে* একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِي الْآخِرَةِ.

বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) অর্থাৎ, 'আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাণী দ্বারা সুদৃঢ় রাখবেন।' আয়াতটি কবরের আজাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেবে, আমার রব হলেন আল্লাহ এবং আমার নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটিই হলো আগত আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন : يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِي الْآخِرَةِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ মুমিনদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে দৃঢ় বাণীর মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখবেন।'[১৪০]

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

---

১৩৯. সুরা ইবরাহিম : ২৭।

১৪০. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৮৭১।

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে), ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠোরতম আজাবে প্রবেশ করাও।[১৪১]

ফিরআউনের অনুসারীদেরকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামে দেওয়ার পূর্বেই সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে আগুনের (শাস্তির) মুখোমুখি করাই প্রমাণ করে যে, কবরে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। তাই এ কথা প্রমাণিত হলো যে, কবরের আজাব সুনিশ্চিত। হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا}.

অর্থাৎ, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য এই আয়াতটি অনেক দৃঢ় প্রমাণ যে, কবরে আজাব হচ্ছে।[১৪২]

৩. হাদিসে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত; একদা এক ইহুদি নারী তাঁর কাছে এসে কবরের আজাবের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল এবং বলল, (হে আয়েশা!) আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখুন। অতঃপর আয়েশা রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কবরের আজাব সত্য। আয়েশা রাযি. বলেন, এরপর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৪১. সুরা মুমিন : ৪৬।

১৪২. তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা : ৪৫১।

ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাজের পর কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।[১৪৩]

৪. হাদিসে এসেছে :

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

হযরত আমর ইবনে মায়মুন রাযি. থেকে বর্ণিত; আমি ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থন করতেন। (তিনি বলতেন) হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, অতি বার্ধক্য, অন্তরের ফেতনা এবং কবরের আজাব থেকে।[১৪৪]

৫. হাদিসে এসেছে :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَرَّ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا، فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি বললেন, এই দুজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো বড় কাজের জন্য নয়। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ (তাদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে)। একজন পরনিন্দা করে বেড়াত। আর অপরজন তার পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে দ্বিখণ্ডিত করলেন। অতঃপর খণ্ডদুটির প্রতিটি একেক কবরে পুতে

১৪৩. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭২।
১৪৪. সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫৪৮১।

দিলেন। এরপর বললেন, আশা করা যায় যে, এই খণ্ডদুটি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের আজাব হালকা করা হবে।[১৪৫]

৬. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا.

হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যাস্তের সময় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তিনি একটি আওয়াজ শুনে বললেন, ইহুদিদের কবরে শাস্তি হচ্ছে।[১৪৬]

৭. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ يَدْعُو: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ বলে) দুআ করতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা এবং মাসিহে দাজ্জালের ফেতনা হতে।[১৪৭]

৮. হাদিসে এসেছে :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ

---

১৪৫. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭৮।
১৪৬. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭৫।
১৪৭. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭৭।

تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ.

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানি নাজ্জার গোত্রের এক বাগানে খচ্চরের ওপর আরোহী ছিলেন। আমরা তার সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। দেখা গেল সামনে ছয়টি, পাঁচটি বা চারটি কবর। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই কবরবাসীদেরকে তোমাদের মধ্যে কে চেনো? এক লোক বলল, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কবে মারা গেছে তারা? তিনি উত্তর দিলেন, মানুষগুলো শিরকের অবস্থায় মারা গেছে। তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উম্মত তথা কবরবাসী পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে (তাদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে)। তোমরা মৃতদেরকে দাফন করা ছেড়ে দেবে এই আশঙ্কা না থাকলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, তিনি তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনাতেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি।[১৪৮]

আকিদা-৮১ :

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ.

কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য হতে একটি গর্ত হবে।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হয়। 'কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য হতে একটি গর্ত' কথাটির মর্ম হলো, মৃত্যু ব্যক্তির সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হবে।

হায়াতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্বন্ধে আকিদা

সমস্ত নবীগণের দেহ মুবারক তাদের দৈহিক মৃত্যুর পর তাদের পার্থিব কবরে আত্মার সম্পর্কসহ জীবিত থাকে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে অনেক দলিল রয়েছে।

১৪৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৮৬৭।

কুরআন থেকে দলিল

এক. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারো না।[১৪৯]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) লিখেছেন :

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ كَوْنُ الشُّهَدَاءِ أَحْيَاءٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

অর্থাৎ, যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, তাঁরা কবরে জীবিত, অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণও বিষয়টিকে সাব্যস্ত করে। তা এভাবে যে, কুরআন-সুন্নাহয় শহিদগণকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর নবীগণ শহীদগণ হতে শ্রেষ্ঠ। শহিদগণ কবরে জীবিত থাকলে নবীগণ তো অবশ্যই জীবিত থাকবেন।

দুই. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে রিজিক দেওয়া হয়।[১৫০]

আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাভি রহ. (মৃত্যু : ৯০২ হি.) লিখেছেন :

ومن أدلة ذاك أيضاً قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} فإن الشهادة حاصلة له - صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه لأنه شهيد الشهداء. وقد صرح ابن عباس وابن مسعود وغيرهما - رضي الله عنهم - بأنه - صلى الله عليه وسلم - مات شهيدًا .

অর্থাৎ, এই আকিদা তথা হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলিলের মধ্যে আরেকটি মজবুত দলিল হলো এই আয়াত (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) কারণ, নবী

---

১৪৯. সুরা বাকারা : ১৫৪।

১৫০. সুরা আলে ইমরান : ১৬৯।

কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত লাভ করেছেন; বরং তিনি হলেন শহিদগণের সরদার। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদি মৃত্যু লাভ করেছেন।[১৫১]

তিন. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ.

আর আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব তুমি তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে থেকো না।[১৫২]

ইমাম মুসলিম রহ. *মুসলিম শরিফে* উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বিন দিআমা রহ. (মৃত্যু : ১১৭ হি.) থেকে বর্ণনা করেন :

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ «يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

অর্থাৎ, (فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ) কাতাদা রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।[১৫৩]

চার. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا.

আর তোমার পূর্বে আমি রাসুলগণ থেকে যাদের প্রেরণ করেছি, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো।[১৫৪]

ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন :

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: وَاسْأَلْهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ جُمِعُوا لَهُ.

অর্থাৎ, আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম রহ. বলেন, (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا) আয়াতটি মেরাজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

১৫১. আল-কাওলুল বাদি, পৃষ্ঠা : ১৭৩।
১৫২. সুরা সাজদা : ২৩।
১৫৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৭।
১৫৪. সুরা যুখরুফ : ৪৫।

তথা, মেরাজের রাতে আপনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন। কেননা, মেরাজের রাতে সকল নবীকে নবীজীর জন্য একত্র করা হয়েছিল।[১৫৫]

পাঁচ. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর নিজেদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ, এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।[১৫৬]

সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যকার খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ. বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত। সুতরাং রওযায়ে আতহারে উচ্চ আওয়াজে কথা বলা বেয়াদবি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কষ্টের কারণ। তাই নিম্নস্বরে সালাত ও সালাম পেশ করা উচিত। মসজিদে নববির সীমানার ভেতরে যত নিচু স্বরেই সালাম করা হোক না কেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতে পান।[১৫৭]

হাদিস থেকে দলিল

এক. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবীগণ কবরে জীবিত অবস্থায় নামাজরত আছেন।[১৫৮]

দুই. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

---

১৫৫. তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬২।

১৫৬. সুরা হুজুরাত : ২।

১৫৭. তাযকিরাতুল খলিল : ৩৭০।

১৫৮. মুসনাদে আবু ইয়ালা আল-মুসিলি, হাদিস : ১২৩৯।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন আমার ওপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন। ফলে আমি আমি তার সালামের উত্তর প্রদান করি।[১৫৯]

তিন. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ—يَقُولُونَ : بَلِيتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

আউস ইবনে আউস রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হলো জুমার দিন। এই দিনে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর রুহ কবজ করা হয়েছে। এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এ দিনেই বজ্রঘাত (কেয়ামত) সংঘটিত হবে। তাই এ দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দরুদ ও সালাম আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার দরুদ ও সালাম কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে, অথচ আপনার দেহ মুবারক তো হয়ে (মাটিতে) মিশে যাবে? তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুলগণের দেহ মুবারক মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৬০]

চার. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ.

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে এসে আমার ওপর দরুদ

---

১৫৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২০৪১।

১৬০. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৭।

পাঠ করে, আমি তার দরুদ শুনি। আর যে দূরে থেকে দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।[১৬১]

পাঁচ. হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَيْتُ - وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে রাতে আমাকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে বালুকাময় লাল টিলার কাছে আমি মুসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন।[১৬২]

ইজমায়ে উম্মত

এক. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান সাখাভি রহ. বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ও ঈমান রাখি যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত আছেন এবং রিজিকও লাভ করেন। মাটি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারককে বিলীন করতে পারবে না। এই ব্যাপারে (উলামায়ে কেরামের) ইজমা রয়েছে।[১৬৩]

দুই. মুহাম্মাদ ইবনে আলান সিদ্দিক রহ. বলেন, এ ব্যাপারে (উম্মতের) ইজমা রয়েছে যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চিরস্থায়ীভাবে জীবিত।[১৬৪]

তিন. দাউদ বিন সুলায়মান বাগদাদি রহ. বলেন, মোটকথা হায়াতুল আম্বিয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[১৬৫]

চার. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. বলেন, স্মর্তব্য, হায়াতুল আম্বিয়া সর্বস্বীকৃত (ইজমা দ্বারা প্রমাণিত) আকিদা। (আহলে হকের কারোরই) এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। হায়াতুল আম্বিয়া দুনিয়ার হায়াতের মতোই প্রকৃত হায়াত, আত্মিক হায়াত নয়।[১৬৬]

---

১৬১. শুআবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস : ১৪৮১।
১৬২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৭৫।
১৬৩. আল-কাওলুন বাদি, পৃষ্ঠা : ১৭২।
১৬৪. দলিলুল ফালিহিন : ৭/১৯৫-৯৬।
১৬৫. আল-মিনহাতুল ওয়াহাবিয়্যা, পৃষ্ঠা : ৭।
১৬৬. আশিআতুল লুমআত : ১/৫৭৪।

পাঁচ. কুতুবুল আকতাব রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. বলেন, নবীগণের (ওফাতের পর কবরে শ্রবণের ব্যাপারে) কারও কোনো দ্বিমত নেই।[১৬৭]

ছয়. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, সুতরাং উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে প্রমাণিত যে, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম কবরে জীবিত।[১৬৮]

সাত. হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ জালান্ধরি রহ. বলেন, আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হলো, আলামে বারযাখে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দুনিয়াবি হাকিকি হায়াতে শারীরিক সকল উপাদানসহ জীবিত।[১৬৯]

আট. ইদরিস কান্ধলভি রহ. বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হলো, ওফাতের পরেও নবীগণ কবরে জীবিত।[১৭০]

নয়. মুফাক্কিরে ইসলাম মুফতি মাহমুদ রহ. বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হলো, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান অবস্থা তথা কবরে শারীরিক হায়াতসহ জীবিত।[১৭১]

দশ. শহিদে ইসলাম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভি রহ. বলেন, সকল নবী বিশেষত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত হওয়ার যাবতীয় উপাদানসহ জীবিত। হায়াতুল আম্বিয়ার মাসআলা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং এর ওপর উম্মতের ইজমা।[১৭২]

---

১৬৭. ফাতাওয়া রশিদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৭৩।
১৬৮. আশরাফুল জওয়াব, পৃষ্ঠা : ৩২১।
১৬৯. আলকাওলুল নাকি ফি হায়াতিন নাবি, পৃষ্ঠা : ৩০।
১৭০. সিরাতুল মুস্তফা : ৩/২৪৯।
১৭১. আলকাওলুল নাকি ফি হায়াতিন নাবি, পৃষ্ঠা : ৩২।
১৭২. আপকে মাসাইল আওর উনকে হল : ১/২৬১।

কেয়ামতের দিন কবর থেকে পুনরুত্থান-বিষয়ক আকিদা

আকিদা-৮২ :

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ. يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ.

আমরা ঈমান রাখি কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান, কৃতকর্মের প্রতিদান, আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ হওয়া, হিসাব-কিতাব হওয়া, আমলনামা পাঠ করা, (কৃতকর্ম অনুযায়ী) পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা, পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম এবং সেই মিজানের ওপর—যাতে মুমিনের ভালো-মন্দ ও আনুগত্য-অবাধ্যতা—সকল আমলের ওজন করা হবে।

ইমাম তহাবি রহ. এই আকিদার অধীনে মোট এমন আটটি বিষয় আলোচনা করেছেন, যেগুলোর প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যক। মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কবর হতে পুনরুত্থানের পর থেকে জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত সেই ধাপগুলো অতিক্রম করতে হবে।

১. পুনরুত্থান

সবাই মৃত্যুবরণ করবে। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সে রুহের সংযোগে কবরে জীবন লাভ করে। হাশরের দিন যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন সে নবজীবন লাভ করবে না। কারণ, পূর্ব হতেই তো সে জীবনপ্রাপ্ত। এখন শুধু কবর থেকে পনুরুত্থান হবে। কেননা, কবরে যে জীবন পেয়েছিল তা অদৃশ্য ও অনুভূতিহীন ছিল। হাশরের ময়দানে যখন সকল মানুষের পনুরুত্থান হবে তখন পূর্বের অদৃশ্য ও অনুভূতিহীন জীবন অনুভূত হবে। তাই এই প্রক্রিয়াকে ইসলামি পরিভাষায় 'بعث' তথা পুনরুত্থান বলা হয়। কুরআন-হাদিসের কোনো কোনো স্থানে এই প্রক্রিয়াকে 'إحياء' তথা পুনর্জীবিতকরণ শব্দেও ব্যক্ত করা হয়েছে। 'إحياء' তথা পুনর্জীবিতকরণের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কবরে সে জীবনহীন ছিল; বরং উদ্দেশ্য হলো, কবরের যেই জীবন এতদিন অনুভূতিহীন ও অদৃশ্য ছিল, হাশরের দিন তা অনুভূত ও দৃশ্যমান হবে। ফলে إحياء শব্দের কারণে কবরের জীবনকে কিছুতেই নাকচ করা যাবে না।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.

অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।[১৭৩]

২. কৃতকর্মের প্রতিফল

দুনিয়া হলো আমল ও কর্মের জায়গা, আর আখেরাত হলো দুনিয়ায় কৃত আমলের প্রতিফলের জায়গা। ইহকালীন জীবনে কৃত ভালো-মন্দ আমলের প্রতিদান আখেরাতে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন :

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

তোমরা যে আমল করতে, তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে।[১৭৪]

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.

যাতে যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি মন্দ ফল দিতে পারেন এবং যারা সৎকাজ করে তাদেরকে দিতে পারেন উত্তম পুরস্কার।[১৭৫]

৩. আমলনামা উপস্থাপন

আল্লাহর সামনে বান্দা স্বীয় আমলনামাসহ উপস্থিত হবে। এটা সত্য। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا.

আর তাদেরকে আপনার রবের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে।[১৭৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

যেদিন সকল মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।[১৭৭]

৪. আমলনামার হিসাব

কেয়ামতের দিন বান্দার সব রকম কৃতকর্মের হিসাব হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

---

১৭৩. সুরা মুমিনুন : ১৬

১৭৪. সুরা নামল : ৯০।

১৭৫. সুরা নাজম : ৩১।

১৭৬. সুরা কাহফ : ৪৮।

১৭৭. সুরা মুতাফফিফিন : ৬।

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কোনো জুলুম নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[১৭৮]

৫. আমলনামা পাঠ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا.

আর কেয়ামত দিবসে আমি তার জন্য বের করব একটি কিতাব (আমলনামা), যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।[১৭৯]

৬. পুরস্কার ও শাস্তি

কেউ দুনিয়াতে সৎকর্ম করলে আখেরাতে পাবে পুরস্কার ও মহা প্রতিদান। পক্ষান্তরে পাপকর্মে জড়িয়ে গেলে তার ভাগ্যে জুটবে শাস্তি ও যন্ত্রণা। ইরশাদ হচ্ছে :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অতএব কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।[১৮০]

৭. পুলসিরাত

জাহান্নামের ওপর স্থাপিত চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবারির চেয়ে ধারালো একটি সেতু। পাঁচশ বছর লাগবে ওপরে উঠতে। পাঁচশ বছর লাগবে তা অতিক্রম করতে। পাঁচশ বছর লাগবে ওপর থেকে নিচে নামতে। প্রত্যেকের গতি হবে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী। সেই পুল কেউ পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে। কেউ বাতাসের গতিতে। কেউ ক্ষিপ্রবেগে চলমান ঘোড়ার গতিতে। কেউ উটের গতিতে। কিছু মানুষ অতিক্রম করবে হামাগুড়ি দিয়ে। কাফের ও

---

১৭৮. সুরা মুমিন : ১৭।
১৭৯. সুরা বনি ইসরাইল : ১৩-১৪।
১৮০. সুরা যিলযালাহ : ৭-৮।

নাফরমান ব্যক্তি তার ওপর থেকে পড়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে না। এটা আপনার রবের জিম্মায় অবধারিত (এবং) মীমাংসিত বিষয়। তারপর আমি, যারা (স্বীয় রবকে) ভয় করেছে তাদের বাঁচিয়ে নেবো এবং অপরাধীদের তাতে নতজানু অবস্থায় ফেলে রাখব।[১৮১]

৮. মিজান, ভালো-মন্দ আমলের পরিমাপক

আমলের ওজন করার জন্য কেয়ামতের দিন একটি পরিমাপক স্থাপন করা হবে। ওজনের নীতি হবে ইখলাসনির্ভর। ইরশাদ হচ্ছে :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.

আর সেদিন (আমল) পরিমাপ করা হবে যাথাযথভাবে; সুতরাং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফল। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেসব লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে; কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে) জুলুম করত।[১৮২]

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.

আর কেয়ামত দিবসে আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব; সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কারও কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব; আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।[১৮৩]

---

১৮১. সুরা মারইয়াম : ৭১-৭২।
১৮২. সুরা আরাফ : ৮-৯।
১৮৩. সুরা আম্বিয়া : ৪৭।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৮৩ :

وَالجَنَّةُ والنَّارُ مَخلُوقَتَانِ، لا تَفْنَيَانِ أَبَداً وَلاَ تَبِيدَانِ، فَإِنَّ الله تعالى خَلَقَ الجَنَّةَ والنَّارَ قَبْلَ الخَلْقِ، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلاً، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى الجَنَّةِ فَضلاً مِنْهُ. وَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى النَّارِ عَدْلاً مِنْهُ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لما قَدْ فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إلى مَا خُلِقَ لَهُ.

(আমরা ঈমান রাখি যে,) জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি সৃষ্টি করা হয়েছে। যা কখনোই ধ্বংস ও নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্য সবকিছু সৃষ্টি করার আগেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের বাসিন্দাদেরও (পূর্বে) সৃষ্টি করেছেন। যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে জান্নাত দেবেন, আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে জাহান্নাম দেবেন। প্রত্যেকেই পূর্বে নির্ধারণ অনুযায়ীই আমল করে এবং যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই গন্তব্যেই ফিরবে।

আপত্তি :

'জান্নাত ও জাহান্নম কখনোই ধ্বংস ও নিঃশেষ হবে না' এই আকিদা কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত দুই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

জমিনের ওপরে যা কিছু রয়েছে সবই ধ্বংসশীল। আর বাকি থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।[১৮৪]

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[১৮৫]

উত্তর :

কার্যত জান্নাত-জাহান্নাম ধ্বংস না হলে ধ্বংসের সম্ভাবনা তাতে বিদ্যমান; আল্লাহ তাআলা চাইলে ধ্বংস করতে পারেন। যদিও করবেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্তা না কার্যত ধ্বংস হবে; আর না ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে।

১৮৪. সুরা আর-রহমান : ২৬-২৭।
১৮৫. সুরা কাসাস : ৮৮।

ফায়েদা :

জান্নাত-জাহান্নাম ছাড়া আরও ছয়টি জিনিস কখনো নিঃশেষ হবে না : ১. আরশ; ২. কুরসি; ৩. পুচ্ছ; ৪. রুহ; ৫. লাওহ; ৬. কলম।

ভালো-মন্দ তাকদির সম্পর্কিত আকিদা

আকিদা-৮৪ :

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ.

ভালো-মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্ধারিত।

আল্লাহ তাআলা পূর্ব হতেই জানেন যে, বান্দাকে কর্মের স্বাধীনতা দিলে সে এই কাজগুলো করবে। এই অবগতিকে বলে 'ইলমে ইলাহি' তথা আল্লাহর জ্ঞান। আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী লিখে দিয়েছেন যে, বান্দা এই কাজগুলো করবে। এটাকে বলা হয় 'আমরে ইলাহি' তথা আল্লাহর আদেশ। সুতরাং যেভাবে 'ইলমে ইলাহি' 'আমরে ইলাহি'র বিপরীত হতে পারে না; তদ্রূপ তার আদেশও ইলমের বিপরীত হবে না। বোঝা গেল যে, 'তাকদির' শুধু আল্লাহর ইলম নয়, বরং আল্লাহর ইলম ও আল্লাহর আদেশ—উভয়টি মিলে 'তাকদির'। তাকদিরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণেই বান্দা অনন্যোপায় বাধ্য—বিষয়টি এমন নয়। কেননা বান্দা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু করে থাকে।

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর প্রত্যেকের তাকদির লিখে দিয়েছেন।[১৮৬]

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.

আর আল্লাহর আদেশ সুনির্ধারিত ও অকাট্য।[১৮৭]

ফায়েদা :

সত্তাগতভাবে আল্লাহর সকল সিদ্ধান্তই ভালো ও কল্যাণকর। কোনো সিদ্ধান্ত ভালো-মন্দ হয় বান্দার বিবেচনায়। অর্থাৎ, যে সিদ্ধান্ত বান্দার স্বভাব, চাহিদা ও মনোবাসনা অনুযায়ী হয়, তাকে বলে 'তাকদিরে খাইর' তথা কল্যাণের

---

১৮৬. সুরা ফুরকান : ২।

১৮৭. সুরা আহযাব : ৩৮।

সিদ্ধান্ত। আর যে সিদ্ধান্ত বান্দার স্বভাব, চাহিদা ও মনোবাসনার বিপরীত হয়, তাকে বলে 'তাকদিরে শার' তথা মন্দ সিদ্ধান্ত।

আকিদা-৮৫ :

والاسْتِطاعَةُ التي يَجِبُ بِهَا الفِعْلُ، مِنْ نَحْوِ التَّوفيقِ الَّذِي لا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ المخْلُوقُ بِهِ فهي مَعَ الفِعْلِ، وأَمَّا الاسْتِطاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحةِ وَالوُسْعِ، والتَّمكينِ وَسَلاَمَةِ الآلاتِ فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

(ইসতিতাআত তথা শক্তি-সামর্থ্য দুই প্রকার)

এক. যে ইসতিতাআত তথা শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা কাজ আবশ্যিক হয়ে যায়। এবং যা বান্দার ইচ্ছাশক্তির অধীনও নয়। এই ইসতিতাআত (সামর্থ্য) কর্মের সাথে থাকে। যেমন, তাওফিক লাভ হওয়া। (অর্থাৎ, তাওফিক দেওয়া একমাত্র আল্লাহর গুণ)

দুই. যে ইসতিতাআতের অর্থ হলো, সিহহাত (সুস্থতা), সুযোগ ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ সহজ হয়ে যাওয়া, এই সামর্থ্য কাজের পূর্বেই অর্জিত হয়। এই ইসতিতাআত বা শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে বান্দাকে মুকাল্লাফ বানানো হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের অধীন হয়।

যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত (কর্তব্য পালনে) দায়িত্ব দেন না।[১৮৮]

ইসতিতাআত তথা শক্তি-সামর্থ্য দুই প্রকার :

১. তাওফিক বা সুযোগ পাওয়া।

২. সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা হওয়া।

প্রথম প্রকার : ইসতিতাআত অর্থাৎ, তাওফিক বা সুযোগপ্রাপ্ত হওয়া, যা বান্দার নিয়ন্ত্রণে নেই। আল্লাহ যদি তাওফিক দান করেন এবং সামর্থ্য দেন, তাহলে বান্দা আমল করতে পারে এবং আবশ্যকীয় কর্মসমূহ সম্পাদন করে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সামর্থ্য লাভ না হয়, তাহলে সে কাজ করতে পারে

১৮৮. সুরা বাকারা : ২৮৬।

না। এই প্রকারের ইসতিতাআত বা সামর্থ্য কর্মের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ, বান্দা যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তাকে সেই কাজের সামর্থ্য দান করেন। ভালো কিছুর ইচ্ছা করলে ভালো কাজের শক্তি দেন। মন্দ কিছু করতে চাইলে মন্দ কাজের শক্তি দেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ.

তারা (দ্বীন-ঈমানের কথা) শুনতে সক্ষম ছিল না এবং তারা (সত্য) দেখতে পেত না।[১৮৯]

উক্ত আয়াতে উপায়-উপকরণকে নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, চোখ-কান তো তাদের দেওয়া হয়েছিল; বরং এখানে এমন ইসতিতাআতকে নাকচ করা হয়েছে, যার অর্থ তাওফিক।

অর্থাৎ সত্য তাদেরকে শোনানো এবং দেখানো হতো, কিন্তু তাদের নিকট কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ইসতিতাআত (শক্তি-সামর্থ্য) অর্থাৎ তাওফিক ছিল না। এ জন্য তারা সত্যকে দেখেও দেখতে পায়নি, শুনেও শুনতে পারেনি।

দ্বিতীয় প্রকার : ইসতিতাআত বা সামর্থ্যের দ্বিতীয় প্রকারের ওপর মুকাল্লাফ হওয়া, না হওয়া নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে ব্যক্তির আসবাব-উপকরণ নেই, সে উক্ত কর্মের ব্যাপারে সামর্থ্যবান নয়। ফলত এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ মুকাল্লাফ (শরিয়তের আদেশ-নিষেধের অধীন) বানান না। আর যে ব্যক্তি উপায়-উপকরণ লাভ করে, তাকে মুকাল্লাফ বানানো হয়। এই ইসতিতাআত (সামর্থ্য) কাজের পূর্বেই লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

আর আল্লাহর জন্যই এ ঘরের হজ করা সেসব মানুষের ওপর ফরজ যারা সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।[১৯০]

অর্থাৎ, হজ করার পূর্বে যদি বান্দার নিকট এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে যা দ্বারা সফরের খরচ এবং সফরের সময়ে পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর হজ ফরজ, অন্যথায় নয়।

ফায়েদা :

মানুষ যেভাবে সাধ্যানুযায়ী শরয়ি বিধি-বিধান পালনে দায়িত্বশীল হয়, তদ্রূপ **আকল-বুদ্ধির কারণেও মুকাল্লাফ তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।**

---

১৮৯. সুরা হুদ : ২০।
১৯০. সুরা আলে ইমরান : ৯৭।

বান্দার কর্ম সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৮৬ :

وَأَفْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللهِ، وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ.

বান্দার সকল কাজকর্ম আল্লাহর সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন।

মন্দ কর্ম সৃষ্টি করা মন্দ নয়; বরং মন্দ কর্মে জড়িয়ে পড়া হলো মন্দ ও পাপ। যেমন, একজন চিকিৎসক বিষ বা ভাইরাস তৈরি করে, আবার ওষুধও তৈরি করে। কিন্তু সে ওষুধ সেবন করতে বলে, আর বিষের ব্যাপারে সতর্ক করে। এখন কেউ যদি বিষ খেয়ে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসককে এই বলে দোষারোপ করে যে, সে বিষ তৈরি করেছে তাই আমি সেবন করেছি, যদি বিষ তৈরি না করত তাহলে আমি কীভাবে সেবন করতাম?! তাহলে তার এই দোষারোপ করাটা হবে অন্যায়। কেননা চিকিৎসকের বিষ তৈরি করাটা বিভিন্ন হেকমত ও উদ্দেশ্যে হয়। কোনো ব্যক্তির সেবন করার জন্য তা তৈরি করেন না। আল্লাহ তাআলার সত্তা বান্দার কর্মসমূহের স্রষ্টা। ঠিক তেমনইভাবে তিনি মন্দ কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন বিশেষ কিছু হেকমত, অর্থাৎ পরীক্ষা বা যাচাই করার জন্য।

আকিদা-৮৭ :

ولَمْ يُكَلِّفْهُم الله تعالى إِلاَّ مَا يُطِيقُون، وَلا يُطيقُونَ إِلاَّ مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِير : لا حول ولا قوة إلا بالله . نقول : لا حِيلَةَ لأَحَدٍ، وَلاَ حَرَكَةَ لأحَدٍ ولا تَحَوُّلَ لأحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلاَّ بِمعونَةِ اللهِ، وَلاَ قُوَّةَ لأحَدٍ على إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ والثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِتَوفِيقِ الله.

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে সাধ্যের বেশি কোনো বিধান চাপিয়ে দেননি। তাদেরকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা ততটুকুই করতে সক্ষম। এটাই হলো لا حول ولا قوة إلا بالله (আল্লাহ ছাড়া কোনো সামর্থ্য-শক্তি নেই) এর সঠিক ব্যাখ্যা।

আমরা বলি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কোনো শক্তি-সামর্থ্য, কৌশল বা পদ্ধতি নেই। কারও জন্য তা সম্ভবও নয়। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া তার আনুগত্য করা এবং আনুগত্যে দৃঢ়পদ থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আপত্তি :

যদি আল্লাহ তাআলার তাওফিক ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব না হয় এবং নেক কাজ করা না যায়, তাহলে তো বান্দা সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহলে আখেরাতে হিসাব-নিকাশ হবে কেন?

উত্তর :

ভালো বা মন্দ কর্মের উপায়-উপকরণ বান্দা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী তার কর্মে শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। বান্দা যদি উপায়-উপকরণই গ্রহণ না করত, তাহলে তো তাকে শক্তি ও সামর্থ্যই দেওয়া হতো না। সুতরাং বান্দা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম নয়; বরং সে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তাই আখেরাতে তাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে।

আকিদা-৮৮ :

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللهِ تعالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. غَلَبَتْ مَشيئتُهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الحِيَلَ كُلَّهَا، يَفعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَداً، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ وَّحيْنٍ، وتَنَزَّهَ عَن كُلِّ عَيْبٍ وشَيْنٍ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

সবকিছুই আল্লাহর 'মাশিয়াত' তথা ইচ্ছা, 'ইলম' তথা জ্ঞান, 'কাযা' তথা সিদ্ধান্ত ও 'কদর' তথা নির্ধারণ অনুযায়ী চলছে। তাঁর ইচ্ছা সকলের ইচ্ছার ওপর প্রবল। তাঁর ফয়সালা মানুষের সকল চেষ্টা-তদবিরের ওপর প্রবল। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি কখনো কারও প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না। (কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে) আল্লাহ যা কিছু করেন, সে ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবেন না। আর বান্দা তার সকল কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবে।

ইমাম তহাবি রহ. উপর্যুক্ত আকিদায় চারটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। مشيئة অর্থাৎ ইচ্ছা, علم অর্থাৎ জ্ঞান, قضاء অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ও قدر অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণ। শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

মাশইয়াত তথা ইচ্ছা : আল্লাহ তাআলার মাশিয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন যে, আমি বান্দাকে ভালো ও মন্দ কাজের এখতিয়ার বা কর্মশক্তি দেবো। এখন বান্দার ইচ্ছা। চাইলে সে নেক আমলের ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে নেক আমল করতে পারে। অথবা মন্দ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে

গুনাহ্ করতে পারে। আল্লাহ্ স্বেচ্ছায় বান্দাকে উভয় শক্তি প্রদান করা হলো তাঁর 'মাশইয়াত'।

ইলম তথা জ্ঞান : 'আল্লাহর জ্ঞান'-এর ব্যাখ্যা হলো, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ্ তাআলা তা পূর্ব হতে জানেন। যেমন, কে নিজ ইচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্য করবে আর কে নিজ ইচ্ছায় নাফরমানি করবে—সবই পূর্ব হতে আল্লাহ্ তাআলা অবগত।

কাযা তথা ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত : 'আল্লাহর সিদ্ধান্ত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা যখন কোনো কাজের জন্য ভালো উপকরণ অথবা মন্দ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ সেই কাজ হওয়ার ফয়সালা করেন।

কদর বা ভাগ্য নির্ধারণ : আল্লাহ্ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, বান্দারা এই এই কাজ করবে, তাই তিনি সেগুলো লিখে দিয়েছেন। এটিই হলো তাকদির বা ভাগ্য নির্ধারণ।

আকিদা-৮৯ :

وفي دُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِم مَنْفَعَةٌ لِلأَمْوَات.

অর্থ : জীবিতদের পক্ষ থেকে দুআ ও দান-সদকায় মৃতদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

বান্দা নেক আমল করে প্রতিদান গ্রহণ করাকে 'সওয়াব' বলে। আর নেক আমল করে প্রতিদান অন্য কাউকে দিয়ে দিলে বলে 'ইসালে সওয়াব'। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট সওয়াব এবং ইসালে সওয়াব উভয়টি সত্য।

পবিত্র কুরআনে মুমিন বান্দাদের দুআ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।[১৯১]

১৯১. সুরা হাশর : ১০।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিন প্রকার আমল ছাড়া সকল প্রকার আমল বন্ধ হয়ে যায় : ১. সদকায়ে জারিয়া তথা চলমান সদকা; ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়; ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।[১৯২]

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বান্দার (ব্যাখ্যাকার) লিখিত 'ইসালে সওয়াব'।

আকিদা-৯০ :

وَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الحَاجَاتِ.

আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআ কবুল করেন এবং সকল প্রয়োজন পূরণ করেন।

বান্দার দুআ আল্লাহ তাআলা কয়েকভাবে কবুল করেন : ১. হয়তো বান্দাকে হুবহু কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দান করেন; অথবা ২ কাঙ্ক্ষিত বস্তু না দিয়ে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করেন; বা ৩. কখনো কখনো তা আখেরাতে দেওয়ার জন্য জমা রাখেন। তাই সর্বদা দুআর প্রতি বেশি থেকে বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।[১৯৩]

১৯২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৩১।

১৯৩. জামে তিরমিযি, হাদিস : ৩৩৭৩।

আকিদা-৯১ :

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلاَ يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، وَلاَ غِنَى عَنِ اللهِ تَعَالى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ.

আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর মালিক। কেউ তাঁর মালিক নয়। এক পলকের জন্যও জন্য কেউ তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এক পলক পরিমাণ সময় কেউ অমুখাপেক্ষী মনে করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলাই হলেন সবকিছুর মালিক। সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা তাঁরই। যাকে ইচ্ছা দান করেন। যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। ইচ্ছা করলে কাউকে বাদশাহ বানান, ইচ্ছা করলে কাউকে আবার ফকির। সবকিছুর ক্ষমতা তাঁরই। পক্ষান্তরে বান্দা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। সামান্য সময়ের জন্যেও সে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না, হওয়ার সাধ্য বান্দার নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

বলুন, হে সকল রাজত্বের মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং যার থেকে চান রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে চান সম্মান দান করেন এবং যাকে চান লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ; নিশ্চয়ই আপনিই সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।[১৯৪]

অনত্র ইরশাদ হচ্ছে :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তো আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।[১৯৫]

১৯৪. সুরা আলে ইমরান : ২৬।

১৯৫. সুরা ফাতির : ১৫।

আকিদা-৯২ :

وَاللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى.

আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত ও সন্তুষ্ট হন; তবে তা সৃষ্টিজগতের কারোর মতো নয়।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলার 'সিফাতে রেযা' তথা সন্তুষ্টির গুণ এবং 'সিফাতে গজব' তথা ক্রোধের গুণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি মাখলুকের ক্রোধ ও সন্তুষ্টির মতো নয়।

বান্দা যখন মনের ইচ্ছা বা চাহিদা অনুযায়ী কিছু হতে দেখে, তখন আনন্দিত হয়। আর যদি মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু হতে দেখে, তাহলে ক্রোধান্বিত হয়। বান্দার আনন্দিত অথবা ক্রোধান্বিত হওয়া সেই ঘটনা বা বস্তুর প্রভাব গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, সেই ঘটনা বা বস্তু বান্দার আগের অবস্থা পরিবর্তন করে নতুন অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের স্বভাবকে সিফাতে ইনফিআল এবং সিফাতে তাআছছুর তথা কর্তার কাজের প্রভাব গ্রহণ করার গুণ বলা হয়।

আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে পরিবর্তন হওয়া থেকে মুক্ত। সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার সিফাতে রেযা বা সন্তুষ্টির গুণ এবং সিফাতে গজব বা ক্রোধের গুণ রয়েছে; তবে তা মাখলুকের মতো নয়।

আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিল।[১৯৬]

অন্যত্র বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।[১৯৭]

---

১৯৬. সুরা ফাতহ : ১৮।

১৯৭. সুরা মুমতাহানা : ১৩।

সাহাবাগণের প্রতি ঈমান সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৩ :

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَلاَ نُفرطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم، وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نَذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ.

আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে ভালোবাসি, তাই তাদের কোনো একজনকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাদের মধ্য হতে কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যারা তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, সমালোচনা করে ও কটাক্ষ করে—আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা সাহাবিগণের উত্তমরূপে স্মরণ করি, তাদের ভালোগুলোই আলোচনা করি।

তাদেরকে ভালোবাসা হলো দ্বীন, ঈমান ও ইহসান। তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা হলো কুফরি, নিফাকি ও সীমালঙ্ঘনের পরিচায়ক।

সাহাবাগণের পরিচয়

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (মৃত্যু : ৮৫২ হি.) সাহাবির পরিচয় বর্ণনা করেছেন :

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

অর্থাৎ, যিনি মুমিন অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৯৮]

সাক্ষাতের দুটি অবস্থা রয়েছে : কারও সাথে মিলিত হওয়া বা সাক্ষাৎ করার জন্য আরবি ভাষায় দুটি শব্দ ব্যবহার হয়। স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎ হলে বলা হয় زيارت জিয়ারত। আর অনিচ্ছায় সাক্ষাৎ হলে বলে لقاء লিকা। সাহাবাগণের পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'লিকা' শব্দ ব্যবহার করা দ্বারা বোঝা গেল, কেউ ঈমান আনার নিয়তে সাক্ষাৎ করলেও সাহাবি। তদ্রূপ ঈমান আনার জন্য নয়; বরং মাহফিলে এসে ঈমান এনেছেন, তাহলে তিনিও সাহাবি। সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন নেই। এক মুহূর্ত সাক্ষাৎ হলেও তিনি সাহাবি।

---

১৯৮. নুযহাতুন নযর, পৃষ্ঠা : ১৩৩।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া এবং তাদেরকে ঘৃণা করা সীমালঙ্ঘন ও ভ্রষ্টতা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সকল সাহাবিকে ভালোবাসে। বিশেষ কোনো সাহাবিকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে না, কোনো সাহাবির থেকে বিমুখও হয় না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা (ঈমান আনয়নে) প্রথম অগ্রগামী এবং যেসব লোক নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; এটাই মহাসাফল্য।[১৯৯]

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ.

হযরত আবু সাইদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবাগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে না।[২০০]

১৯৯. সুরা তাওবা : ১০০।
২০০. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৬৭৩।

খেলাফতে রাশেদা সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৪ :

وَنُثْبِتُ الخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَوَّلاً لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ، تَفْضِيلاً لَهُ وتَقديماً عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ، ثُمَّ لعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، ثُم لِعُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ، ثُمَّ لِعَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُمُ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ والأَئِمَّةُ المُهْتَدُونَ الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَكَانُوا بِهِ يَعْدِلُوْنَ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর খেলাফত স্বীকার করি। কেননা তিনিই হলেন উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়। তারপর ওমর রাযি., তারপর উসমান রাযি., তারপর আলি ইবনে আবি তালেব রাযি.-এর খেলাফতকে স্বীকার করি। তারাই হলেন খলিফায়ে রাশেদ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম। যারা ইনসাফ ও সততার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ন্যায়বিচার করেছেন।

খোলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয়

'খোলাফায়ে রাশেদিন' হলেন সেইসব খলিফা, যাদের আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

> وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলিফা বানাবেন, যেমন খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে

শরিক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।[২০১]

এই আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষণীয় : ১. آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে (অতীতের ক্রিয়া) ২. مِنكُمْ তোমাদের মধ্য হতে (মধ্যম পুরুষের সর্বনাম)। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে : যারা ঈমান এনেছে এবং সম্বোধনের সময় বিদ্যমান ছিল। বোঝা গেল, খেলাফতের প্রতিশ্রুতি শুধু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যারা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগেই ঈমান এনেছেন এবং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি., হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি., হযরত উসমান রাযি. এবং হযরত আলি রাযি.—এঁরাই হলেন সে সকল ব্যক্তি, যাদের মাঝে এই দুই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ আয়াত অবতরণের সময় ঈমানদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাযি. তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর হাসান রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাযি. তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তাই তারা খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্তর্ভুক্ত নন।

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিতে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলি থানবি রহ. (মৃত্যু : ১৩৬২ হি.)-এর তত্ত্বাবধানে রচিত 'আহকামুল কুরআন'-এ এই আয়াতের অধীনে লিখিত ২য় ফায়দায় লেখা হয়েছে :

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللهَ اسْتَخْلَفَهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَمَكَّنَ لَهُمْ كَمَا جَاءَ الْوَعْدُ، وَلَايَدْخُلُ فِيْهِمْ مُعَاوِيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

অর্থাৎ, এই আয়াতটি চার খলিফার খেলাফত সত্য হওয়ার দলিল। আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে খেলাফত ও শাসনভার দিয়েছিলেন। আমিরে মুয়াবিয়া রাযি. এই প্রতিশ্রুত খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ, উক্ত আয়াত অবতরণের সময় পর্যন্ত তিনি মুসলমান হননি।[২০২]

মোটকথা 'খেলাফতে রাশেদা' একটি পরিভাষা। 'খোলাফায়ে রাশেদিন' হলেন তারাই, যাদের আলোচনা উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

---

২০১. সুরা নুর : ৫৫।
২০২. আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২৬০।

ফায়েদা :

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে তিনি হলেন রাসুলের প্রথম খলিফা। তার শ্রেষ্ঠত্যের অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে দুটি কারণ বর্ণনা করা হলো :

এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ধন্য হওয়ার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. উম্মতের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যিনি যত বেশি সাহচর্য পেয়েছেন, তিনি তত বেশি শ্রেষ্ঠ। সর্বজনস্বীকৃত যে; আবু বকর সিদ্দিক রাযি. সব সাহাবা থেকে বেশি সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সাথে ছিলেন। তাই তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খেলাফতের অধিক যোগ্য।

দুই. তার সাহাবি হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, সকল সাহাবা রাযি.-এর মধ্যে শুধু তাকেই কুরআনে সাহিব (সাহাবি) বলা হয়েছে।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাকে (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছিল, সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন, তখন সে স্বীয় সঙ্গী (আবু বকর)-কে বলল, তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।[২০৩]

---

২০৩. সুরা তাওবা : ৪।

আশারায়ে মুবাশশারা সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৫ :

وَأَنَّ العَشَرَةَ الَّذينَ سَمَّاهُم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَبشَّرَهُم بِالجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَقَوْلُهُ الحقُّ، وَهُمْ: أَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ، وعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَة، والزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُالرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وأَبُوعُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِين.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ জন সাহাবির নাম উল্লেখ করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জান্নাতি বলেছেন—এই কথার ওপর ভিত্তি করে আমরা তাদের জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সম্পূর্ণ সত্য।

সেই দশ জন হলেন : ১. আবু বকর রাযি.; ২. ওমর রাযি.; ৩. উসমান রাযি.; ৪. আলি রাযি.; ৫. তালহা (বিন উবাইদুল্লাহ) রাযি.; ৬. যুবাইর (ইবনুল আওয়াম) রাযি.; ৭. সাআদ (বিন আবু ওয়াক্কাস) রাযি.; ৮. সাইদ (বিন যাইদ) রাযি.; ৯. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.; ১০. আমিনুল উম্মাহ (উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.।

এই দশ জন সাহাবাকে 'আশারায়ে মুবাশশারা বিল জান্নাহ' বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবা বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবিই হলেন জান্নাতি। এই দশ জনকে আলাদাভাবে জান্নাতি বলা হয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে এই দশ জনকে জান্নাতি বলেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৬ :

وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ المقدسينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাযি., পবিত্র পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে উত্তম ও সুন্দর মন্তব্য করবে, সে নিফাক থেকে মুক্ত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাযি., পবিত্র পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা আবশ্যক। তাদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা বা কারও প্রতি মহব্বত আর কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের আলামত।

সালাফে সালেহিন সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৭ :

وعُلماءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بعْدَهُم مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الخَيْرِ والأَثَرِ، وأَهْلُ الفِقْهِ والنَّظَرِ لا يُذكَرُونَ إِلاَّ بِالجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُم بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

পূর্বযুগের উলামায়ে কেরাম এবং তাদের সঠিক অনুসারীবৃন্দ, যারা ছিলেন উত্তম ও সৎ চরিত্রের অধিকারী মুহাদ্দিসিন এবং প্রাজ্ঞ ফকিহ ও দ্বীনি ইলমে পারদর্শী, উত্তমভাবে তাদের আলোচনা করতে হবে। যারা তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করবে বা বিরূপ মন্তব্য করবে, সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।

পূর্ববর্তী নেককার আলেমগণ এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী আলেমগণকে উত্তমরূপে স্মরণ করতে হবে। তাদের সমালোচনা ও তাদের ব্যাপারে কটূক্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন।

আকিদা-৯৮ :

وَلاَ نُفَضِّلُ أَحَداً مِنَ الأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، ونقول : نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ.

ওলি-আওলিয়ার কাউকে কোনো নবী আলাইহিস সালামের ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করি না। বরং আমরা বলি, একজন নবী সকল ওলি থেকে উত্তম।

একজন নবী আলাইহিস সালামের মর্যাদা সকল ওলি থেকে অনেক অনেক বেশি। কারণ হলো :

এক. নবুয়ত হলো আল্লাহপ্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন নবী হিসেবে মনোনীত করেন। নবুয়ত সাধনা করে লাভ করার কোনো বস্তু নয় যে, রিয়াজত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনা করে পাওয়া যাবে। আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হওয়ার কারণে নবীগণ হলেন সকল ওলিদের থেকে উত্তম। সকল ওলি মিলেও কোনো একজন নবী আলাইহিস সালামের মতো হতে পারবে না।

দুই. নবিও ঈমানের ধারক, ওলিও ঈমানের ধারক। পার্থক্য হলো নবীর ঈমান হলো আসল, আর ওলির ঈমান তার থেকে অর্জিত শাখা। আর মূল সর্বদা তার শাখা থেকে উত্তম হয়। সুতরাং মূল ঈমানের ধারক নবী আলাইহিস সালামগণ শাখা ঈমানের ধারক ওলি থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন।

কারামতে আউলিয়া সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-৯৯ :

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِم.

আমরা ওলিদের কারামত (অলৌকিক ঘটনা) বিশ্বাস করি এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে ওলিদের ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাবলিও বিশ্বাস করি।

ওলিগণের কারামত সত্য। ইনসাফপূর্ণ কথা হলো, কারামত অস্বীকার করা যাবে না। আবার কারামত দেখে কোনো ওলিকে সমস্যার সমাধানদাতা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী ভাবা যাবে না। কারামত হলো আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। কেবল তিনি চাইলে ওলির মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পায়। তাই ওলির কাছে কোনো আবেদন না করে সব চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে।

কেয়ামতের আলামত সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-১০০ :

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّال، ونُزُولِ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ السَّماءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

আমরা কেয়ামতের আলামতসমূহের প্রতি ঈমান রাখি। (কেয়ামতের কিছু আলামত হলো) যেমন, ১. দাজ্জালের আবির্ভাব; ২. আসমান থেকে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণ; ৩. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়; ৪. দাব্বাতুল আরদের স্ব-স্থান থেকে বের হওয়া ইত্যাদি।

কেয়ামতের আলামত

কেয়ামতের আলামতগুলো দু-ভাগে বিভক্ত : ১. আলামতে সুগরা তথা ছোট ছোট আলামত; ২. আলামতে কুবরা তথা বড় বড় আলামত।

আলামতে সুগরা : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে হযরত ইমাম মাহদি রাযি.-এর আত্মপ্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ের আলামতসমূহ হলো আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত। তন্মধ্যে কিছু আলামত ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, আর কিছু আলামত প্রকাশিত হওয়া বাকি আছে।

আলামতে কুবরা : ইমাম মাহদি রাযি.-এর আত্মপ্রকাশের পর থেকে সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত সময়ের আলামতগুলোকে আলামতে কুবরা বলে।

আলামতে সুগরার কিছু নমুনা

আলামতে সুগরা তথা কেয়ামতের ছোট ছোট আলামতের বিবরণ কয়েকটি হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। নিম্নে দুটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ.

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত; আমি তোমাদের কাছে এমন এক হাদিস বর্ণনা করব, আমার পরে আর কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা

করবে না। আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন কেয়ামতের আলামত হলো ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, মদ পান করা হবে, জিনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশজন নারীর কর্তৃত্বে থাকবে একজন পুরুষ।[২০৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اتُّخِذَ الفَيْءُ دُوَلاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ القَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত;রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন গনিমতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ ভাবা হবে, আমানতের সম্পদকে গনিমতের সম্পদ মনে করা হবে, জাকাতকে জরিমানা মনে হবে, ধর্মহীন শিক্ষার প্রচলন ঘটবে, পুরুষজাতি স্ত্রীর অনুগত হবে এবং মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নেবে আর পিতাকে দূরে ঠেলে দেবে, মসজিদে উচ্চ আওয়াজ ও হট্টগোল করবে, পাপী লোক গোত্রপতি হবে, নিকৃষ্ট ইতর শ্রেণির লোক সমাজের কর্ণধার হবে, ব্যক্তিকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করা হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্য যন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিশাপ দেবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি এবং আরও এমনসব আলামতের অপেক্ষা করো, যা একের পর এক ঘটতে থাকবে। যেভাবে পুরোনো পুঁতির মালা ছিঁড়ে গেলে একের পর এক পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে।[২০৫]

---

২০৪. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৩১।
২০৫. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২২১১।

আলামতে কুবরার কিছু নমুনা

কেয়ামতের বড় বড় আলামত ১০টি। সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো :

এক. হযরত ইমাম মাহদি রাযি.-এর আগমন

হযরত ইমাম মাহদি রাযি.-এর আগমন কেয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম। তার নাম হবে মুহাম্মাদ। পিতার নাম আবদুল্লাহ। হযরত ফাতেমা রাযি.-এর অধস্তন বংশধর হবেন তিনি। অবয়বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদৃশ হবেন। অবস্থান করবেন মদিনা মুনাওয়ারাতে। তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে মক্কায়। সিরিয়া ও ইরাকের ওলি-আওলিয়া ও আবদালগণ তাওয়াফরত অবস্থায় তাকে চিনতে পেরে বাইয়াত হবেন। সর্বপ্রথম মক্কাতে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। তার শাসনকালে পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত শরিয়তের অনুসারী হবেন। তার শাসনামলেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন ফজরের নামাজের সময় দামেস্কের জামে মসজিদের পশ্চিম মিনারে। ফজর আদায় করবেন মাহদি রাযি.-এর পেছনে।

ইমাম মাহদি রাযি. খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবেন। তিনি মৃত্যুবরণ করবেন বায়তুল মাকদিসে। তার জানাজা পড়াবেন ঈসা আলাইহিস সালাম। তাকে দাফন করা হবে বায়তুল মাকদিসে।

দুই. দাজ্জালের আবির্ভাব

হাদিসে মুতাওয়াতির ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হলো কেয়ামতের দ্বিতীয় আলামত। দাজ্জাল হলো ইহুদি বংশোদ্ভূত এক কাফের। তার উপাধি হলো মাসিহ। তারে এক চোখে আঙুরের দানা পরিমাণ উঁচু চামড়া থাকবে। আর দুই চোখের মাঝখানে ك ف ر লেখা থাকবে।

দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যখন ইমাম মাহদি রাযি. কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে সিরিয়ায় ফিরে আসবেন এবং দামেস্কে অবস্থান করে মুসলমানদের জামাতকে সুসংহত করবেন। এমন সময় সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে বের হয়ে নিজেকে নবী দাবি করবে। অতঃপর সেখান থেকে চলে যাবে ইরানের ইস্ফাহানে। সেখানে সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসরণ

করবে। অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে একসময় সে নিজেকে খোদা দাবি করবে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা সৃষ্টি করবে। বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তার দ্বারা অনেক অলৌকিক বিষয় ও কারিশমা প্রকাশ করবেন। (অনেক সরলমনা মানুষ তার ধোঁকায় পড়ে নিজের মূল্যবান ঈমান হারিয়ে ফেলবে।)

সে ইয়ামান থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা হবে। শক্তিশালী ফেরেশতাদের পাহারার কারণে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। ব্যর্থ হয়ে মদিনা অভিমুখে রওনা দেবে। মদিনার প্রবেশপথসমূহেও ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে। এ জন্য দাজ্জাল মদিনাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। নিরুপায় হয়ে অবশেষে সিরিয়া ফিরে আসবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ফজর নামাজের সময় দামেস্কের জামে মসজিদে পূর্ব দিকের মিনারে অবতরণ করবেন। তিনি অভিশপ্ত দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

তিন. আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ

কেয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহের তৃতীয় আলামত হলো আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ করা। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হয়ে যাবে। ইমাম মাহদি রাযি. দামেস্কের জামে মসজিদে ফজর নামাজের প্রস্তুতি নেবেন। এ সময়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ফজর নামাজের সময় দামেস্কের জামে মসজিদে পূর্বদিকের মিনারে অবতরণ করবেন। নামাজ শেষে ইমাম মাহদির সাথে একত্র হয়ে দাজ্জালের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের নিঃশ্বাসে আল্লাহ এমন প্রভাব দেবেন যে, কোনো কাফের তা সহ্য করতে পারবে না। নিঃশ্বাস ত্যাগের সাথে সাথে কাফেররা মারা পড়বে। লবণ পানিতে যেভাবে গলে যায়, দাজ্জাল ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখামাত্র সেভাবে গলে দুর্বল হতে থাকবে। ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে ধাওয়া করবেন। একপর্যায়ে ‘বাবে লুদ’ নামক স্থানে তিনি অভিশপ্ত দাজ্জালকে বর্ষার আঘাতে হত্যা করবেন। নিহত দাজ্জালের রক্ত মুসলমানদের দেখাবেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী দাজ্জালি বাহিনীর মোকাবিলা করবে। সেই বাহিনীতে যত ইহুদি থাকবে, মুসলমানরা তাদের কচুকাটা করবে। এভাবেই দুনিয়া দাজ্জাল ও ইহুদিদের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হবে।

চার. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর ইমাম মাহদিও ইন্তেকাল করবেন। ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম মাহদির জানাজা নামাজের ইমামতি করবেন। ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম বায়তুল মাকদিসে ইন্তেকাল করবেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। ইমাম মাহদি রাযি.-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করবেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। সে সময়টা হবে অত্যন্ত প্রশান্তি ও সমৃদ্ধিময়। এমন সময় মহান রব আদেশ করবেন, হে ঈসা! আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে সমবেত হও। এখন আমি এমন ভয়ংকর জাতির আবির্ভাব ঘটাব, যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কোনে মাখলুকের নেই। তারা হলো ইয়াজুজ-মাজুজ। নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র ইয়াফিসের অধস্তন বংশধর।

বাদশাহ যুলকারনাইন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সুদৃঢ় প্রাচীর স্থাপন করে তাদের বের হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিটকবর্তী সময়ে সেই মহা প্রাচীর ভেঙে যাবে। দুর্ধর্ষ এই জাতি পঙ্গপালের মতো বিভিন্ন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পুরো পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে। (পবিত্র কুরআনে সুরা কাহাফের ৯৩-৯৮ পর্যন্ত আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।) ঈসা আলাইহিস সালাম মুমিনদের নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন। বাকিরা বাড়ি-ঘর দুর্গ-প্রাচীরের ফটক বন্ধ করে দেবে। ঈসা আলাইহিস সালাম দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাদেরকে মহামারি দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

আল্লাহ আসমান হতে মহামারি দিয়ে তাদেরকে সকলকে ধ্বংস করে দেবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা লম্বা গর্দানওয়ালা পাখি পাঠাবেন। পাখিগুলো অনেকের মৃত দেহ খেয়ে ফেলবে, অবশিষ্টদের নিয়ে ফেলবে সমুদ্রে। তারপর বৃষ্টি হবে যার দ্বারা তাদের পচাগলা দেহের দুর্গন্ধ দূরীভূত হবে। পৃথিবীময় বিরাজ করবে শান্তি-শৃঙ্খলা। ঈসা আলাইহিস সালাম ৪০/৪৫ বছর বয়সে মদিনায় মৃত্যুবরণ করবেন এবং রওজায়ে আতহারে তাকে দাফন করা হবে।

ঈসা আলাইহিস সালাম কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তিকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করবেন। তার নাম হবে 'জাহজাহ'। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু এক সময় আস্তে আস্তে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও আল্লাহর অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

পাঁচ. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হবে। তখন থেকে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন করে ঈমান আনা কোনো কাজে আসবে না।

ছয়. 'দাব্বাতুল আরদ' নামক অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাব

কেয়ামতের বড় বড় আলামতের একটি হলো দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.
>
> আর যখন তাদের ওপর প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) বাস্তবায়িত হবে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন থেকে এক জন্তু বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে। কেননা মানুষ আমার আয়াতসমূহের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখত না।[২০৬]

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পর মক্কার সাফা পাহাড় থেকে এই অদ্ভুত আকৃতির প্রাণীটি আবির্ভূত হবে। যেমনইভাবে মহান রব আপন কুদরতে সালেহ আলাইহিস সালামের মুজেজাস্বরূপ পাথর থেকে উটনী বের করেন; তদ্রূপ কেয়ামতের পূর্বে আপন কুদরতে এই বিরল প্রাণী বের করবেন। প্রাণীটি মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেয়ামতের নিকটবর্তিতার কথা জানাবে। মুমিনদের চেহারায় নুরানি দাগ এঁকে দেবে, ফলে তাদের চেহারা অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে। অপরদিকে কাফেরদের চোখের মাঝ বরাবর মোহর এঁকে দেবেন, ফলে তাদের আরও অনেক বেশি কুশ্রী হয়ে যাবে। (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) 'এবং হে পাপীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও' আয়াতের মর্মানুযায়ী মুমিন ও অপরাধীদের মাঝে পার্থক্য শুরু হবে। কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা ঘটবে।

সাত. মৃদু বায়ু

'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়ার কিছুদিন পর এক মৃদু বায়ু পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। এতে ঈমানদার নেককার সবাই মারা যাবে। কোনো মুমিন পাহাড়ের চূড়াতে বা পাতালে কোনো গর্তে লুকিয়ে থাকলেও এই বাতাস তার

---

২০৬. সুরা নামল : ৮২।

গায়ে লাগবে। আর সে ওখানেই মারা যাবে। নেককার বলতে কোনো মানুষ আর অবশিষ্ট থাকবে না। ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী কাউকে পাওয়া যাবে না।[২০৭]

আট. কাফেরদের বিজয় ও কাবাঘর ধ্বংস

এরপর হাবাশার অধিবাসী কাফেররা বিজয়ী হবে। পৃথিবীজুরে চলবে তাদের একচ্ছত্র শাসন। অত্যাচার-অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। শরম-লজ্জাহীনতা এতো পরিমাণে বেড়ে যাবে যে, মানুষ চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মতো উন্মুক্ত স্থানে, পথে-ঘাটে ব্যভিচার করবে। একপর্যায়ে খানায়ে কাবাকেও শহিদ করা হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

অর্থাৎ, পায়ের ছোট গোছাবিশিষ্ট হাবাশার কোনো ব্যক্তিই কাবা লুণ্ঠন করবে।[২০৮]

নয়. আগুন

কেয়ামতের সর্বশেষ আলামত হলো মধ্য এডেন এলাকা থেকে আগুন নির্গমন হবে। মানুষকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়ে শাম এলাকায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মৃত্যুপরবর্তী সময়ে এখানেই মানুষের হাশর হবে। এক মুহূর্তের জন্যও এই আগুন মানুষের পিছু ছাড়বে না। প্রভাতে সূর্যের কিরণ আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকবে, এদিকে এই আগুনও মানুষকে শামের দিকে হাঁকাতে থাকবে। সবাই শাম এলাকায় সমবেত হলে আগুন একাকিই অদৃশ্য হয়ে যাবে। *সুনানে আবু দাউদে* কেয়ামতের দশটি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে। আগুন হবে তার সর্বশেষ। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ، مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

অর্থাৎ, এগুলোর পর ইয়ামানের ইডেন নামক স্থানের নিচ ভূমি থেকে আগুন বের হবে। যা মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[২০৯]

এর কিছুদিন পর পৃথিবীতে কুফর ও মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। আর কেয়ামত সংঘটিত হবে।

---

২০৭. সহিহ মুসলিম : ২/৪০৩।
২০৮. আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩০৯।
২০৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩১১।

দশ. সিঙ্গায় ফুৎকার

কেয়ামতের সব আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর পৃথিবী কিছুদিন খুবই ভালোভাবেই চলতে থাকবে। মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই দিনাতিপাত করবে। কোনো এক শুক্রবার দশই মুহাররম সকালে সবাই অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকবে। হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। আওয়াজ আস্তে আস্তে বিকট হতে থাকবে। প্রকট আওয়াজে সবাই মারা যাবে। আসমান-জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। ৪০ বছর পর হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। ফলে সবাই জেগে উঠে ময়দানে মাহশারের দিকে ধাবিত হবে।

গণক ও জ্যোতিষী সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-১০১ :

وَلاَ نُصَدِّقُ كَاهِناً وَلاَ عَرَّافاً، وَلاَ مَنْ يَدَّعِي شَيْئاً يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وإجْمَاعَ الأُمَّةِ.

আমরা কোনো গণক বা জ্যোতিষীকে সত্য মনে করি না এবং যারা কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কিছু দাবি করে, তাদেরকেও মানি না।

গণকের পরিচয়

‘كاهن’ বা গণক বলা হয়, যে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ দেয়। তারা মূলত জিন জাতির পূজা করে এবং জিনদের কথামতো অন্যায় ও নাজায়েজ কর্মকাণ্ড করে থাকে। বিনিময়ে জিনেরা তাদেরকে কিছু গোপন বিষয়ের সংবাদ দেয়। গণকেরা সেসব তথ্যের সাথে আরও অনেক মিথ্যা মিলিয়ে লোকজনকে বলে বেড়ায়। গণকেরা জাদু এবং কল্পনাপ্রসূত বিষয়ের মাধ্যমেও কাজ করে থাকে।

জ্যোতিষীর পরিচয়

‘عراف’ অর্থ জ্যোতিষী। যারা নির্দিষ্ট বস্তু ও বিশেষ আলামতের ভিত্তিতে গোপন কথা বলে থাকে। যেমন, তারা বলে চুরির মাল কোথায় আছে। হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি কোথায় আছে। জ্যোতিষীরা তারকা এবং অন্যান্য মাধ্যমে যেমন, অনুসন্ধানকারীর কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে এসব বলে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

অর্থাৎ, যে লোক জ্যোতিষীর নিকট গেল এবং তাকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করল, তার চল্লিশ রাতের নামাজ কবুল করা হবে না।[২১০]

ফায়েদা :

কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, এই তিন দলিলের মধ্যে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী দলিল হলো উম্মতের ইজমা। কেননা, কুরআন-সুন্নাহ তো ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا بَلْ هِيَ أَوْكَدُ الْحُجَجِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হলো অকাট্য দলিল। তার অনুসরণ অপরিহার্য; বরং বলা যায় যে, ইজমাই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। ইজমার স্থান হলো অন্যান্য দলিলের আগে।[২১১]

ইজমা বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সমর্থন সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-১০২ :

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفُرْقَةَ زَيْغاً وَعَذَاباً.

আমরা জামাতকে সত্য ও সঠিক মনে করি। ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে সরে যাওয়াকে ভ্রষ্টতা ও আখেরাতের শাস্তির কারণ মনে করি।

অর্থাৎ, মুসলমান যে বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে তা সত্য এবং সঠিক। এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং এর বিরোধিতা করা দুনিয়ার বিবেচনায় ভ্রষ্টতা এবং আখেরাতের বিবেচনায় আজাবের কারণ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

২১০. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৭৮।
২১১. আল-ফাতওয়া আলকুবরা, ইবনে তাইমিয়া রহ. : ৬/১৬২।

আর যে ব্যক্তির সামনে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের সর্বসম্মত পথ হতে ভিন্ন পথে চলবে, তাকে আমরা সেই পথেরই হাওয়ালা করে দিই, যে পথ সে পছন্দ করেছে। এবং তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জ্বলিত করব। আর তা প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে কতই-না নিকৃষ্ট![২১২]

আকিদা-১০৩ :

وَدِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالسَّماءِ وَاحِدٌ، وهُو دينُ الإِسْلَامِ، كما قال الله تعالى : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. وقال الله تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ . وقال الله تعالى : وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

আসমান-জমিনে ধর্ম একটিই। তা হলো ইসলাম ধর্ম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম। অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করবে, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু আরও ইরশাদ করেন : وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে দিলাম।

একমাত্র ইসলাম ধর্মই সত্যধর্ম। এই ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণ করা হবে না। আজ ইহুদি খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সেদিকে আহ্বান করে। আর আমরা মুসলমান ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেই, যা সুনিশ্চিতভাবে সত্য। যেকোনো ধর্মকে অন্য ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হলে চারটি বিষয় লক্ষ করতে হবে। যে দ্বীন বা ধর্মে উক্ত চারটি বিষয় থাকবে সেই ধর্মই গ্রহণযোগ্য, সবার জন্য উপযুক্ত এবং সে ধর্মের দিকেই সবাইকে আহ্বান করতে হবে। সেই চারটি বিষয় এই :

এক. সকলের জন্য নবুয়তের ঘোষণা

উক্ত দ্বীনের নবী কর্তৃক এই ঘোষণা দেওয়া যে, আমিই সবার নবী। সুতরাং আমার কালিমা পাঠ করো। কেননা নবীর কালিমা পাঠ করা হয় মুক্তির জন্য। কাল কেয়ামত দিবসে যদি আমলের ঘাটতির কারণে সুপারিশের প্রয়োজন হয়,

২১২. সুরা নিসা : ১১৫।

তাহলে সেই নবী সুপারিশ করবেন, যার বক্তব্যে মানুষ কালিমা পাঠ করেছে। এমন যেন না হয় যে, মানুষ সুপারিশের আশা করছে অথচ নবী বলছেন, আমি তো তোমাদের জন্য নবুয়তের ঘোষণা দিইনি; আমার নবুয়তের সীমানা ছিল সীমাবদ্ধ। ইহুদি এবং নাসারাদের নবীগণের নবুয়তের সীমানা নির্দিষ্ট গোত্র এবং সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে আমাদের নবী শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সীমা অসীম। তাঁর নবুয়ত কেয়ামত পর্যন্ত সকল জিন ও মানুষের জন্য। তিনিই বিষয়টির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদের সবার নবী। যেমন, কুরআনে এসেছে,

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.

(হে নবী!) আপনি বলে দিন, ওহে লোকসকল! আমাকে তোমাদের সকলের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।[২১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً.

আমাকে সকল মাখলুকের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।[২১৪]

দুই. সেই নবীর ঘোষণা হবে যে, আমি শেষনবী

কেননা, মানুষ একজন নবীর কালিমা গ্রহণ করল, এরপর অন্য নবী আগমন করলে সেই নবীর কালিমা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত নবী যদি শেষনবী না হন তাহলে এই সন্দেহ সৃষ্টি হবে যে, নবীর শিক্ষা কি এখনো বাকি আছে না রহিত হয়ে গেছে? এ জন্য বর্তমান সময়ে সেই নবীকে দেখতে হবে যিনি আখেরি নবী, তাহলে উপরোক্ত সংশয়ই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এমন নবী কেবল একজনই—তিনি আমাদের নবী, ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনুল কারিম ঘোষণা দিচ্ছে :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে কারও পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয় সর্বজ্ঞ।[২১৫]

---

২১৩. সুরা আরাফ : ১৫৮।

২১৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫২৩।

২১৫. সুরা আহযাব : ৪০।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন :

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

আমি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ। আমার পরে কোনো নবী নেই।[২১৬]

তিন. তার নবুয়তের দলিল আজ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে হবে

এর কারণ হলো, কোনো নবীকে মানতে হলে দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন। যাতে তিনি যে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত—এ বিষয়টা সুসাব্যস্ত হয়। আর যে নবীর নবুয়তের দলিল-প্রমাণ এখনো অবিকৃত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আছে, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হলো কুরআনে কারিম। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

তোমরা যদি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ (কিতাবের) ব্যাপারে সন্দিহান হও, তাহলে অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে আসো এবং (এ ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[২১৭]

যখন কুরআনের কোনো একটি সুরা বা আয়াত বলতে অক্ষম হলো তখন এটাই প্রমাণিত হলো যে, কুরআন হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাজিলকৃত কিতাব এবং তিনি হলেন সত্য নবী। কারণ, নিয়ম হলো মানুষের পক্ষে যা করা অসম্ভব তা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

চার. সেই নবীর শিক্ষা আজও অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকা

কারণ হলো, নবীর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য হলো তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে তাঁর আনীত শরিয়তের ওপর আমল করা। যদি নবীর আনীত শিক্ষা এবং সে অনুযায়ী তার তরিকা বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তাঁর কালিমা পাঠকারী কীভাবে আমল করবে? বর্তমানে কোনো নবীর শিক্ষা ও আদর্শ যদি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তিনি হলেন সেরেফ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

২১৬. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২২১৯।

২১৭. সুরা বাকারা : ২৩।

উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের আলোকে বোঝা যায় বর্তমানে দ্বীন ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম।

'রাহে ইতিদাল' বা 'মধ্যপন্থা' সম্পৃক্ত আকিদা

আকিদা-১০৪ :

وَهُو بَيْنَ الغُلُوِّ والتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ والتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِ، وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالإِيَاسِ.

ইসলাম সব ধরনের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি, তাশবিহ ও তাতিল (সাদৃশ্যবাদ ও শূন্যতাবাদ), জবর ও কদর (অক্ষমতাবাদ ও পরাক্রমতাবাদ) এবং আজাবের ব্যাপারে নির্ভীকতা ও আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নৈরাশ্য—এসবের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার নাম।

ভারসাম্যপূর্ণতার নাম ইসলাম। যা নির্দিষ্ট পথেরও ওপর দিয়ে চলা বা সঠিক পথ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে সঠিক পথে চলার কথা বলে। এই দ্বীন বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমূলক চিন্তা-দর্শনের বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-দর্শনের কথা বলে। ইমাম তহাবি রহ. উক্ত 'ইতিদাল' বা ভারসাম্যপূর্ণ পথ বোঝাতে গিয়ে কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো :

وَهُو بَيْنَ الغُلُوِّ والتَّقْصِيرِ অর্থাৎ, আমরা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না। আমরা কোনো নবীকে আল্লাহর পুত্র জ্ঞান করি না। আবার ছাড়াছাড়িও করি না। যেমন নবীর মর্যাদাকে ওলির বরাবর বা তার চেয়েও কম মনে করি না। আমরা নবীকে আল্লাহ বান্দা মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে, উম্মতের সকল ওলিদের চেয়ে একজন নবীর সম্মান-মর্যাদা অনেক অনেক বেশি।

وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ والتَّعْطِيلِ অর্থাৎ, আমরা তাশবিহ তথা সাদৃশ্য স্থাপনকারী নই। আমরা বলি না যে, আল্লাহর সিফাতসমূহ কোনো মাখলুকের গুণাবলির সদৃশ। আমরা তাতিল তথা শূন্যতাবাদেরও প্রবক্তা নই। অর্থাৎ, আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর সত্তা থেকে পৃথক মনে করি না। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর গুণাবলি রয়েছে, তবে তা মাখলুকের গুণের মতো নয়।

وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِ অর্থাৎ, আমরা জাবরিয়াদের আকিদা লালন করি না যে, মানুষ সর্বক্ষেত্রে বাধ্যগত। আবার আমরা কদরিয়াদের এই আকিদাও পোষণ করি না যে, মানুষ তার সকল কাজের স্রষ্টা এবং কর্মসম্পাদনকারী। বরং আমরা এই

বিশ্বাস করি যে, বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, তবে কাজ সম্পাদনকারী বান্দা নিজেই।

وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالإِيَاسِ অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর আজাব ও শাস্তি সম্পর্কে ভয়হীন নই। আবার আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা হতে নিরাশও নই; বরং আমরা নেক আমল করি এবং আল্লাহর শাস্তিকেও ভয় করি। আমাদের ভয় হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল কবুল করেন কি না। অপরদিকে গুনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশও হয়ে যাই না। আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমালাভের আশাবাদী।

আকিদা-১০৫ :

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

এই হলো আমাদের দ্বীন এবং জাহেরি ও বাতেনি (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) আকিদা-বিশ্বাস। যে ব্যক্তি আমাদের উল্লিখিত আকিদাসমূহের বিপরীত আকিদা পোষণ করে আমরা আল্লাহর সম্মুখে তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিচ্ছি।

ইমাম তহাবি রহ. বর্ণনা করছেন যে, গ্রন্থের শুরু হতে এ পর্যন্ত যতগুলো আকিদা-বিশ্বাস লেখা হয়েছে, তা আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। আর এটাই আমাদের দ্বীন ও ঈমান। ইমাম তহাবি রহ. এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন :

এক. আমরা নিফাক থেকে মুক্ত। অর্থাৎ, মুখে এক কথা, অন্তরে আরেক কথা—আমরা এমন নই। আমরা অন্তরে যে আকিদা লালন করি, মুখেও তা স্বীকার করি। এ জন্য আমরা উল্লিখিত সকল আকিদা সম্পর্কে প্রকাশ্য ও গোপনে তথা সর্বত্র একই কথা বলি।

দুই. আমরা এই আকিদাসমূহের বিরোধিতাকারী থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। এমন ব্যক্তি এবং তার ভ্রান্ত আকিদাসমূহ ও চিন্তা-দর্শনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

বাতিল ফিরকাগুলো হতে দায়মুক্তি সম্পৃক্ত আকিদা

وَنَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الإيمانِ، ويَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، والآرَاءِ المُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلَ المشبِّهَةِ، والمعْتَزِلَةِ، والجَهْمِيَةِ، والجَبْرِيَّةِ، والقَدَرِيَّة وَغَيْرِهم، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ والجَمَاعَةِ، وَحَالَفُوا الضَّلالَةَ، ونَحْنُ مِنْهُم بَرَاءُ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلاَّلٌ وأَرْدِيَاءُ. وَبِاللهِ العِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ.

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ রাখেন এবং এর ওপরই যেন আমাদের মৃত্যু দেন। তিনি যেন আমাদেরকে বিভিন্ন কুপ্রবৃত্তি, বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা ও মুশাব্বিহা, মুতাজিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কদরিয়া প্রভৃতি প্রত্যাখ্যাত চিন্তা-দর্শন ও ভ্রান্ত দল হতে হেফাজত করেন। এ ছাড়াও সে সকল লোক থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন, যারা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র বিরোধিতা করে এবং বিদআত ও গোমরাহির অনুসরণ করে। আমরা তাদের সকল থেকে দায়মুক্ত। এরা সকলে আমাদের নিকট পথচ্যুত এবং প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ তাআলাই হেফাজতকারী এবং তাওফিকদাতা। আল্লাহই সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আমাদেরকে সবশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইমাম তহাবি রহ. কিতাবের শেষদিকে সঠিক পথে চলা ও ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে থাকার দুআ করেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ভ্রান্ত দলের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো :

মুশাব্বিহা

এই ফেরকা আল্লাহর সত্তা ও সিফাতকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। তাদের বক্তব্য হলো সৃষ্টির যেমন শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্ত-মাংশ আছে, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলারও শরীর ও অঙ্গ আছে, কিন্তু তা সৃষ্টির মতো নয়; বরং তা তাঁর শান অনুযায়ী। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলো দাউদ জাওয়ারিবি। 'তাশবিহ' তথা সাদৃশ্যতাবাদের প্রথম প্রবক্তা সেই। ৯৫ হি. থেকে ১১০ হি. পর্যন্ত সময়কালে সে মৃত্যুবরণ করে।

মুতাযিলা

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাদের আবির্ভাব হয়। এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হলো ওয়াসেল ইবনে আতা আলগাযাল (মৃত্যু : ১৩১ হি.)। সে ছিল হাসান বসরি রহ.-এর শিষ্য। ওয়াসেল ইবনে আতা নতুন এক মতের প্রবর্তন করে। তা

হলো, ‘যে ব্যক্তি গুনাহে কবিরা করল, সে ঈমানহীন হয়ে গেল। তবে সে কাফের নয়।’ তখন হাসান বসরি রহ. বললেন, هَذَا الرَّجُلُ قَدِ اعْتَزَلَ عَنَّا অর্থাৎ, এই লোকটি আমাদের আকিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই মতের অনুসারীরা নিজেদেরকে ‘মুতাজিলি’ বলে পরিচয় দিত এবং তারা মুতাযিলির অর্থ করত—আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বাতিল আকিদা হতে ভিন্ন।

তাদের মতে ভালো-মন্দের নির্ধারক হলো বিবেক-বুদ্ধি। কোনো বিষয় তাদের অপূর্ণ বিবেক অনুযায়ী না হলেই নির্লজ্জভাবে তার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করে। যদিও বিষয়টি কতয়ি তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। আর ‘যন্নি’ হলে তো সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে। মানুষের কর্ম যেমন ভালো-মন্দ মিশ্রিত, তদ্রূপ তারা মানুষের মতো আল্লাহর কর্মকেও ভালো-মন্দ বলে।

তাদের মতবাদের মূল বিষয় হলো পাঁচটি :

এক. আদল (ন্যায়পরায়ণতা) : তাদের ভাষ্য হলো, আল্লাহ মন্দ কর্মের স্রষ্টাও নন, মন্দ কর্মের ফয়সালাকারীও নন। যদি আল্লাহ তাআলাকে মন্দ কর্মের স্রষ্টা বলা হয়, তাহলে বান্দার মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি দিলে তা হবে জুলুম। অথচ তিনি জুলুম থেকে পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ। তাই ইনসাফের দাবি হলো, আল্লাহ তাআলাকে মন্দ কর্মের স্রষ্টা না বলা।

দুই. তাওহিদ (একত্ববাদ) : তারা কুরআনকে মাখলুক মনে করে। কারণ হিসেবে বলে, যদি কুরআনকে আদি মানা হয়, তাহলে একাধিক বস্তুকে আদি বলতে হবে। কিন্তু আদি হলেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ।

তিন. দণ্ডবিধি কার্যকর করা : আল্লাহ তাআলা যেসব শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর অবাধ্যতার কারণে বান্দাদেরকে যে আজাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব আজাব ও শাস্তি প্রয়োগ করা আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক। ক্ষমা করা তাঁর জন্য জায়েজ নয়। কেননা এরূপ করলে প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, বলা হবে যে, অবাধ্যতার শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা তো দিয়েছেন, তবে তিনি তা প্রয়োগ করেননি।

চার. দুই স্তরের (ঈমান ও কুফরের) মাঝামাঝি আরেক স্তর : তাদের দাবি হলো, গুনাহে কবিরা করলে বান্দা ঈমানহারা হয়ে যায়। তবে কাফের হয় না।

পাঁচ. ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ : তাদের আরেকটি দাবি হলো, ‘আমর বিল মারুফ’ বা ভালো কাজের আদেশ করা। অর্থাৎ, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেসব কাজের আদিষ্ট তা অন্যকে আদেশ করা এবং মানতে

বাধ্য করা অবশ্যক। 'নাহি আনিল মুনকার' বা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। অর্থাৎ, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

জাহ্মিয়্যা

তারা জাহ্ম ইবনে সাফওয়ান সমরকন্দির অনুসারী। তারা শূন্যতাবাদের প্রবক্তা। তারা আল্লাহর কোনো সিফাতকেই স্বীকার করে না। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোর একটি হলো, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। জাহ্ম ইবনে সফওয়ান সমরকন্দি এই বিশ্বাস জাদ ইবনে দিরহাম থেকে গ্রহণ করেছে। খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাসরি 'ওয়াসিত' শহরে ঈদুল আযহার দিন জাদকে হত্যা করে। জাহ্ম ইবনে সাফওয়ান ১৩০ হি. সনে মৃত্যুবরণ করে। কোনো কোনো বর্ণনামতে তাকেও হত্যা করা হয়।

জাবরিয়্যা

তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস হলো, তারা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম মনে করে। তাদের আকিদা হলো, বান্দা নিজ কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। বান্দার সকল কর্মই আল্লাহ তাআলার তাকদির, ইলম, ইরাদা ও কুদরতে সংঘটিত হয়। তাই বান্দা ভালো কর্মের জন্য প্রতিদান ও প্রশংসা এবং মন্দ কর্মের জন্য তিরস্কার ও শাস্তির যোগ্য নয়।

কাদরিয়্যা

কাদরিয়্যা শব্দটি 'কদর' তথা ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাকদির অস্বীকার করার কারণে তারা কাদরিয়্যা। তাদের ভ্রান্ত দাবি হলো, মানুষ আপন কর্মের স্রষ্টা। তার কর্ম তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কাজ নেই। কিছুই সংঘটিত হয় না। সবই বান্দার নিয়ন্ত্রণে। তারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না; বরং কর্ম সংঘটিত হওয়ার পর কেবলই আল্লাহ তাআলা জানতে সক্ষম হন।

উপসংহার

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ،

এক. দ্বীনের সারাংশ হলো দুটি বিষয় : ১. করণীয়; ২. বর্জনীয়।

করণীয়গুলো গুরুত্বের সাথে পালন করা। আর বর্জনীয়গুলো সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।[২১৮]

দুই. করণীয়গুলো হলো মঙ্গলজনক আর বর্জনীয়গুলো অকল্যাণকর। ভালো কর্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও তার প্রতিদান রয়েছে। আর মন্দ কর্ম অতি ক্ষুদ্র হলেও তার শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ করলে তাও তা দেখতে পাবে।[২১৯]

তিন. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু গুণের সারনির্যাস হলো দুটি গুণ : ১. বাশির (সুসংবাদদাতা); ২. নাজির (ভীতিপ্রদর্শনকারী)।

বাশিরের অর্থ হলো সৎকর্মের ফজিলত শুনিয়ে মানুষকে জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী। নাজিরের অর্থ হলো পাপকর্মের শাস্তির কথা শুনিয়ে মানুষকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ককারী।

চার. মৃতুর পর চিরস্থায়ী ঠিকানা দুটি : ১. জান্নাত; ২. জাহান্নাম।

জান্নাত : আল্লাহর বাধ্যগত সৎকর্মশীল বান্দাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

জাহান্নাম : আল্লাহর অবাধ্য পাপী বান্দাদের ঠিকানা।

পাঁচ. উলামায়ে কেরাম হলেন নবীগণের উত্তরসূরি। তাদের কর্তব্য হলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে—

১. ইসলাম কী এবং কুফর কী?

২. সুন্নত কী এবং বিদআত কী?

৩. ভালো কী এবং মন্দ কী?

৪. হক কী এবং বাতিল কী?

৫. হকের অনুসারী কারা এবং বাতিল কারা?

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ،
وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ.

---

২১৮. সুরা হাশর : ৭।

২১৯. সুরা যিলযাল : ৭-৮।

ব্যাখ্যাকার পরিচিতি

নাম : মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান হাফি.

জন্ম : ১২-০৪-৬৯ ইং

শিক্ষা : হিফজুল কুরআন বোহর ওয়ালী জামে মসজিদ, গোখরমন্ডী, গুজরানওয়ালা।

তরজমা ও তাফসিরুল কুরআন : গুজরানওয়ালায় অবস্থিত মাদরাসায়ে নুসরাতুল উলুমে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরফরাজ খান সফদার রহ.-এর নিকট।

দরসে নিজামী : শুরু করেন জামিয়া বানুরিয়া করাচীতে এবং শেষ করেন, জামিয়া ইসলামিয়া এমদাদিয়া ফয়সালাবাদ।

রচনাবলী : দুরুসুল কুরআন, খুলাসাতুল কুরআন, দুরুসুল হাদিস, আল্লাহ ছে মাঙ্গো, আল্লাহ কে বান্দে, আল কাওয়ায়েদ ফিল আকায়েদ, শরহু আকিদাতুত তহাবী, শরহুল ফিকহিল আকবার ইত্যাদি।

খলিফা : হযরত শায়খ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ., হযরত শায়খ আব্দুল হাফিজ মক্কী রহ., শায়খ পির আজিজুর রহমান রহ., হযরত শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ আমিন শাহ রহ., হযরত শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফি. হযরত শায়খ কাজি মুহাম্মদ মেহেরবান হাফি.

ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিষয় পাঁচটি।

১. আকিদা; ২. ইবাদত; ৩. মুআমালাত; ৪. মুআশারাত; ৫. আখলাক।

এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয় হলো, আকিদা-বিশ্বাস। বাকি বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়া বা না হওয়া আকিদার ওপর নির্ভরশীল। যদি আকিদা-বিশ্বাস সঠিক হয় তাহলে বাকি আমলগুলো আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন। পক্ষান্তরে আকিদা সঠিক ও বিশুদ্ধ না হলে কোনো আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার ওপর এ যাবত বহু গ্রন্থ রচিত রয়েছে। ইমাম আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ তহাবি রহ. বিরচিত 'আল-আকিদাতু-তহাবিয়া' সংক্ষিপ্ততা ও গভীর অর্থবহতার বিবেচনায় একটি বুনিয়াদি-মৌলিক কিতাব। ফলে সহস্র বছর যাবত গ্রন্থটি আরব ও অনারবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আকিদা বিষয়ক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত এবং আকিদা শিক্ষার ধ্রুপদী গ্রন্থ হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল দল ও জামাতের নিকট সর্বসম্মতভাবে বরিত ও দলিল হিসেবে নিঃসংকোচে গ্রহণযোগ্য।

বক্ষমান গ্রন্থটি আল আকিদা আত তহাবিয়ার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা লিখেছেন, পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মুনাজেরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিজাহুল্লাহ। তার ইলমি যোগ্যতা ও কৃতিত্ব বিশ্বজোড়া সমাদৃত।

আকিদা আত-তহাবিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংখ্যা অগুনিত। প্রতিটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এবং আলাদা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে রচিত। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বি... ...রানামের অধীনে তিনি ঠিক ... ...নিবার্য ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ... ...বশনের কারণে গ্রন্থটি থেকে ... ...লগ্রন্থের আবেদন ও বক্তব্য হ...

আকিদাতুত ত্বহাবি
ইমাম আবু জাফর ...
362606#1429759-3
ROK-STK

দারুল আরকাম
DARUL ARQAM
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০), গ্রাউন্ড ফ্লোর
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৭৭ ৬৪৮১৮৫